ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণের ওপর নমুনা জরিপ প্রতিবেদন

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
আগস্ট ২০১৩

ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণের ওপর নমুনা জরিপ প্রতিবেদন

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
আগস্ট ২০১৩

সমীক্ষা টিম

আহবায়ক

মাহফুজা আকতার
উপ-মহাব্যবস্থাপক, গবেষণা বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

মোঃ আশ্রাফুল আলম উপ-মহাব্যবস্থাপক এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ	**মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান** যুগ্ম-পরিচালক গবেষণা বিভাগ এবং সদস্য সচিব
জেবুন্নেসা করিমা উপ-পরিচালক গভর্নর সচিবালয়	**সাইফুল আরেফীন** উপ-পরিচালক পরিসংখ্যান বিভাগ
মোহাম্মদ আব্দুর রউফ উপ-পরিচালক ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩	**মোঃ সদরুল হাসান** উপ-পরিচালক এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ
মোঃ মাইদুল ইসলাম চৌধুরী সহকারী পরিচালক গবেষণা বিভাগ	

মুখবন্ধ

দেশের অর্থনীতিতে বিরাজমান বিভিন্ন প্রতিকূলতা (বিশেষতঃ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সংকট) সত্ত্বেও ২০০৯-১০ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে শিল্প খাতে পরিলক্ষিত ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেশের নীতিনির্ধারক ও পর্যবেক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিষয়টি অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার জন্য গভর্নর মহোদয় ড. আতিউর রহমান এর নির্দেশে বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ সেকেন্ডারি তথ্য/উপাত্তের ভিত্তিতে একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ উপস্থাপন করে যেখানে উক্ত সময়ে শিল্প খাতে পরিলক্ষিত ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধির মুখ্য কারণ (তথ্য/উপাত্ত অনুসন্ধানপূর্বক প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী) হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতে ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধির কথা তুলে ধরা হয়। তবে, গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রবন্ধে এসএমই খাতে বিতরণকৃত ঋণের সঠিক ব্যবহার এবং এ খাতের উন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে এসএমই ঋণের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ও এর অর্থনৈতিক প্রভাবসহ প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এরই আলোকে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মোঃ আখতারুজ্জামান এর নেতৃত্বে গবেষণা বিভাগ, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩, গভর্নর সচিবালয় ও পরিসংখ্যান বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে টিম গঠনপূর্বক দীর্ঘ প্রায় ৬ মাস মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রশ্নমালা ভিত্তিক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপকৃত তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার করে ৪টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের কেইস স্টাডিসহ ***"ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণ ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ"*** শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে যেখানে এসএমই খাতে ঋণ দাতা ও ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ এ খাতের অবদান সম্পর্কিত বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণসহ সে আলোকে কতিপয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যা দেশের নীতিনির্ধারক ও পর্যবেক্ষকদের এ খাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

গবেষণা কর্মটির জরিপ-প্রশ্নমালা তৈরি, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও এর গুণগত মান উন্নয়নে সার্বিক দিক-নির্দেশনা, মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ইত্যাদির জন্য চীফ ইকোনোমিস্ট ড. হাসান জামান, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ এর মহাব্যবস্থাপক সুকোমল সিংহ চৌধুরী এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক ড. সায়েরা ইউনুসকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আলোচ্য গবেষণা কাজে প্রশাসনিক ও লজিস্টিকস্ সহযোগিতা প্রদানের জন্য গবেষণা বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আখতারুজ্জামান এবং ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩ এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ হুমায়ুন কবির এর অবদানের কথা স্মরণ করছি। এছাড়া, মাঠ পর্যায়ে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের কাজে সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বহিঃকেন্দ্রগুলোর সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপকগণ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান কার্যালয়সহ তাদের শাখাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বোপরি, গবেষণা বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সমন্বয়ে এরূপ মাঠ পর্যায়ে জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্লেষণধর্মী এ প্রতিবেদন তৈরির সুযোগ প্রদানের জন্য গভর্নর মহোদয় এবং ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেমকে আমার ও আমার টিমের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান)
ডেপুটি গভর্নর

তারিখ ঃ ঢাকা
৭ আগস্ট, ২০১৩

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	১-২
এক নজরে এসএমই খাতের সাফল্য গাঁথা (success story), সমস্যা ও সুপারিশমালা	৩-৫
অধ্যায় ১ ঃ এসএমই ঋণের ওপর সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি	৭-৯
অধ্যায় ২ ঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ইতোপূর্বে পরিচালিত কতিপয় সমীক্ষার ফলাফল	১০-১২
অধ্যায় ৩ ঃ জরিপকৃত ক্ষুদ্র মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈশিষ্ট্য	১৩-১৭
অধ্যায় ৪ ঃ ক্ষুদ্র মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ সংক্রান্ত তথ্য	১৮-২১
অধ্যায় ৫ ঃ ক্ষুদ্র মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহীত ঋণের আর্থ-সামাজিক প্রভাব	২২-২৭
অধ্যায় ৬ ঃ মতামত, সুপারিশমালা ও ভবিষ্যৎ গবেষণা	২৮-৩৪
অধ্যায় ৭ ঃ কেইস স্টাডিসঃ এসএমই ঋণ গ্রহণকারী কতিপয় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবসা কার্যক্রমের ওপর প্রতিবেদন	৩৫-৪৫
সংযোজনীসমূহ	
সংযোজনী-১ প্রশ্নমালা ‘ক-সেট’ঃ নমুনা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয়ের জন্য	৪৬-৫০
সংযোজনী-২ প্রশ্নমালা ‘খ-সেট’ঃ নমুনা ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখা অফিসসমূহের জন্য	৫১-৫৫
সংযোজনী-৩ প্রশ্নমালা ‘গ-সেট’ঃ নমুনা ঋণ সুবিধাভোগী ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য	৫৬-৬০

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ (Executive Summary)

২০১০ সালে এসএমই খাতে বিতরণকৃত ঋণের সঠিক ব্যবহার এবং এ খাতের উন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব বিশ্লেষণের লক্ষ্যে গভর্নর মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী গবেষণা বিভাগের নেতৃত্বে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩ (ডিবিআই-৩), গভর্নর সচিবালয় ও পরিসংখ্যান বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সমীক্ষা টিম গঠনপূর্বক মাঠ পর্যায়ে জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে প্রশ্নমালাভিত্তিক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে ***"ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণ ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ"*** শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় এবং সমীক্ষালব্ধ ফলাফল গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর, চীফ ইকোনোমিস্ট মহোদয়গণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে একটি সেমিনারের মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি এ বিষয়ে তাঁদের গঠনমূলক মতামত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত সমীক্ষার একটি সার-সংক্ষেপ পর্ষদের ৩৪০তম সভায় উপস্থাপন করা হয়।

সমীক্ষা টিম মাঠ পর্যায়ে দেশব্যাপী ৬৪টি জেলার ৪০০টি ব্যাংক শাখা হতে ৮০০টি এসএমই ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শনের পাশাপাশি প্রশ্নমালা ভিত্তিক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১২ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। উল্লেখ্য যে, জরিপকৃত ৮০০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সরেজমিনে পাওয়া যায়নি এবং জরিপকালীন সময়ে কতিপয় উদ্যোক্তা তাৎক্ষণিকভাবে প্রশ্নমালার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারেনি। আবার, প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, কতিপয় উদ্যোক্তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। তবে, পরবর্তী সময়ে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং তাঁদের ঋণ দাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। ফলে, প্রশ্নমালাভিত্তিক সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য/উপাত্ত প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪৩টি যার মধ্যে মাইক্রো ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৫টি ও ৩৭টি। ফলে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫১টি যার মধ্যে ৩৮০টি ক্ষুদ্র ও ৭১টি মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

জরিপকৃত এসএমই উদ্যোক্তাদের অধিকাংশেরই ব্যাংকিং লেনদেন ছিল বেসরকারি ব্যাংকের সাথে এবং তাদের অবস্থান ছিল ঢাকা বিভাগে। উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই (৮৪.৭%) মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হলেও শতকরা ৫২.১ ভাগ উদ্যোক্তার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। উদ্যোক্তাদের বেশির ভাগ (৯২.২%) পুরুষ, মালিকানা একক (৮৫.৪%), আকার ক্ষুদ্র (৮৪.৩%), খাত ব্যবসা (৬২.৩%) এবং শহরাঞ্চলের (৭২.৫%)। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেরই (৯২.০%) রেজিস্ট্রেশন রয়েছে এবং তা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হতে (৮১.৮%)। অর্ধেকের বেশি (৬১.৯%) প্রতিষ্ঠানের ব্যালেন্স শীট নেই । আবার যাদের ব্যালেন্স শীট আছে সেগুলোর বেশির ভাগই অডিটেড নয়।

প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই (৭৯.২%) উদ্যোক্তাদের আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে এবং স্থানীয় বাজার সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান (৬২.৫%) রাখছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশির ভাগ (৬৪.১%)তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত নয়। প্রতিষ্ঠানগুলোতে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। মোট জনবলে শিল্প খাত (৬৫.৫%) ও ক্ষুদ্র আকার (৬২.৪%) প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শ্রমঘন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বেশি (৫২.৯%) ছিল। বেশির ভাগ (৬২.০%) প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেতন কাঠামো সরকার ঘোষিত বেতন কাঠামোর সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল এবং উদ্যোক্তাগণ কর্মচারীদের বেতন বহির্ভূত বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই ঋণের প্রচলিত শর্তাবলী জেনেই ঋণের জন্য নিজে আবেদন করে ঋণ গ্রহণ করেছেন। বেশির ভাগ (৫৯.৯%) উদ্যোক্তাদের ঋণ পেতে তেমন অসুবিধা হয়নি। উদ্যোক্তাদের শতকরা ৩৫.৫ ভাগ ব্যবসা পরিচালনায় ব্যাংক থেকে পরামর্শ চেয়েছেন এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা পরামর্শ পেয়েছেন। উদ্যোক্তাদের গৃহীত ঋণের অধিকাংশই (৮৪.৫%) ছিল ওভার ড্রাফট/সিসি/ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল/বাইমুয়াজ্জল হাইপো এবং এ ঋণের মেয়াদ এক বছর বা তার চেয়ে কম। এ ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে স্থায়ী সম্পদ (যেমনঃ জমি/কারখানা/বিল্ডিং/ফ্ল্যাট ইত্যাদি) ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঠ পর্যায়ে এসএমই ঋণের সুদ হারের সীমা ছিল ১০%-২০% । তবে, ২০১০ ও ২০১১ সালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রদত্ত ঋণের সুদ হারের ভারীত গড় ছিল যথাক্রমে ১৩.৬% ও ১৫.০% । ২০১০ সালে গৃহীত ঋণ ২০০৯ সালের তুলনায় ব্যাপক হারে বৃদ্ধি (৪২.৬%) পেয়েছে যার মুখ্য কারণ হিসেবে উদ্যোক্তা কর্তৃক নতুন ঋণ গ্রহণ এবং বিদ্যমান ঋণের সীমা বৃদ্ধিকে উল্লেখ করা যায় । ২০১০ সালে উদ্যোক্তাদের গৃহীত ঋণ মূলত শিল্পের কাঁচামাল ও ব্যবসা খাতে পণ্য ক্রয়ে ব্যয় হয়েছে । উদ্যোক্তাদের অধিকাংশ (৯৬.৭%) নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করেন । সমীক্ষা টিমের মূল্যায়নে বেশির ভাগ (৮৭.৬%) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে প্রতীয়মান ।

জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবলের কাঠামোগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে । জরিপকৃত বেশির ভাগ (৫৩.৫%) ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের সময়কাল বা বয়স ছিল ১ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই (৬৮.৩%) প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল ১০ জনের কম জনবল নিয়ে । কিন্তু, প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জরিপকালীন সময়ে ১০ জনের কম জনবল বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৭.৫ ভাগ । জনবলের কাঠামোগত এ পরিবর্তনের মাধ্যমে এসএমই ঋণ দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখবে বলে প্রতীয়মান ।

একইভাবে, জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর মূলধনেও কাঠামোগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে । শতকরা ৮৯.১ ভাগ প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক মূলধন ছিল ৫০ লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে কম । কিন্তু, প্রতিষ্ঠা লাভের পর সময়ের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানগুলোর মূলধন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জরিপকালীন সময়ে ৫০ লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে কম মূলধন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৬.৬ ভাগ । মূলধনের কাঠামোগত এ পরিবর্তনের মাধ্যমে এসএমই ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মূলধনের ভিত মজবুতকরণের পাশাপাশি তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে অবদান রাখবে বলে প্রতীয়মান ।

এসএমই ঋণ কার্যক্রম ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখার মোট ঋণ এবং মুনাফা অর্জনে যথেষ্ট অবদান রাখছে । যে সব ব্যাংক শাখার এসএমই ঋণ মোট ঋণের ২০ শতাংশের নীচে তাদের এসএমই ঋণ হতে অর্জিত গড় মুনাফা মোট মুনাফার শতকরা ৭.৫ ভাগ । আবার, যে সব ব্যাংক শাখার এসএমই ঋণ মোট ঋণের ৮০ শতাংশ হতে ১০০ শতাংশ তাদের এসএমই ঋণ হতে অর্জিত গড় মুনাফা মোট মুনাফার শতকরা ৭২.০ ভাগ । ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখাসমূহের অর্জিত মুনাফায় পরিলক্ষিত এসএমই খাতের ক্রমবর্ধমান অবদান তাদের আর্থিক ভিত সুদৃঢ়করণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে ।

জিডিপি'র ৯টি খাতে অন্তর্ভুক্ত ৪৫১টি প্রতিষ্ঠানের মাথাপিছু মূল্য সংযোজন ও করপূর্ব মুনাফা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে । ২০১০ ও ২০১১ সালে দেশের জিডিপি'তে আর্থিক খাতের সুবিধাভোগকারী এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে শতকরা ২৫.৯ ভাগ এবং শতকরা ২৭.০ ভাগ । দেশের সম্ভাবনাময় এসএমই খাতকে অগ্রাধিকার প্রদানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে এ খাতে চিহ্নিত নানা প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জিডিপিতে এর ইতিবাচক অবদান ধরে রাখা যেতে পারে ।

আলোচ্য সমীক্ষার প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট থাকায় সেখানে খাত, আকার, অঞ্চল ও লিঙ্গভেদে এসএমই ঋণের আর্থ-সামাজিক প্রভাবের ওপর বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং Cluster Development এর ওপর তেমন আলোকপাত করা সম্ভব হয়নি । তবে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ ভবিষ্যতে উপরোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে এসএমই খাতের ওপর আরো ব্যাপকভিত্তিক সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে Cluster Development এর জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং খাত, আকার, অঞ্চল ও লিঙ্গভেদে এসএমই ঋণের আর্থ-সামাজিক প্রভাবের পাশাপাশি দেশের জিডিপি'তে এসএমই ঋণের অবদান তুলে ধরতে পারে ।

Akhtar

(ড. মোঃ আখতারুজ্জামান)
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

এক নজরে এসএমই খাতের সাফল্য গাঁথা(success story), সমস্যা ও সুপারিশমালা

সময়ের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মাঠ পর্যায়ে জরিপ পরিচালনার সময় সমীক্ষা টিম কর্তৃক এসএমই খাতে কতিপয় উল্লেখযোগ্য সাফল্য গাঁথা (success story) পরিলক্ষিত হয়েছে (বক্স-১) ।

বক্স-১

উল্লেখযোগ্য সাফল্য গাঁথা(success story)

- ❖ এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবল ও মূলধনের কাঠামোতে পরিবর্তন;
- ❖ এসএমই ঋণ বিতরণে বিদ্যমান ঋণের সীমা বর্ধিতকরণের পাশাপাশি নতুন উদ্যোক্তাদের মাঝেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ঋণ বিতরণ;
- ❖ পল্লী অঞ্চলে এসএমই ঋণ বিতরণের ফলে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের মূলধন, বিক্রয়, কর্মসংস্থান ও মুনাফায় (করপূর্ব) তুলনামূলকভাবে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন;
- ❖ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে শিল্প খাত ও ক্ষুদ্র আকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান তুলনামূলকভাবে বেশি;
- ❖ এসএমই ঋণ গ্রহণের ফলে মহিলা উদ্যোক্তাদের মূলধন ও মুনাফায় (করপূর্ব) ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি;
- ❖ জরিপকৃত বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের বেতনকাঠামো সরকার ঘোষিত বেতন কাঠামোর সাথে সংগতিপূর্ণ;
- ❖ উদ্যোক্তা কর্তৃক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বেতন বহির্ভূত সুবিধাদি প্রদান;
- ❖ জরিপকৃত ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখাসমূহের মুনাফা অর্জনে এসএমই খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান;
- ❖ ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মাথাপিছু মূল্য সংযোজনে ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি;
- ❖ দেশের জিডিপি'তে আর্থিক খাতের সুবিধাভোগকারী এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমবর্ধমান অবদান;
- ❖ তুলনামূলক কম সুদ হারের কারণে ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এসএমই প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক প্রভাব ।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান (এসএমই) পরিদর্শনের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজস্ব টিম গঠনের নির্দেশনা থাকলেও জরিপকালীন সময়ে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে এসএমই ঋণ পরিদর্শনে নিজস্ব পরিদর্শন টিম পরিলক্ষিত হয়নি । আর নিজস্ব পরিদর্শন টিম না থাকাকেই ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের এসএমই ঋণ পরিদর্শনের একটি অন্যতম সমস্যা/প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে । ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক এসএমই ঋণ পরিদর্শনসহ অন্যান্য কতিপয় উল্লেখযোগ্য সমস্যা/প্রতিবন্ধকতা বক্স-২ এ বর্ণিত হলো ।

বক্স-২

এসএমই খাতের পরিলক্ষিত উল্লেখযোগ্য সমস্যাসমূহ

প্রধান কার্যালয়ের এসএমই কার্যক্রমে পরিলক্ষিত সমস্যাসমূহ ঃ

- নির্দিষ্ট পরিদর্শন টিম না থাকা;
- প্রয়োজনীয় জনবল সংকট;
- প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট না পাওয়া;
- আলাদা এসএমই বিভাগ না থাকা;
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ না থাকা;
- এসএমই সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকা; ইত্যাদি ।

শাখা অফিসের এসএমই কার্যক্রমে পরিলক্ষিত সমস্যাসমূহ ঃ

- অধিকাংশ উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা না থাকা;
- উদ্যোক্তা কর্তৃক দায় ও সম্পদের তথ্য সংরক্ষণ না করা;
- উদ্যোক্তার ব্যবসার প্রকৃত তথ্য সরবরাহে অনীহা;
- উদ্যোক্তার ঋণ গ্রহণের পর ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগে অনীহা;
- মনিটরিং এর জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখাগুলোতে প্রয়োজনীয় জনবল সংকট;
- বাড়তি সুবিধা আদায়ে মহিলা উদ্যোক্তার নামে SME প্রজেক্ট দেখিয়ে পুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা;
- প্রকৃত Project Profile বিহীন Shadow Project ধারীদের ঋণ আবেদন;
- SME সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের কোন formal training না থাকা;
- SME ঋণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের সাথে উদ্যোক্তাদের সংশ্লিষ্টতা কম/না থাকা;
- গ্রাহকের ব্যবসায়িক অবস্থানের দূরত্বজনিত কারণে যোগাযোগ ও মনিটরিং সমস্যা; ইত্যাদি ।

এসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যবসা বিকাশে পরিলক্ষিত সমস্যা/প্রতিবন্ধকতাসমূহ ঃ

- ঋণ প্রাপ্তিতে সময়ক্ষেপণ;
- ঘুষ প্রদান;
- অতিরিক্ত সুদ আরোপ বা সার্ভিস চার্জ;
- জামানতের মূল্যায়ন ফি;
- জামানতবিহীন ঋণ স্বল্পতা;
- এসএমই এর সংজ্ঞার অস্পষ্টতা;
- বিক্রিত পণ্যে মূল্য বাকি থাকায় এবং অর্থাভাবে উৎপাদনক্ষমতার সদ্ব্যবহার না হওয়া;
- অবকাঠামোর সমস্যা;
- দক্ষ জনবলের অপ্রতুলতা;
- বৃহৎ শিল্পের সাথে অসম প্রতিযোগিতা;
- পানি/বিদ্যুৎ/গ্যাস সমস্যা;
- বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের ওঠা-নামা;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ; ইত্যাদি ।

মাঠ পর্যায়ে জরিপে এসএমই খাতে পরিলক্ষিত বিভিন্ন সমস্যা/প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ এ খাতের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কতিপয় সুপারিশ বক্স-৩ এ তুলে ধরা হলো ।

বক্স-৩

সুপারিশমালা

- ❖ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনে সকল স্তরের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ ও কর্মকাণ্ডের সমন্বয় বৃদ্ধিকরণ;
- ❖ ডাটা এন্ট্রি ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভাগওয়ারি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ❖ ব্যাংকের শাখা পর্যায়ে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহে অপারগ শাখা হতে জরিমানা আদায়;
- ❖ স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠন/সংস্থার মাধ্যমে এসএমই ঋণ বিতরণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ❖ ঋণের সুষমতা বিবেচনায় ক্ষেত্র বিশেষে পুনঃঅর্থায়ন প্রদানে শ্রেণিকৃত ঋণের শর্ত শিথিলকরণ;
- ❖ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি নবীন, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পৃক্তকরণ;
- ❖ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণের ওপর চার্জ আদায়ের ক্ষেত্র ও সীমা নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার পাশাপাশি উক্ত নির্দেশনা পরিপালনের বিষয়টি onsight সুপারভিশনের মাধ্যমে নিশ্চিতকরণ;
- ❖ এসএমই ঋণ পরিদর্শন সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা (এসএমই পরিদর্শন গাইডলাইনস্ অনুযায়ী এসএমই ঋণের Exposure তদারকির বাইরে থাকা) দূরীকরণে এসএমই ঋণ পরিদর্শন নীতিমালায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন;
- ❖ ঋণ গ্রহীতাদের সুবিধার্থে ঋণ আবেদন ও ঋণ বিতরণে সময়ের ব্যবধান হ্রাসে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান;
- ❖ দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে পল্লী অঞ্চল ও নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান;
- ❖ পণ্য বাজারজাতকরণের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সরকার ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ❖ এসএমই উদ্যোক্তাদেরকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ গ্রহণেও উদ্বুদ্ধকরণ;
- ❖ এসএমই সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণায় বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সহযোগিতা গ্রহণ;
- ❖ Cluster Development সম্পর্কে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি;
- ❖ এসএমই ঋণের সংজ্ঞা স্পষ্টীকরণ;
- ❖ ঋণ গ্রহীতাদের সুবিধার্থে ঋণ আবেদনপত্র ও ঋণ চুক্তি'র বাংলা সংস্করণ সরবরাহ;
- ❖ উদ্যোক্তাদের আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ❖ জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ❖ জামানত হিসেবে বিবেচিত ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টকে ঋণের অংশ হিসেবে ব্যাংক কর্তৃক হিসাবায়ন না করা;
- ❖ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কার্যকর পৃথক সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন নিশ্চিতকরণ;
- ❖ ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে উদ্যোক্তাদেরকে নিয়মিত ঋণ পরিশোধে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ❖ এসএমই খাতে প্রকৃত সুদ হার হ্রাস এবং প্রকৃত মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য ১০% সুদ হারের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;
- ❖ এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৃহৎ কোন প্রতিষ্ঠানের ফরওয়ার্ড কিংবা ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ হিসেবে গড়ে তোলা;
- ❖ আর্থিক খাতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জামানতবিহীন ঋণের পরিমাণ ও সীমা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- ❖ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নারী উদ্যোক্তাদের গ্রুপ-ভিত্তিক ঋণ প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণ; ইত্যাদি ।

অধ্যায় ঃ ১

এসএমই ঋণের ওপর সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

পটভূমি

১.১ দেশের অর্থনীতিতে বিরাজমান বিভিন্ন প্রতিকূলতা (বিশেষতঃ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সংকট) সত্ত্বেও ২০০৯-১০ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে শিল্প খাতে পরিলক্ষিত ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেশের নীতিনির্ধারক ও পর্যবেক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিষয়টি অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার জন্য গভর্নর মহোদয়ের নির্দেশে গবেষণা বিভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ হতে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্তের ভিত্তিতে একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ উপস্থাপন করে। উক্ত প্রবন্ধে তথ্য/উপাত্ত অনুসন্ধানপূর্বক প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দেখা যায় যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে শিল্প খাতে পরিলক্ষিত ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধির মুখ্য কারণ ছিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতে ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি।

১.২ মোট শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১০ সালে শতকরা ২৭.৬৪ ভাগ বৃদ্ধি পায় যেখানে, আকার-ভিত্তিক শিল্প ঋণ বিতরণে বৃহৎ শিল্পে শতকরা ২২.৩৪ ভাগ, মাঝারি শিল্পে শতকরা ৩৫.১৮ ভাগ ও ক্ষুদ্র শিল্পে শতকরা ৭৯.২৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। একইভাবে, শিল্পের আকার-ভিত্তিক ঋণ আদায় পরিস্থিতি এবং শিল্প ঋণের স্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০০৯ সালে তুলনায় ২০১০ সালে বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ঋণ আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৩৩.৫৯ ভাগ, শতকরা ৩০.৬৬ ভাগ ও শতকরা ৬৭.১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং শিল্প ঋণের স্থিতির পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ১৫.৬৪ ভাগ, শতকরা ২৮.৪৮ ভাগ ও শতকরা ৪৩.১৪ ভাগ বৃদ্ধি পায় ।

১.৩ ২০০৯-১০ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে শিল্প খাতে ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধির মুখ্য কারণ হিসেবে আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত বিভিন্ন শিল্প-বান্ধব নীতিমালার আলোকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক সহায়ক ভূমিকা পালনের পাশাপাশি তাদের নির্ধারিত নিজস্ব বার্ষিক কোটা পূরণের তাগিদকে উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও, এসএমই খাতের শিল্প উপ-খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বৃহৎ সম্ভাবনার সুযোগ বিবেচনায় এ খাতের ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে এসএমই ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনপূর্বক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি ঋণ বিতরণের ফলে উল্লিখিত ত্রৈমাসিকে মোট শিল্প ঋণের (এসএমইসহ) অস্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি ঘটে।

১.৪ দেশে শিল্প ঋণের এ প্রসার মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্প ঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত থাকার ফলে দেশে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) অর্থনীতির এ গুরুত্বপূর্ণ খাতের অবদানও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপি'তে বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে শিল্প খাতের অবদান ছিল শতকরা ২৯.৯৩ ভাগ, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৩০.৩৮ ভাগ ও ৩১.২৬ ভাগ।

১.৫ গবেষণা বিভাগের উল্লিখিত প্রতিবেদনে এসএমই ঋণের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ও এর অর্থনৈতিক প্রভাবসহ প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার জন্য মাঠ পর্যায়ে জরিপ পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এরই আলোকে গবেষণা বিভাগের নেতৃত্বে এসএমই ঋণের ওপর, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, ডিবিআই-৩, গভর্নর সচিবালয় ও পরিসংখ্যান বিভাগের সমন্বয়ে মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সমীক্ষা টিম গঠন করা হয়।

সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্য

১.৬ সমীক্ষা পরিচালনার মুখ্য উদ্দেশ্যগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

ক) ২০১০ সালে বিতরণকৃত এসএমই ঋণের প্রবৃদ্ধির কারণ ও এর সঠিক ব্যবহার যাচাইকরণ;
খ) ২০১০ সালে বিতরণকৃত এসএমই ঋণের তথ্যে কোন বিভ্রান্তি থাকলে তা যাচাইকরণ;
গ) ২০১০ সালে এসএমই ঋণ বিতরণের পূর্বে ও পরে ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন;
ঘ) কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এসএমই খাতের অবদান যাচাইকরণ; এবং
ঙ) এসএমই ঋণ প্রসারের অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ; ইত্যাদি ।

সমীক্ষা পরিচালনার পদ্ধতি

১.৭ সমীক্ষা পরিচালনা নিম্নোক্ত তিনটি স্তরে সম্পন্ন হয় ।

প্রথম পর্যায়- সমীক্ষা পরিচালনার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে এসএমই ঋণ সম্পর্কিত বছরভিত্তিক তথ্য/উপাত্ত, জেলাভিত্তিক এসএমই ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ, জেলাভিত্তিক ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও ঠিকানা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য/উপাত্ত সরবরাহের মাধ্যমে গবেষণা টিমকে মাঠ পর্যায়ে জরিপে সহযোগিতা করার জন্য দেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পত্র প্রেরণ করে প্রশ্নমালার আলোকে তথ্য সরবরাহের জন্যও অনুরোধ করা হয় ।

দ্বিতীয় পর্যায়- এ পর্যায়ে ২০১০ সালে মোট এসএমই ঋণ বিতরণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবদানের ওপর ভিত্তি করে প্রাথমিক ভাবে ৪৪টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মাঠ পর্যায়ে জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয় । জেলাভিত্তিক ঋণ স্থিতির উপর ভিত্তি করে জরিপের জন্য ৪৪টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ৪০০টি শাখার জেলাভিত্তিক রূপরেখা তৈরি করা হয় । অতঃপর মাঠ পর্যায়ে এ শাখাগুলোর প্রধান/এসএমই ঋণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট থেকে ই-মেইলযোগে প্রশ্নমালার আলোকে ২০১০ সালে এসএমই ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় । উক্ত তথ্য/উপাত্তের উপর ভিত্তি করে প্রতি শাখা হতে দৈবচয়নের (random selection) মাধ্যমে দুই বা ততোধিক ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় । এ দৈবচয়নে যাতে মোট এসএমই ঋণে খাত, আকার, অঞ্চল ও লিঙ্গ ভিত্তিক ভার (Weight) প্রতিফলিত হয় তা লক্ষ্য রাখা হয় ।

তৃতীয় পর্যায়- মাঠ পর্যায়ে জরিপ পরিচালনার মধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্তের সাথে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্তের সামঞ্জস্যতা যাচাইকরণের পাশাপাশি সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্তের সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশমালা প্রণয়নসহ একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় ।

সমীক্ষার আওতা

১.৮ দেশের ৬৪টি জেলায় অবস্থিত মোট ৪৪টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ৪০০ শাখায় এ সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় । প্রতিটি জেলায় নূন্যতম দু'টি ব্যাংক শাখা জরিপের আওতায় আনা হয় এবং প্রতিটি ব্যাংক শাখা হতে এসএমই ঋণ গ্রহণকারী নূন্যতম দু'টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থা সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও তথ্য/উপাত্ত (প্রশ্নমালা 'গ'সেটের আলোকে) সংগ্রহ করা হয় । একই সাথে, এসএমই ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ৪০০ শাখা পর্যবেক্ষণ এবং এসএমই ঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত (প্রশ্নমালা 'খ'সেটের আলোকে) সংগ্রহ করা হয় । এছাড়া, ৪৪টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় হতে এসএমই ঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত (প্রশ্নমালা 'ক'সেটের আলোকে) সংগ্রহ করা হয় ।

সমীক্ষা পরিচালনার টিম

১.৯ আলোচ্য সমীক্ষা পরিচালনা করার জন্য গবেষণা বিভাগের নেতৃত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের নিম্নোক্ত ৭ (সাত) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি সমীক্ষা টিম গঠন করা হয় ঃ

কর্মকর্তাদের নাম	পদবী, বিভাগ	টিমে দায়িত্ব
১। মাহফুজা আকতার	উপ-মহাব্যবস্থাপক, গবেষণা বিভাগ	আহ্বায়ক
২। মোঃ আশ্রাফুল আলম	উপ-মহাব্যবস্থাপক, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ	সদস্য
৩। মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান	যুগ্ম-পরিচালক, গবেষণা বিভাগ	সদস্য-সচিব
৪। জেবুন্নেসা করিমা*	উপ-পরিচালক, গভর্নর সচিবালয়	সদস্য
৫। সাইফুল আরেফীন	উপ-পরিচালক, পরিসংখ্যান বিভাগ	”
৬। মোহাম্মদ আব্দুর রউফ	উপ-পরিচালক, ডিবিআই-৩	”
৭। মোঃ সদরুল হাসান**	উপ-পরিচালক, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ	”

* চীফ ইকোনোমিস্ট মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক গভর্নর সচিবালয়ের উপ-পরিচালক জেবুন্নেসা করিমাকে উল্লিখিত টিমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

** জনাব মোঃ সদরুল হাসান উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ থাকায় প্রতিবেদন তৈরির সময় গবেষণা বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আখতারুজ্জামানের মৌখিক নির্দেশক্রমে গবেষণা বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ মাইদুল ইসলাম চৌধুরীকে পরবর্তীতে উল্লিখিত টিমে সম্পৃক্ত করা হয়।

মাঠ পর্যায়ে জরিপের জন্য উপরোক্ত টিমকে নিম্নোক্ত দু'টি দলে বিভক্ত করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

'ক' দল

কর্মকর্তাদের নাম	পদবী, বিভাগ	টিমে দায়িত্ব
১। মাহফুজা আকতার	উপ-মহাব্যবস্থাপক, গবেষণা বিভাগ	দলনেতা
২। মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান	যুগ্ম-পরিচালক, গবেষণা বিভাগ	সদস্য
৩। মোহাম্মদ আব্দুর রউফ	উপ-পরিচালক, ডিবিআই-৩	”

'খ' দল

কর্মকর্তাদের নাম	পদবী, বিভাগ	টিমে দায়িত্ব
১। মোঃ আশ্রাফুল আলম	উপ-মহাব্যবস্থাপক, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ	দল নেতা
২। সাইফুল আরেফীন	উপ-পরিচালক, পরিসংখ্যান বিভাগ	সদস্য
৩। মোঃ সদরুল হাসান	উপ-পরিচালক, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ	”

উল্লেখ্য, উপরোক্ত টিমের অঞ্চলভিত্তিক জরিপ পরিচালনার জন্য এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের নির্দেশ মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের বহিঃকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তাদেরকেও সম্পৃক্ত করা হয়। এর আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিটি অফিস (ঢাকার বাইরে) থেকে সহকারী পরিচালক/উপ-পরিচালক পর্যায়ের ২ জন কর্মকর্তাকে অঞ্চলভিত্তিক জরিপ পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে 'ক' দল 'ক-১' ও 'ক-২' উপ-দলে ও 'খ' দল 'খ-১' ও 'খ-২' উপ-দলে বিভক্ত হয়ে জরিপ কাজ সম্পন্ন করে। ঢাকা অঞ্চলে মাঠ পর্যায়ে জরিপ পরিচালনার সময় গবেষণা বিভাগ ও পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে 'ক' দলের জন্য অতিরিক্ত দু'জন এবং এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ থেকে 'খ' দলের জন্য অতিরিক্ত দু'জন কর্মকর্তাকে জরিপ কাজে সম্পৃক্ত করা হয়।

অধ্যায়-২

ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ইতোপূর্বে পরিচালিত কতিপয় সমীক্ষার ফলাফল

২.১ দেশের শিল্প খাত তথা ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর (Small and Medium Enterprises-SME) উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে দেশি এবং বিদেশি গবেষকগণ এ খাতে বেশ কিছু সমীক্ষা পরিচালনা করেছেন। এসব সমীক্ষাতে তাঁরা সকলেই শিল্পোন্নয়নের সমর্থনে বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছেন। এরূপ কতিপয় প্রতিবেদন/সমীক্ষার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, প্রাপ্ত ফলাফল, পরামর্শ এবং সীমাবদ্ধতা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

২.২ অর্থনীতিবিদ নাঈম চৌধুরী কর্তৃক ২০১০ সালে পরিচালিত "SME and Access to Finance: Evidence, Analysis, Policy and Delivery Machanism" শীর্ষক সমীক্ষাটি ২০০৮ থেকে ২০১০ (sample period) সালের বার্ষিক উপাত্তের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এ সমীক্ষাতে লেখক ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান (এসএমই) সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এবং তাদের ঋণ প্রাপ্যতার বিষয়ে আলোচনা করেন যেখানে আর্থিক সমতার ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল অর্থায়নের সহজলভ্যতা (Access to Finance)। অর্থাৎ এ সমীক্ষার একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়ন পরিস্থিতি। এ প্রতিবেদনে লেখক ১৭৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ (যারা পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেছে) ৪০০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের ওপর জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। এছাড়াও, অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংজ্ঞায়িত ৩৫০৫টি এবং ১২৯৮টি এসএমই প্রতিষ্ঠানের ওপর ইতিপূর্বে পরিচালিত দুটি সমীক্ষার (survey) সারমর্ম গ্রহণ করেছেন। এ সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে ৪৬টি ব্যাংক ও ২২টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা হয়, যেখানে ৩৬টি তফসিলি ব্যাংক, ২১টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সময়মত তথ্য প্রেরণ করেছে। সংগৃহীত উপাত্তের ফলাফল এ সমীক্ষা প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লিখিত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী লেখক দেশের শিল্প খাতের উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত "Financing Gap" (অর্থায়নের দূরত্ব) এর বিষয়টি তুলে ধরেছেন, যা অধিকাংশ স্বল্প আয়ের এসএমই প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাঁর মতে, এসএমই খাতের একটি বৃহৎ অংশের প্রচলিত জামানতভিত্তিক ব্যাংক ঋণ গ্রহণের সামর্থ্য নেই। এমনকি, ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ এবং বিনিয়োগে উৎসাহী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ মুনাফা অর্জনেও তারা সক্ষম নয়। অধিকন্তু, অর্থনীতিতে বিদ্যমান অপর্যাপ্ত তথ্যের কারণে ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক বিবরণী যাচাইপূর্বক তাদের ঋণ গ্রহণের সামর্থ্য মূল্যায়ন এবং "ক্রেডিট স্কোরিং" ("Credit Scoring") ব্যাহত হচ্ছে। "Harnessing Information Technology to Enhance Information Visibility for Banks" নামক শিরোনামের (পৃষ্ঠা-১৬৫) অনুচ্ছেদে লেখক "COSMOS" শীর্ষক আর একটি ধারণার ["Core (Co), SME (SM), Operation (O), Solution (S)-COSMOS] কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে "COSMOS" হচ্ছে সাশ্রয়ী, এবং সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তনশীল তথ্য-ভান্ডার (Data-base) এবং এখান থেকে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ঝুঁকি নির্ধারণ সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। COSMOS এর ক্ষেত্রে ইন্টারনেট সুবিধার পাশাপাশি যথাসম্ভব আধুনিক প্রযুক্তি যেমন- Mobile Telephone, Plastic Cards ইত্যাদি ব্যবহারের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, এটিকে (COSMOS) বাংলাদেশ ব্যাংকের "Signature Research and Development Project" হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। কারণ, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি ও সহায়তা ব্যাংক ও এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করবে। সর্বোপরি, এ প্রতিবেদনে উল্লিখিত "SME Financing Gap" এর বিষয়টি যে কোন উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য প্রযোজ্য হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, এ প্রতিবেদনের সীমাবদ্ধতা হিসেবে প্রকৃত ক্ষুদ্র শিল্পের বাদ পড়ার বিষয়টিকে উল্লেখ করা যায়, যা সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে সম্ভব হয়নি।

২.৩ তানভীর বি. আনোয়ার, এ.এস.এম শরীফ আলম এবং পারভেজ হোসেন প্রমুখ অর্থনীতিবিদ ২০০৬ সালে বাংলাদেশের শিল্প খাতের ওপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন, যেখানে ২০০১ থেকে ২০০৪ সালের বার্ষিক উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে। এ সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্য ছিল দেশের শিল্প খাতের বর্তমান পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক আলোকপাত এবং ব্যবসা ও অর্থনীতিতে এর প্রভাব বিশ্লেষণসহ শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে, এমন সব পরিস্থিতি

নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান। সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উভয় উৎস থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাথমিক উৎসের মধ্যে ছিল বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ এবং এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়েছিল সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে। সেকেন্ডারি উৎসগুলোর মধ্যে ছিল, সংস্থাগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন বিদেশি জার্নাল, পুস্তক এবং ইন্টারনেট। যা দাবি করা হয় যে, (১) বাংলাদেশের শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান, যেখানে সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদানকারী কর্তৃক অপেক্ষাকৃত কম নিয়ন্ত্রণ এবং অর্জিত ফলাফলের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকবে; (২) সরকারি নীতিমালার কারণে যখন বিনিয়োগকারীরা নিরুৎসাহিত হয় কিংবা সরকারি সংস্থাগুলোর জন্য বিনিয়োগকারীরা সময়ে সময়ে প্রতিরোধ ও বাধার সম্মুখীন হয় তখন দেশের বিনিয়োগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কারণ, বিনিয়োগকারীরা তখনই কোন দেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে যখন জানবে সে দেশে দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং উৎপাদনের পরিবেশ বিদ্যমান। তাঁরা মনে করেন, দেশের শিল্প খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ সমীক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সময় সীমাবদ্ধতাকে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ না থাকার কারণে শিল্প খাতের প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

২.৪ অর্থনীতিবিদ সৈয়দ মঞ্জুর কাদের এবং নাঈম আব্দুল্লাহ দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিবন্ধকতার ওপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেছেন যেখানে ২০০৮ সালের বার্ষিক উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে। এ সমীক্ষা পরিচালনার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা পর্যালোচনা করা। সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে দু'টি পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যথা-অনুসন্ধানমূলক পর্যায় এবং প্রধান পর্যায়। সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে কিছু সহায়ক পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলে পরিলক্ষিত হয় যে, বাংলাদেশের অতি ক্ষুদ্র (micro) ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলো বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি বৈষম্যের শিকার হয়। তাঁদের মতে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানগুলোর আকস্মিক নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে, সেখানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আকার, ঘাতোপযোগিতা এবং প্রতিক্রিয়ার অসামর্থ্যের কারণে যথাযথভাবে অভিযোজন ও হুমকি মোকাবেলায় অপারগ। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে চড়া সুদের হার বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হিসেবে বিবেচিত। দ্বিতীয় বড় বাধাসমূহের মধ্যে রয়েছে- বিদ্যুৎ, গ্যাস (বিভিন্ন utility) ইত্যাদির সীমাবদ্ধতা এবং শ্রমিক নিয়ন্ত্রণমূলক সমস্যা (regulatory constraints)। এছাড়াও প্রয়োজনীয় জামানত, শ্রমিকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা, কাঁচামাল ও অর্থায়নের অভাব; সরঞ্জামাদির চড়া মূল্য; প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা ইত্যাদি দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের পথে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে। সর্বোপরি, আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রতিযোগিতার জন্য সরকারি সহযোগিতার অভাব ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত। এ সমীক্ষার মূল সীমাবদ্ধতা হিসেবে পর্যাপ্ত সময় ও সুবিধার অভাবে শিল্প খাতের সব উপ-খাতগুলোকে বিবেচনা না করে শুধুমাত্র পাঁচটি উপ-খাতে হালকা প্রকৌশল, কৃষি-ভিত্তিক শিল্প, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, খাদ্য এবং রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুতকারক শিল্প সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হয়েছিল।

২.৫ শামছুল আলম এবং আনোয়ার উল্লাহ প্রমুখ অর্থনীতিবিদ ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান এবং তাদের অর্থায়নের বিষয়ে ২০০৬ সালে "SMEs in Bangladesh and Their Financing: An Analysis and Some Recommendations" শীর্ষক একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেছেন, যেখানে ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৪ সালের বার্ষিক তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। এ সমীক্ষায় দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সবচেয়ে লক্ষণীয় এবং প্রচলিত সমস্যা হিসেবে পর্যাপ্ত মূলধন ও অর্থায়নের অভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন অপ্রচলিত উৎসের স্মরণাপন্ন হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা তাদের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে মোটেই সহায়ক নয়, বলে বিবেচিত। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় অপর্যাপ্ত অর্থায়ন, দেশের বেসরকারি খাতের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও প্রযোজ্য। এ সমীক্ষার ফলাফলে দেশের শিল্প খাতে প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ অবদান রাখে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলো। দেশের জিডিপি'তে শিল্প খাতে অবদানের মধ্যে এক

তৃতীয়াংশের বেশি মূল্য সংযোজন করে এ খাতটি। সমীক্ষাটিতে দেশে জরুরী ভিত্তিতে একটি ক্রেডিট ডেলিভারি প্রক্রিয়া চালুকরণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে, যেখানে ঋণ গ্রহীতাগণ স্থায়ী সম্পদের মালিকানা ছাড়াই ঋণ গ্রহণে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাদের লেনদেন বিবরণী কিংবা অস্থাবর সম্পদ যাচাই প্রয়োজন হবে না। তবে, ঋণ প্রদান পরবর্তী নজরদারি (monitoring) বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে তাদেরকে অর্থনীতিতে বিরাজমান প্রতিযোগিতা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সামর্থ্য ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিতকরণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় উপকরণ (অর্থায়ন, বাজার সংক্রান্ত তথ্য, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রযুক্তি, দক্ষতা, সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংযোগসাধন, ইত্যাদি) সরবরাহের মাধ্যমে যে কোন হুমকি মোকাবেলায় সাহায্য করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এ সমীক্ষার প্রধান সীমাবদ্ধতা হিসেবে অপর্যাপ্ত সময় ও সুবিধাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

২.৬ উল্লিখিত সমীক্ষাগুলোতে এসএমই খাতে জামানতবিহীন ঋণের প্রতিবন্ধকতা, বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশি বৈষম্য, ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে চড়া সুদ হার, প্রয়োজনীয় জামানত, শ্রমিকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব, কাঁচামাল ও অর্থায়নের অভাব, সরঞ্জামাদির চড়া মূল্য, প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা, প্রতিষ্ঠান বিকাশে সরকারি সহযোগিতার অভাব ইত্যাদি দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের পথে বড় বাধা হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষার মূল বিষয়বস্তু উপরোল্লিখিত সমীক্ষাগুলোর তুলনায় অনেকাংশে ভিন্ন। এর মূল লক্ষ্যগুলো হচ্ছে (১) এসএমই খাতে প্রদত্ত ঋণ প্রকৃত অর্থে এসএমই খাতে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা, (২) এসএমই ঋণ সংক্রান্ত তথ্যে কোন বিভ্রান্তি আছে কিনা এবং (৩) ঋণ গ্রহণের পর এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা যাচাইকরণ। এছাড়া, আগের সমীক্ষাগুলোর মত আলোচ্য সমীক্ষায় অন্যান্য লক্ষ্যগুলোর মধ্যে এসএমই ঋণ বিতরণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিবন্ধকতা, এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশে প্রতিবন্ধকতা এবং এসএমই ঋণের অর্থনৈতিক গুরুত্ব/প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া, এসএমই খাতে পরিচালিত উপরোল্লিখিত সমীক্ষাগুলোর সাথে আলোচ্য সমীক্ষার মূল পার্থক্য হচ্ছে- এখানে দেশব্যাপী এসএমই ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখাসমূহ) এবং খাত, আকার, অঞ্চল ও লিঙ্গভিত্তিক এসএমই ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শনের পাশাপাশি এসএমই ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা ও উদ্যোক্তার সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে প্রশ্নমালাভিত্তিক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ। ফলে, আলোচ্য প্রতিবেদনে এসএমই ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা ও উদ্যোক্তা কর্তৃক যথাক্রমে এসএমই ঋণ প্রদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে বিরাজমান বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কিত মতামত তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

অধ্যায়-৩

জরিপকৃত ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈশিষ্ট্য

৩.১ সমীক্ষা টিম মাঠ পর্যায়ে দেশব্যাপী ৬৪টি জেলার ৪০০টি ব্যাংক শাখা হতে ৮০০টি এসএমই ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শনের পাশাপাশি প্রশ্নমালা ভিত্তিক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১২ সালের জানুয়ারি-জুন সময়ে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। উল্লেখ্য যে, জরিপকৃত ৮০০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সরেজমিনে পাওয়া যায়নি এবং জরিপকালীন সময়ে কতিপয় উদ্যোক্তা কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে প্রশ্নমালার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারেনি। আবার প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, কতিপয় উদ্যোক্তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছে। তবে, পরবর্তী সময়ে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং তাদের ঋণ দাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে তথ্য/উপাত্তের অসম্পূর্ণতা দূর করা হয়। ফলে, প্রশ্নমালাভিত্তিক সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য/উপাত্ত প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪৩টি যার মধ্যে মাইক্রো ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৫টি ও ৩৭টি। ফলে জরিপে অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫১টি যার মধ্যে ৩৮০টি ক্ষুদ্র ও ৭১টি মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠান।

উদ্যোক্তাদের ব্যাংকভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

৩.২ জরিপকৃত এসএমই উদ্যোক্তাদের অধিকাংশেরই (৭৭.৪%) ব্যাংকিং লেনদেন ছিল বেসরকারি ব্যাংকের সাথে (লেখচিত্র-৩.১) এবং তাদের সবচেয়ে বেশি (৪৪.৬%) অবস্থান ছিল ঢাকা বিভাগে (লেখচিত্র-৩.২)।

লেখচিত্র-৩.১ ঃ উদ্যোক্তাদের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

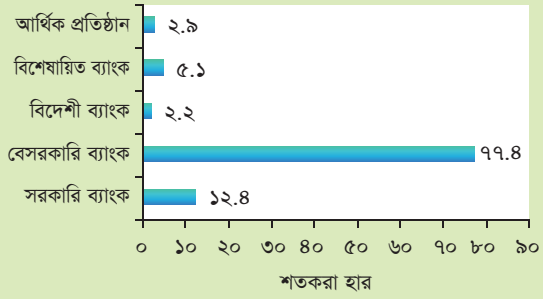

লেখচিত্র-৩.২ ঃ উদ্যোক্তাদের বিভাগভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

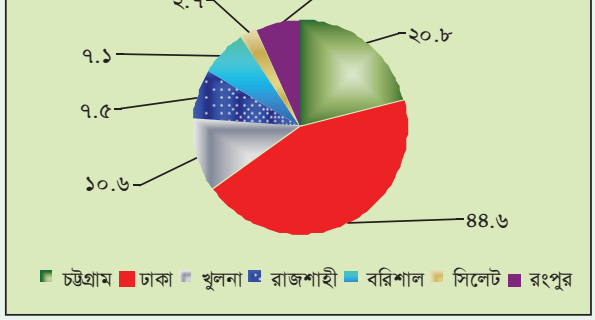

উদ্যোক্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রতিষ্ঠানের বয়সভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

৩.৩ জরিপের আওতাভুক্ত এসএমই উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই (৮৪.৭%) (লেখচিত্র-৩.৩) মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী (লেখচিত্র-৩.৩) হলেও শতকরা ৫২.১ ভাগ এসএমই উদ্যোক্তার সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। জরিপকৃত ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশেরই (৫৩.৫%) প্রতিষ্ঠাকাল ছিল ১ থেকে ১০ বছরের মধ্যে (লেখচিত্র-৩.৪)।

লেখচিত্র-৩.৩ ঃ উদ্যোক্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার নমুনা বিন্যাস

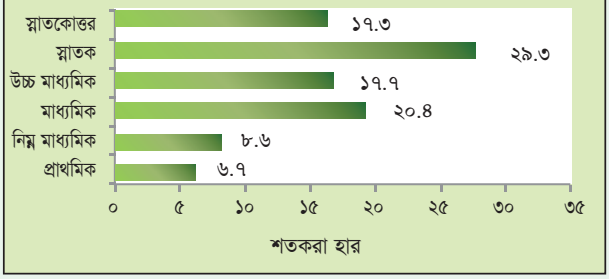

লেখচিত্র-৩.৪ ঃ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকালভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

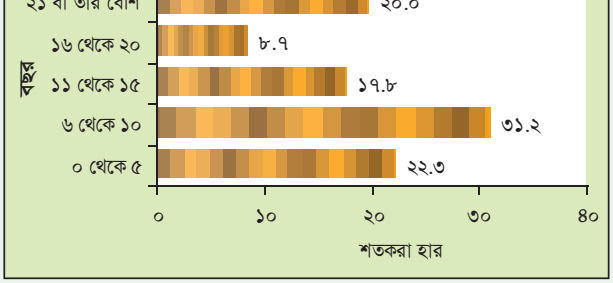

উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা, খাত, আকার, লিঙ্গ ও অঞ্চলভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

৩.৪ জরিপে অন্তর্ভুক্ত উদ্যোক্তাদের পরিচিতি এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের মালিকানা, লিঙ্গ, আকার, খাত ও অঞ্চলভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই (৯২.২%) পুরুষ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশের মালিকানা একক (৮৫.৪%), আকার ক্ষুদ্র (৮৪.৩%), খাত ব্যবসা (৬২.৩%) এবং শতকরা ৭২.৫ ভাগ প্রতিষ্ঠান শহরাঞ্চলে অবস্থিত (লেখচিত্র-৩.৫) ।

লেখচিত্র-৩.৫ঃ উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা, খাত, আকার, লিঙ্গ ও অঞ্চলভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

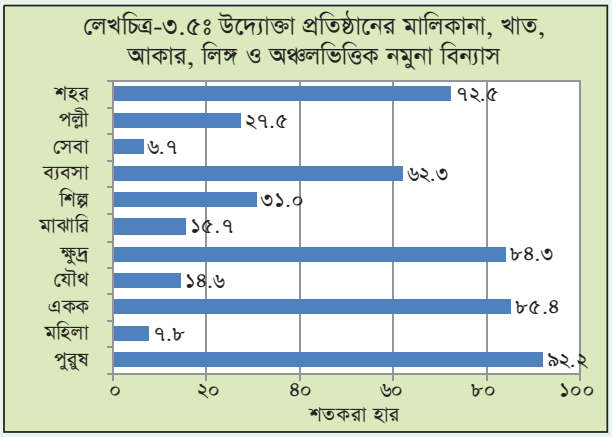

প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন ও এর উৎস

৩.৫ জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর রেজিস্ট্রেশনভিত্তিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেরই (৯২%) রেজিস্ট্রেশন রয়েছে এবং তাদের অধিকাংশেরই (৮১.৮%) রেজিস্ট্রেশন নেয়া হয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ ইত্যাদি) হতে (লেখচিত্র-৩.৬) ।

লেখচিত্র-৩.৬ ঃ উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশনভিত্তিক নমুনা বিন্যাস (শতকরা হার)

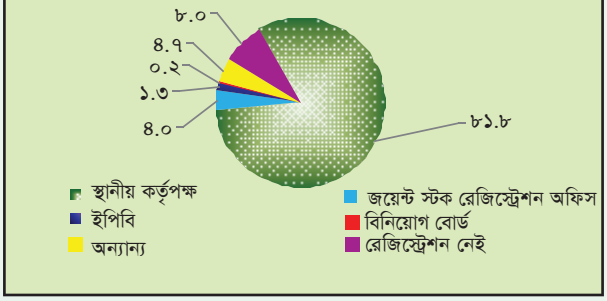

প্রতিষ্ঠানের ব্যালেন্স শীট

৩.৬ জরিপে অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যালেন্স শীট পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, অর্ধেকের বেশি (৬১.৯%) প্রতিষ্ঠানের ব্যালেন্স শীট নেই (লেখচিত্র-৩.৭) । আবার যাদের ব্যালেন্স শীট আছে তাদের বেশির ভাগই নিরীক্ষিত (অডিটেড) নয় । প্রতিষ্ঠানগুলোর মাত্র শতকরা ১৪.৪ ভাগ প্রতিষ্ঠানের ব্যালেন্স শীট নিরীক্ষিত ।

লেখচিত্র-৩.৭ঃ উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের ব্যালেন্স শীট ভিত্তিক নমুনা বিন্যাস (শতকরা হার)

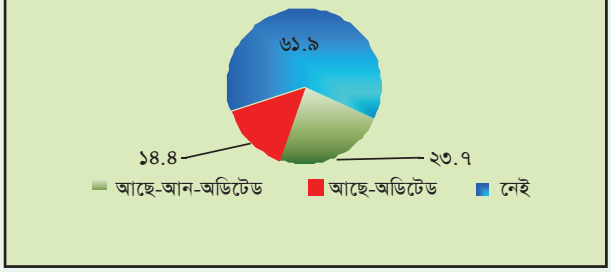

প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

৩.৭ জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই (৭৯.২%) উদ্যোক্তাদের আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত। তবে, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান (১৮.৪%) অন্য কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকারী হিসেবে গড়ে উঠেছে। উল্লেখ্য, খুব কম সংখ্যক (৩.৩%) প্রতিষ্ঠানই কোন গ্রুপ অব কোম্পানিজ এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (লেখচিত্র-৩.৮)।

লেখচিত্র-৩.৮ঃ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যভিত্তিক নমুনা বিন্যাস (শতকরা হার)

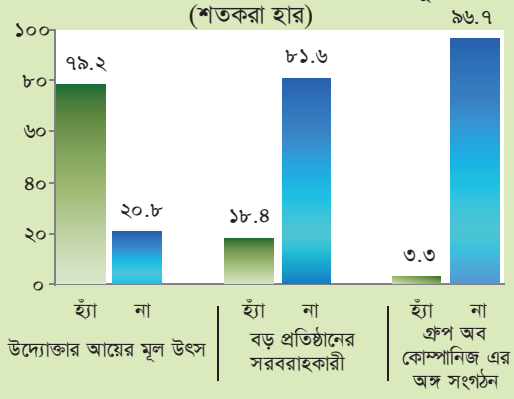

প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় অনুদান প্রাপ্তি

৩.৮ জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক প্রাপ্ত অনুদান বিশ্লেষণে দেখা যায়, মাত্র ৩টি প্রতিষ্ঠান তার প্রতিষ্ঠালগ্নে অনুদান পেয়েছে যার মধ্যে ২টি প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হতে ২ লক্ষ টাকা করে এবং অপর ১টি প্রতিষ্ঠান বিদেশী প্রতিষ্ঠান হতে ৪ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে। অপরদিকে, শতকরা ৯৯.৩ ভাগ প্রতিষ্ঠান কোনরূপ অনুদান ছাড়াই ব্যবসা শুরু করেছে।

মূলধন সংক্রান্ত তথ্য

৩.৯ জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর ২০১১ সালের মূলধনের খাত, আকার, লিঙ্গ ও অবস্থানভিত্তিক অবদান পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, শিল্প খাত (৫০.৯%), ক্ষুদ্র আকার (৫৮.৯%), পুরুষ মালিকানাধীন (৯৫.৬%) ও শহর অঞ্চলের (৭০.১%) প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদানই বেশি (লেখচিত্র-৩.৯)।

লেখচিত্র-৩.৯ঃ মূলধনের খাত, আকার, লিঙ্গ ও অঞ্চলভিত্তিক অবদানের নমুনা বিন্যাস

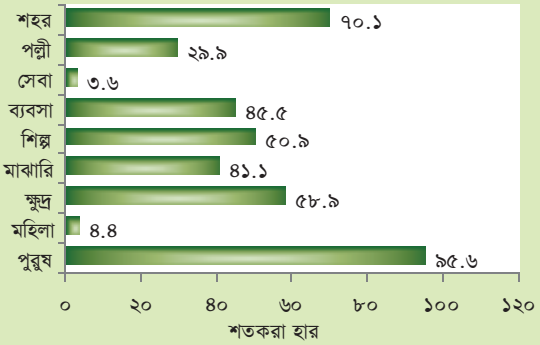

প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

৩.১০ জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় দেখা গেছে যে, স্থানীয় বাজার সৃষ্টিতে তাদের অবদান (৬২.৫%) তুলনামূলকভাবে বেশি (লেখচিত্র-৩.১০)। এক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠানগুলোর পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিতকরণের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হলে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজারে এসএমই খাতের অবদান বৃদ্ধি পাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহজ শর্তে (৪% হার সুদে) ঋণ প্রদান করে এসএমই উদ্যোক্তাদেরকে মশলা ও মশলা জাতীয় ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে উৎসাহিত করলে তা একদিকে দেশের মশলা ও মশলা জাতীয় পণ্য আমদানি হ্রাসকরণে এবং অন্যদিকে মশলা ও মশলা জাতীয় পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে।

লেখচিত্র-৩.১০ ঃ প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক গুরুত্বভিত্তিক নমুনা বিন্যাস (শতকরা হার)

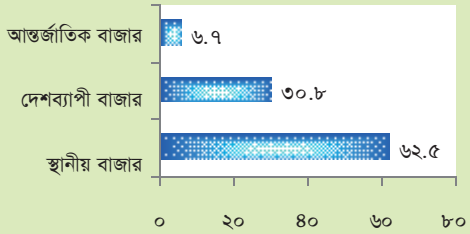

লেখচিত্র-৩.১১ঃ প্রতিষ্ঠানের জমির প্রকৃতিভিত্তিক নমুনা বিন্যাস (শতকরা হার)

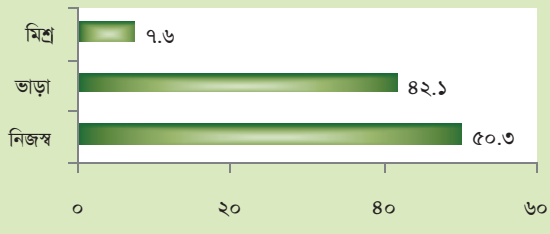

প্রতিষ্ঠানগুলোর জমির মালিকানা

৩.১১ জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশির ভাগই (শতকরা ৫০.৩ ভাগ) নিজস্ব জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শতকরা ৪২.১ ভাগ প্রতিষ্ঠান জায়গা ভাড়া নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছে (লেখচিত্র-৩.১১)।

উৎপাদন পদ্ধতি

৩.১২ জরিপকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উপকরণ নির্ভরশীলতা এবং তাদের উৎপাদন পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অর্ধেকের বেশি (৫২.৯%) প্রতিষ্ঠান শ্রমঘন এবং শতকরা ৫৫.৭ ভাগ প্রতিষ্ঠান যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদন করে (লেখচিত্র-৩.১২)।

লেখচিত্র-৩.১২ ঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পদ্ধতির নমুনা বিন্যাস (শতকরা হার)

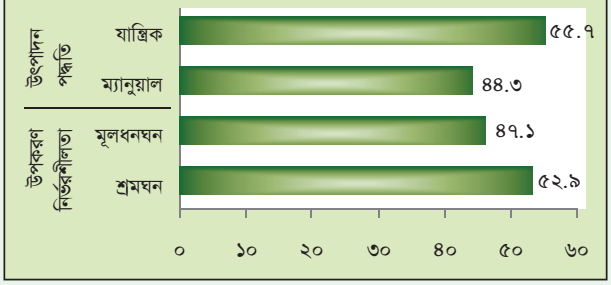

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার

৩.১৩ জরিপের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বেশির ভাগ (৬৪.১%) প্রতিষ্ঠান তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত নয়। উল্লেখ্য, খাত, আকার ও অবস্থানভিত্তিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিল্প খাত (৪৭.৯%), মাঝারি আকার (৫৭.৭%) এবং শহরাঞ্চলের (৩৬.১%) প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলকভাবে তথ্য-প্রযুক্তি বেশি ব্যবহার করে (লেখচিত্র-৩.১৩)।

লেখচিত্র-৩.১৩ ঃ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

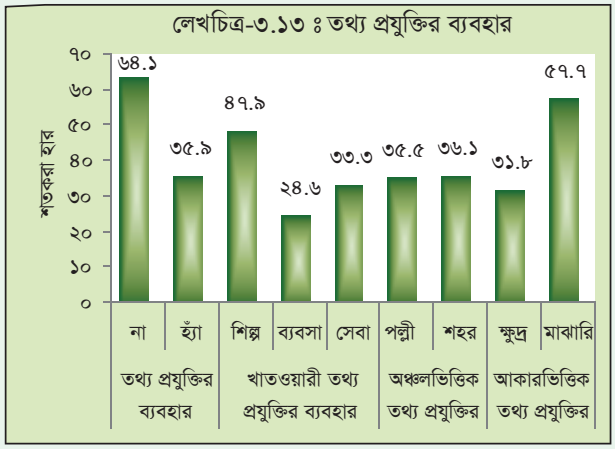

জনবল সংক্রান্ত তথ্য

৩.১৪ জরিপে অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ২০১১ সালে জনবলের খাত, আকার, লিঙ্গ ও অবস্থানভিত্তিক অবদান পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, শিল্প খাত (৬৫.৫%), ক্ষুদ্র আকার (৬২.৪%), পুরুষ মালিকানাধীন (৯৩.৯%) ও শহর অঞ্চলের (৬২.৫%) প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদানই বেশি (লেখচিত্র-৩.১৪)।

লেখচিত্র-৩.১৪ঃ জনবলের খাত, আকার, লিঙ্গ ও অঞ্চলভিত্তিক অবদানের নমুনা বিন্যাস

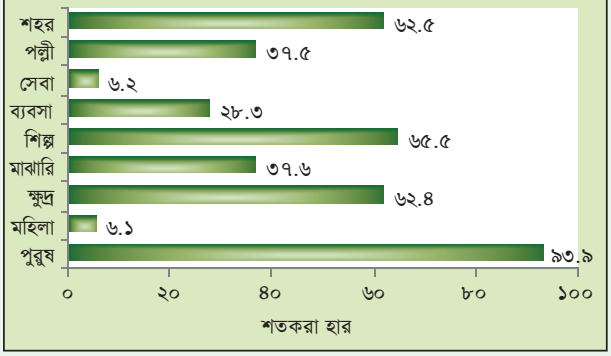

জনবলের দক্ষতা

৩.১৫ জরিপে অন্তর্ভুক্ত উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবলের দক্ষতা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, নিয়োগকৃত মোট জনবলের প্রায় এক-চতুর্থাংশ দক্ষ (লেখচিত্র-৩.১৫) বাকিরা দক্ষপ্রায় এবং অদক্ষ। অদক্ষ জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলেও প্রতিষ্ঠানের শ্রমশক্তির প্রায় এক-চতুর্থাংশ কোন ধরনের প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না (লেখচিত্র-৩.১৬)। প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ (৬০.৫%) জনবল কাজ করে করে দক্ষতা অর্জন করেছে। তবে, জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শতকরা ৬৬.৭ ভাগের ইন-হাউস প্রশিক্ষণ, শতকরা ৮.৪ ভাগের দেশের মধ্যে এবং শতকরা ১.৮ ভাগের বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

লেখচিত্র-৩.১৫ঃ প্রতিষ্ঠানের জনবলের দক্ষতাভিত্তিক নমুনা বিন্যাস (শতকরা হার)

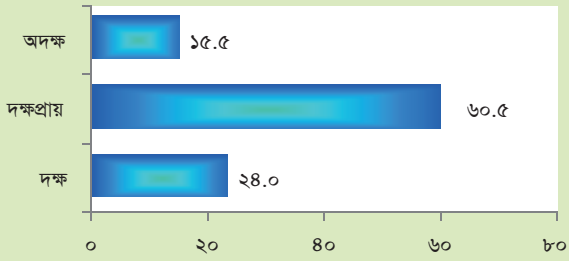

লেখচিত্র-৩.১৬ঃ প্রতিষ্ঠানের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনাভিত্তিক নমুনা বিন্যাস (শতকরা হার)

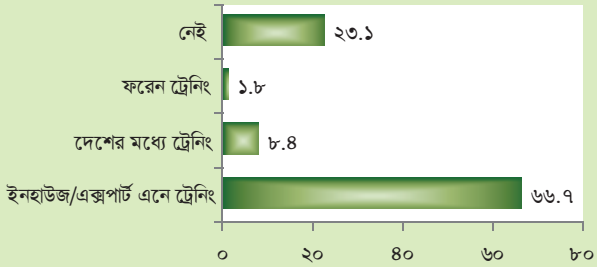

পণ্য রপ্তানি

৩.১৬ জরিপকৃত এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কেবল শিল্প খাতের কিছু প্রতিষ্ঠান (১২.১%) দেশের পণ্য রপ্তানিতে অবদান রাখছে। তবে, জরিপকৃত মাত্র শতকরা ১৭.৯ ভাগ উদ্যোক্তার পণ্য রপ্তানির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এসএমই খাতে পণ্য রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কম (১৭.৬%)। এ ক্ষেত্রে, ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি এ খাতে সম্পৃক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/সংস্থা (এসএমই ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ব্যাংক ইত্যাদি) রপ্তানিমুখী পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসএমই উদ্যোক্তাদেরকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে (লেখচিত্র-৩.১৭)।

চার্ট-৩.১৭ঃ প্রতিষ্ঠানের পণ্য রপ্তানি ভিত্তিক নমুনা বিন্যাস (শতকরা হার)

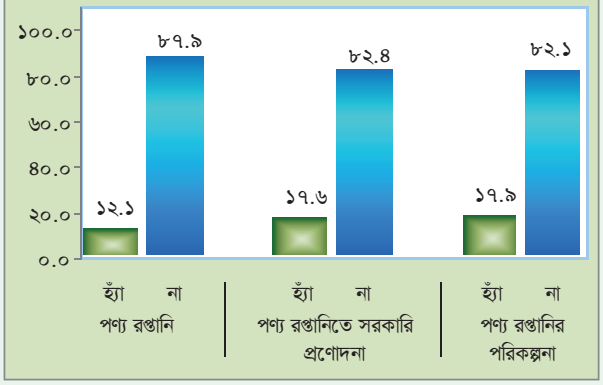

অধ্যায়-৪

ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

ঋণের প্রকৃতি

৪.১ ২০১০ সালের তথ্য অনুযায়ী, জরিপকৃত উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশের (৮৪.৫%) এসএমই ঋণের প্রকৃতি ছিল ওভার ড্রাফট/সিসি/ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল/বাইমুয়াজ্জল হাইপো (লেখচিত্র-৪.১)। উল্লেখ্য, এ ধরনের ঋণ গ্রহণে উদ্যোক্তারা যেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তেমনি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ ঋণ প্রদানে বেশি আগ্রহী। কারণ এ ঋণের সুদের হার অন্যান্য ঋণের তুলনায় বেশি হওয়ায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারে। আবার, উদ্যোক্তার দৃষ্টিতে এ ঋণে ঝামেলা কম, প্রয়োজনের সময়ই শুধু ঋণ ব্যবহার করে অন্য সময় তা হিসাবে পড়ে থাকে এবং তখন তাকে কোন সুদ দিতে হয় না।

লেখচিত্র- ৪.১ঃ উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ঋণের প্রকৃতিভিত্তিক নমুনা বিন্যাস (শতকরা হার)

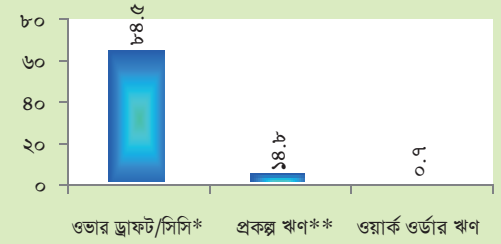

* ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ও বাইমুয়াজ্জল হাইপোসহ।
** বাইমুরাবাহা টিআরসহ

ঋণের মেয়াদ

৪.২ ২০১০ সালের তথ্য অনুযায়ী, জরিপে অন্তর্ভুক্ত উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশের (৮২.০%) এসএমই ঋণের মেয়াদ ছিল এক বছর বা তার নীচে (লেখচিত্র-৪.২)। কারণ, উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত বেশির ভাগ ঋণের প্রকৃতি ছিল ওভার ড্রাফট/সিসি/ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল/বাইমুয়াজ্জল হাইপো।

লেখচিত্র-৪.২ঃ ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক গৃহীত ঋণের মেয়াদভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

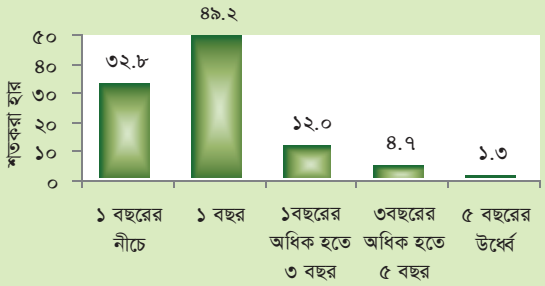

সুদ হার

৪.৩ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জরিপে অন্তর্ভুক্ত উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ২০১০ ও ২০১১ সালে প্রদত্ত ঋণের সুদ হারের ভারীত গড় (weighted average) ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৩.৫৭ ভাগ ও শতকরা ১৫.০৩ ভাগ। তবে, ২০১১ সালে সুদ হার বৃদ্ধি ছিল লক্ষণীয়। ২০১০ সালে ১৫% বা তার বেশি সুদ হারে ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৫০টি, যা মোট প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৩৩.৩ ভাগ (লেখচিত্র-৪.৩)। ২০১১ সালে একই সুদ হারে ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৩৫৩টি, যা মোট প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৭৮.৩ ভাগ। এছাড়া, প্রকৃত মহিলা উদ্যোক্তাদেরকে শতকরা ১০ ভাগ সুদ হারে ঋণ প্রদানের নীতিমালাও কোন কোন ক্ষেত্রে পরিপালিত হয়নি।

লেখচিত্র ৪.৩ঃ আরোপিত সুদ হারের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

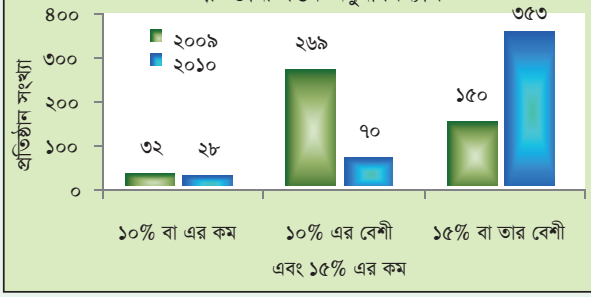

জামানত পরিস্থিতি

৪.৪ জরিপে অন্তর্ভুক্ত উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই (৮৭.৪%) ঋণের বিপরীতে জামানত প্রদান করেছে (লেখচিত্র-৪.৪) এবং তাদের বেশির ভাগই (৯৪%) জামানত হিসেবে ব্যাংকে জমি/কারখানা/বিল্ডিং/ফ্ল্যাট বন্ধক রেখেছে (লেখচিত্র-৪.৫)।

লেখচিত্র-৪.৪ঃ জামানত/জামানতবিহীন ঋণের নমুনা বিন্যাস

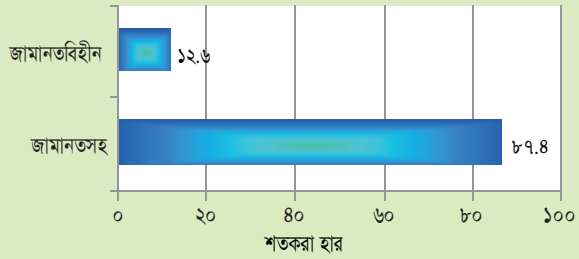

লেখচিত্র-৪.৫ঃ জামানতের প্রকৃতি

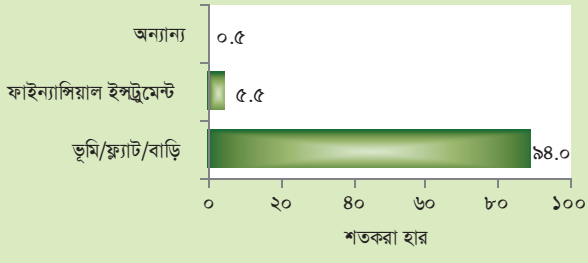

ঋণ গ্রহণ

৪.৬ জরিপকৃত নমুনা এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো ২০১০ সালে মোট ৪৫৭.৬ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করে যা ২০০৯ সালের তুলনায় ১৩৬.৭ কোটি টাকা বা শতকরা ৪২.৬ ভাগ বেশি। প্রতিষ্ঠানগুলোর ২০১০ সালের এ ঋণ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে ১৩০টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৪৯.৫ কোটি টাকার নতুন ঋণ গ্রহণ এবং ১৯৪টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদ্যমান ঋণের সীমা বর্ধিতকরণকে উল্লেখ করা যায় (লেখচিত্র-৪.৬)

লেখচিত্র-৪.৬ঃ ২০১০ সালের ঋণ বৃদ্ধির উৎসসমূহ

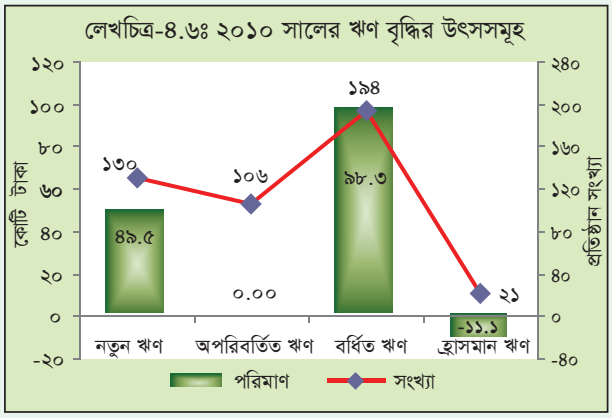

ঋণ ব্যবহার

৪.৭ জরিপকৃত নমুনা এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহীত ঋণের খাতওয়ারি ব্যয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ঋণের অধিকাংশই ব্যয় হয়েছে এসএমই শিল্প খাতের কাঁচামাল (৪১.১%) ও ব্যবসা খাতের পণ্য (২৭.৫%) ক্রয়ে (লেখচিত্র ৪.৭)

লেখচিত্র- ৪.৭ঃ গৃহীত ঋণের খাতওয়ারী ব্যয়

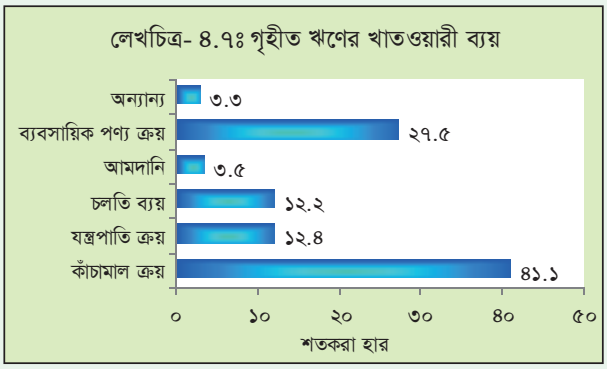

ঋণ পরিশোধ

জরিপকৃত নমুনা এসএমই উদ্যোক্তাদের বেশির ভাগ (৯৬.৭%) নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করলেও ঋণের একটা অংশ বকেয়া থাকায় তা প্রতিষ্ঠানগুলোর বকেয়া ঋণের স্থিতি বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে নমুনা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিশোধিত ঋণের পরিমাণ ছিল ২৪৬.২ কোটি টাকা যা গৃহীত ঋণের শতকরা ৫৭.৭ ভাগ। এক্ষেত্রে, বিদ্যমান ঋণের (ওভার ড্রাফট/সিসি/ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল/বাইমুয়াজ্জল হাইপো) সীমা বৃদ্ধি এবং কিছু কিছু ঋণের প্রকৃতি মেয়াদি হওয়ার কারণে বিতরণকৃত ঋণের চেয়ে আদায় কম হয়েছে বলে প্রতীয়মান।

বকেয়া ঋণের স্থিতি

৪.৮ জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর বকেয়া ঋণ স্থিতির প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১০ সালে বকেয়া ঋণ স্থিতির প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ৪৫.৭ ভাগ যা ২০১১ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১৪.৯ ভাগ (লেখচিত্র-৪.৮)। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে ব্যবসা খাতে বিরাজমান মন্দা ভাব এবং সুদ হার বৃদ্ধিজনিত কারণে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি গৃহীত ঋণ পরিশোধের প্রবণতাই মূলতঃ ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠানগুলোর বকেয়া ঋণ স্থিতির প্রবৃদ্ধি হ্রাসে অবদান রাখে।

লেখচিত্র -৪.৮ ঃ জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ স্থিতি ও এর প্রবৃদ্ধি

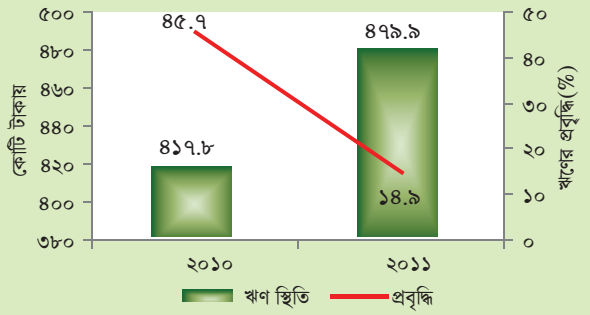

ঋণের আবেদন, শর্ত ও পরামর্শ

৪.৯ জরিপে অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় সকল উদ্যোক্তাই ঋণের জন্য নিজে আবেদন এবং ঋণের প্রচলিত শর্তাবলী জেনেই ঋণ গ্রহণ করেন। উদ্যোক্তাদের তিন-চতুর্থাংশ ঋণের জন্য নিজে ব্যাংকে গেছেন এবং অবশিষ্ট উদ্যোক্তাগণ মাঠ পর্যায়ের ব্যাংক কর্মকর্তাদের প্রচারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঋণ গ্রহণ করেন। এসএমই উদ্যোক্তাদের একটি অংশ (৩৫.৫%) ঋণ গ্রহণ ও তার সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে পরামর্শ চেয়েছেন এবং যারা পরামর্শ চেয়েছেন তাদের একটি বড় অংশ (৮৩.১%) পরামর্শও পেয়েছে (লেখচিত্র-৪.৯ ও লেখচিত্র-৪.১০)।

লেখচিত্র-৪.৯ঃ ঋণের শর্ত অবগতি, পরামর্শ চাওয়া ও প্রাপ্তি বিষয়ক নমুনা বিন্যাস (শতকরা হার)

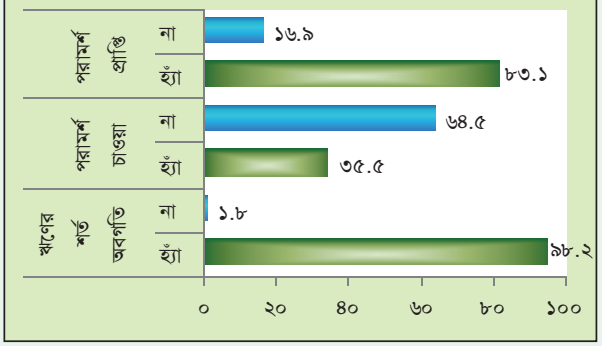

লেখচিত্র-৪.১০ঃ ঋণ আবেদন ও ঋণ উদ্যোগভিত্তিক নমুনা বিন্যাস (শতকরা হার)

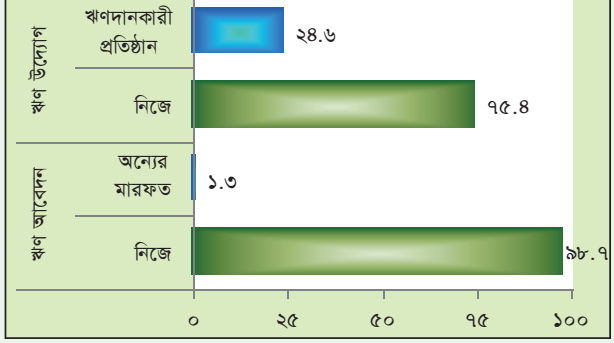

প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ক্ষেত্রে অসুবিধা

৪.১০ উদ্যোক্তার সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তি অত্যন্ত জরুরী। জরিপকৃত উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য অনুযায়ী বেশির ভাগ (৫৯.৯%) প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহণে তেমন অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি। তবে, যেসব প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহণে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহণে সময়ক্ষেপণের বিষয়টি তুলে ধরেছে (লেখচিত্র-৪.১১)।

লেখাচিত্র-৪.১১ ঃ এসএমই প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রাপ্তির অসুবিধা-ভিত্তিক নমুনা বিন্যাস (শতকরা হার)

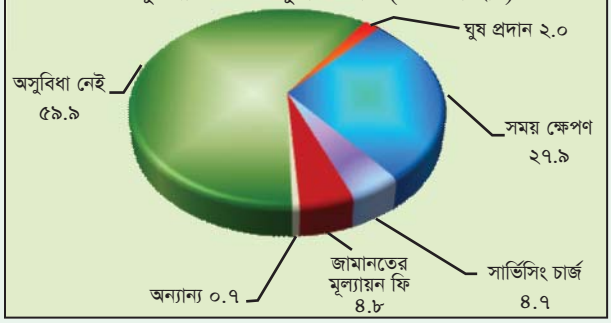

অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ

৪.১১ অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে গৃহীত ঋণের সুদ হার প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুদ হারের চেয়ে বেশি হলেও জরিপকৃত এসএমই উদ্যোক্তাদের একটি ক্ষুদ্র অংশ (৩.৩%) অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করেছে যার মুখ্য কারণ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে যথাসময়ে ঋণ না পাওয়াকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এসএমই ঋণ সংক্রান্ত মতামত

৪.১২ জরিপকৃত এসএমই উদ্যোক্তাদের শতকরা ৫০.৮ ভাগ এসএমই ঋণ সম্পর্কে জেনেই ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং এসএমই ঋণ বিতরণ তথা এসএমই খাতের উন্নয়নে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে, "এসএমই ঋণ কি?-তা জানি না" এমন মন্তব্যকারীদের সংখ্যাও কম নয় (১২.২%)। জরিপকৃত এসএমই উদ্যোক্তাদের শতকরা ৩৭.৫ ভাগ এসএমই ঋণ বিষয়ে কোন মতামত দিতে পারেননি। কারণ তাদের গৃহীত ঋণটি যে এসএমই ঋণ সে বিষয়ে তারা অবহিত নন। এসএমই বিষয়ে মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে এসএমই খাতে বিদ্যমান সুদ হার হ্রাসকরণের বিষয়টি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে (লেখচিত্র-৪.১২)।

লেখচিত্র-৪.১২ঃ এসএমই উদ্যোক্তাদের এসএমই ঋণ সংক্রান্ত মতামতের নমুনা বিন্যাস (শতকরা হার)

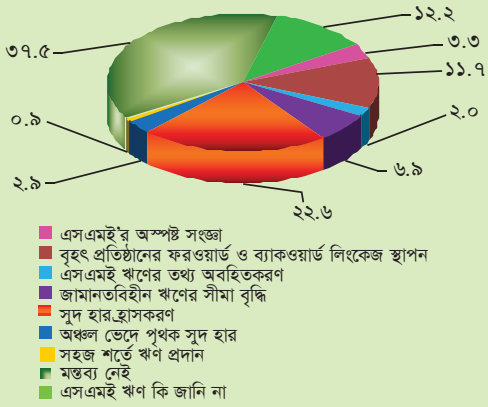

এসএমই ঋণের সঠিক ব্যবহার

৪.১৩ জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর এসএমই ঋণের সঠিক ব্যবহার যাচাইয়ে সূচকগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

- ❖ উদ্যোক্তা কর্তৃক স্বীকারোক্তি,
- ❖ উদ্যোক্তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শনে ঋণের উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যক্রম পরিলক্ষিত না হওয়া,
- ❖ প্রতিষ্ঠানের স্থিতি পত্রে ঋণের প্রতিফলন না থাকা, এবং
- ❖ শর্ত হিসেবে ঋণের একটি অংশ স্থায়ী আমানত হিসেবে জামানত রাখা।

লেখচিত্র-৪.১৩ঃ এসএমই ঋণের সঠিক ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে জরীপ দলের পর্যবেক্ষণ

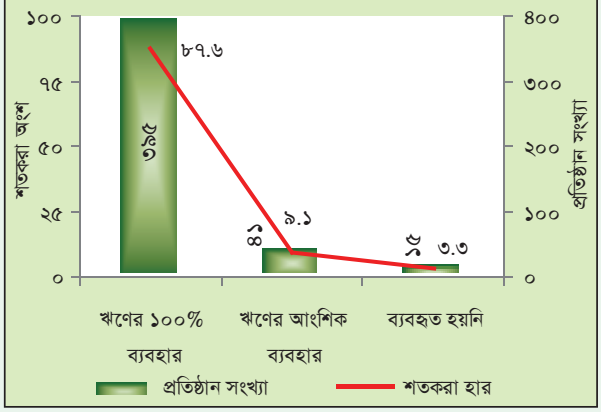

জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর এসএমই ঋণের সঠিক ব্যবহারভিত্তিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান (৮৭.৬%) ২০১০ সালে গৃহীত ঋণের টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করেছেন। শতকরা ৯.১ ভাগ প্রতিষ্ঠান গৃহীত ঋণের আংশিক এসএমই খাতে ব্যবহার করেছে এবং শতকরা ৩.৩ ভাগ প্রতিষ্ঠান গৃহীত ঋণের অর্থ অন্য খাতে ব্যবহার করেছে (লেখচিত্র-৪.১৩) যার মুখ্য কারণ হিসেবে অপর্যাপ্ত ও দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থা, ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তে আর্থিক লেনদেনকে প্রাধান্য দিয়ে ঋণ বিতরণের প্রবণতা, উদ্যোক্তার ঋণের প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্ত্বেও তাকে ঋণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, ঋণ বিতরণে গ্রাহক (ঋণ গ্রহীতা) শিকারের (client hunting) প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি বিষয়কে উল্লেখ করা যায়।

অধ্যায়-৫

ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহীত ঋণের আর্থ-সামাজিক প্রভাব

এসএমই ঋণের সুবিধাভোগী

৫.১ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত "ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি" শীর্ষক গাইডলাইনস্-এ উল্লিখিত এসএমই ঋণের সুবিধাভোগী ১৩২টি খাতের মধ্যে ৯৯টি খাতের প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এসএমই ঋণ সুবিধাভোগী আরো কিছু খাতের প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৮০০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান জরিপ করা হয়। তবে, প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোকে (৪৫১টি) মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি'র) নিম্নোক্ত ৯টি খাতে বিভাজন করা হয়েছে (লেখচিত্র-৫.১)।

লেখচিত্র-৫.১ঃ জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর খাতভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

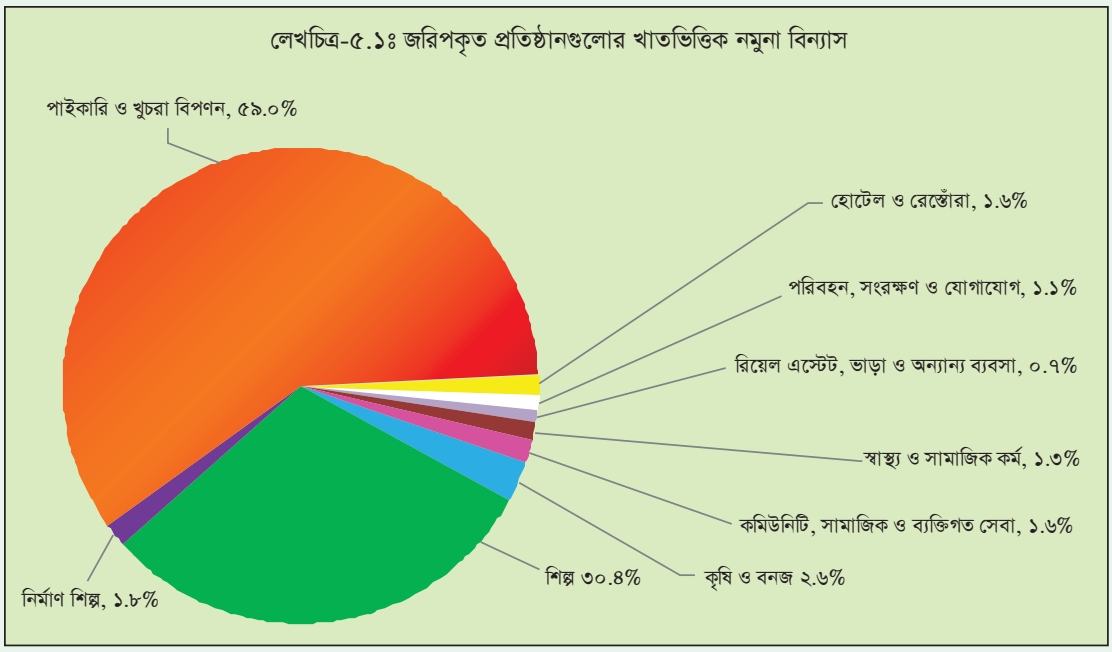

কৃষি ও বনজ ঃ কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি, খাদ্য বীজ সংরক্ষণ, আলুর টিস্যু কালচার, পোল্ট্রি ও ডেইরি ফার্ম, চাতাল, হিমাগার, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন, পাটজাত ও পাটমিশ্রিত পণ্য উৎপাদন, ডেইরি এন্ড ফিস ফিড তৈরি, চাউল কল, আলু বীজ সংরক্ষণাগার, ভেষজ, মাশরুম, নার্সারী, বনশিল্প ও ফার্নিচার নির্মাণ, রেনু পোনা উৎপাদন, মৎস্য চাষ (চিংড়ি, তেলাপিয়া, পাঙ্গাস), হ্যাচারী, স' মিল, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরি ইত্যাদি। এরূপ খাতের প্রতিষ্ঠান ছিল ১২টি।

শিল্প ঃ নৌযান শিল্প যেমন-ছোট যাত্রীবাহী নৌযান তৈরি, আইপিএস তৈরি, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, ওয়েল্ডিং শিল্প, ব্যাটারি তৈরি, হালকা প্রকৌশল শিল্প, হোসিয়ারী শিল্প, নকশী কাঁথা ও তাঁত, হস্ত শিল্প, বুটিকস্, পোশাক শিল্প, রেশম গুটি ও রেশম শিল্প, টেইলারিং, প্লাস্টিক শিল্প, খেলনা তৈরি, আগর ও মোমবাতি তৈরি, পিতল কাঁসা শিল্প, জুয়েলারী, ড্রাই ফিস প্রসেসিং, ফুড প্রসেসিং, গুড় তৈরি, বেকারী, বিস্কুট ফ্যাক্টরী, আয়োডাইজড লবণ তৈরি, হিমায়িত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মেশিনে চিড়া ও মুড়ি তৈরি, তেল ও ডাল মিল, বরফ কল, মিষ্টি তৈরি, লাচ্ছাসেমাই ও চানাচুর তৈরি, চা শিল্প, মশলা গুঁড়াকরণ, তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ, পানি প্রক্রিয়াজাতকরণ, তেল প্রক্রিয়াজাতকরণ, আটা কল, এ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্যাকেট তৈরি ইত্যাদি। এরূপ খাতের প্রতিষ্ঠান ছিল ১৩৭টি।

নির্মাণ শিল্প ঃ স্যানিটারি সামগ্রী নির্মাণ, বালি ও পাথরের ব্যবসা, কাঠ ও স্টীল সামগ্রীর ব্যবসা, সিমেন্টের পিলার তৈরি, ব্রিক ফিল্ড ইত্যাদি। এরূপ খাতের প্রতিষ্ঠান ছিল ৮টি।

হোটেল ও রেস্তোরাঁ ঃ হোটেল, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি। এরূপ খাতের প্রতিষ্ঠান ছিল ৭টি।

পাইকারি ও খুচরা বিপণন ঃ স্টেশনারী পণ্য বিক্রয়, ইলেকট্রোনিক্স ব্যবসা, পাইকারী ও খুচরা দোকান, ড্রাগ হাউজ/ঔষধের দোকান, কসমেটিক্স এর ব্যবসা, কম্পিউটার সামগ্রীর ব্যবসা, পুরাতন লোহা লক্কর বিক্রয়, সারের ব্যবসা, মোবাইল সেট ও যন্ত্রাংশের ব্যবসা, কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবসা, কাপড় ও জুতার ব্যবসা, রড সিমেন্ট ট্রেডিং, হার্ডওয়্যার ব্যবসা, ক্রোকারিজ এর ব্যবসা, মুদি ও ভূষি মালের ব্যবসা, এলপি গ্যাসের ব্যবসা, ধান চাউলের ব্যবসা, কৃষি যন্ত্রপাতি বিপণন ইত্যাদি। এরূপ খাতের প্রতিষ্ঠান ছিল ২৬৬টি।

পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ ঃ স্থানীয় পরিবহন, ওয়্যার হাউজ কন্টেইনার সার্ভিস ইত্যাদি। এরূপ খাতের প্রতিষ্ঠান ছিল ৫টি।

রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা ঃ এরূপ খাতের প্রতিষ্ঠান ছিল ৩টি।

স্বাস্থ্য ও সামাজিক কর্ম ঃ পর্যটন, টেলিকমিউনিকেশন, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, ডিজিটাল কালার ল্যাব, ছোট এমিউজম্যান্ট পার্ক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি। এরূপ খাতের প্রতিষ্ঠান ছিল ৬টি।

কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা ঃ নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন- সোলার পাওয়ার, সেলুন ও বিউটি পার্লার, তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম, ফোন ফ্যাক্স, বায়োগ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবেশ বান্ধব পরিবহন উৎপাদন, ফিলিং স্টেশন, ফটোগ্রাফী ইত্যাদি। এরূপ খাতের প্রতিষ্ঠান ছিল ৭টি।

এসএমই খাতে নারী উদ্যোক্তাদের ভূমিকা

৫.২ মোট এসএমই ঋণের মধ্যে মহিলা উদ্যোক্তা ঋণের পরিমাণ নগণ্য হলেও মহিলা উদ্যোক্তাগণ দক্ষতার সাথে এসএমই ঋণ ব্যবহারের মাধ্যমে মুনাফার (করপূর্ব) ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মূলধনের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন (লেখচিত্র-৫.২)।

লেখচিত্র -৫.২ ঃ মহিলা উদ্যোক্তাদের মুনাফা (করপূর্ব) ও মূলধনের প্রবৃদ্ধি

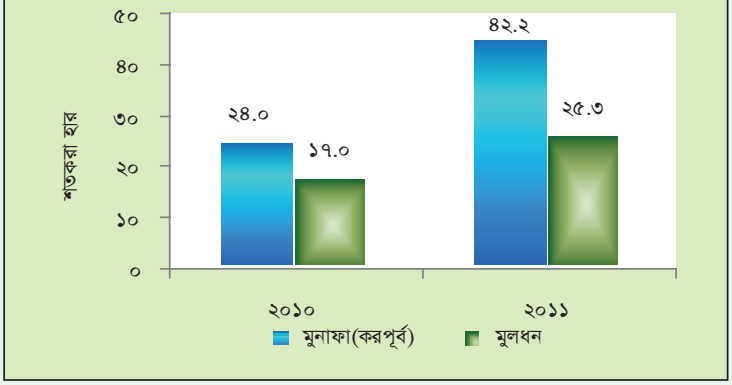

পল্লী অঞ্চলে এসএমই ঋণের ভূমিকা

৫.৩ এসএমই ঋণ বিতরণের ফলে পল্লী অঞ্চলে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের মূলধন, বিক্রয়, কর্মসংস্থান ও মুনাফার (করপূর্ব) প্রবৃদ্ধি শহর অঞ্চলের চেয়ে তুলনামূলক বেশি থাকায় তা মূলধন, বিক্রয়, কর্মসংস্থান ও মুনাফায় (করপূর্ব) ক্রমবর্ধমান অবদানে সহায়ক ভূমিকা রাখে (লেখচিত্র-৫.৩)।

লেখচিত্র -৫.৩ ঃ পল্লী অঞ্চলে উদ্যোক্তাদের মূলধন, বিক্রয়, কর্মসংস্থান ও মুনাফায়(করপূর্ব) অবদান

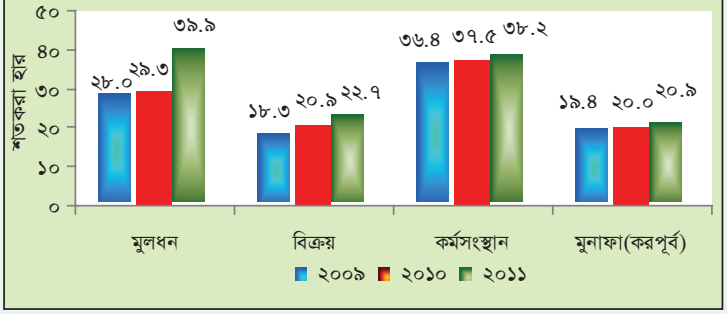

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এসএমই খাতের অবদান

৫.৪ জরিপের আওতাভুক্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশেরই (৫৩.৫%) প্রতিষ্ঠাকাল বা বয়স ছিল ১ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এবং এগুলোর বেশির ভাগ (শতকরা ৬৮.৩ ভাগ) প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল ১০ জনের কম জনবল নিয়ে। কিন্তু, প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়ে জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জরিপকালীন সময়ে তাদের জনবলের কাঠামোগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। জরিপকালীন সময়ে ১০ জনের কম জনবল বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাড়িয়েছে মোট জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৩৭.৫ ভাগ (লেখচিত্র-৫.৪)। ১০ জন থেকে ২৫ জন প্রাথমিক জনবল নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল শতকরা ২১.৫ ভাগ এবং জরিপকালীন সময়ে একই জনবল বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৬.৬ ভাগ। ২৬ জন থেকে ৫০ জন প্রাথমিক জনবল নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল শতকরা ৪.৪ ভাগ এবং জরিপকালীন সময়ে একই জনবল বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ১৬.০ ভাগ। জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবলের কাঠামোগত এ পরিবর্তন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এসএমই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অবদানেরই প্রতিফলন।

লেখচিত্র-৫.৪ প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবলের সংখ্যা ভিত্তিক নমুনা বিন্যাস

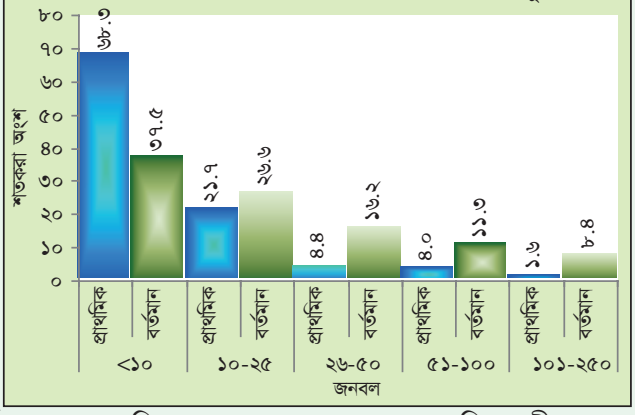

৫.৫ জরিপকৃত এসএমই খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর ২০১০ সালে মোট জনবল ছিল ১৩৬৫৭ জন যা ২০০৯ সালের তুলনায় শতকরা ১২.৫ ভাগ বেশি। ২০১১ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট জনবল দাঁড়িয়েছে ১৫২২৫ জন যা ২০১০ সালের তুলনায় শতকরা ১১.৫ ভাগ বেশি। ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবলের প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পাওয়ার মুখ্য কারণ হিসেবে উক্ত সময়ে সুদ হার বৃদ্ধির কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক ঋণ পরিশোধ এবং কম ঋণ নিয়ে ব্যবসা সীমিত করার প্রয়াসকে উল্লেখ করা যায়।

উৎপাদনশীলতা

৫.৬ জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর মাথাপিছু মূলধন, বিক্রয় ও করপূর্ব মুনাফা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে (লেখচিত্র-৫.৫)। প্রতিষ্ঠানগুলোর মাথাপিছু মূলধন, বিক্রয় ও করপূর্ব মুনাফা ২০০৯ সালের তুলনায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫.৫০ লক্ষ টাকা, ৩৩.৪০ লক্ষ টাকা ও ১.৯২ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা এ খাত সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে বলে প্রতীয়মান।

লেখচিত্র- ৫.৫ ঃ জনবল পিছু মূলধন, বিক্রয় ও করপূর্ব মুনাফা

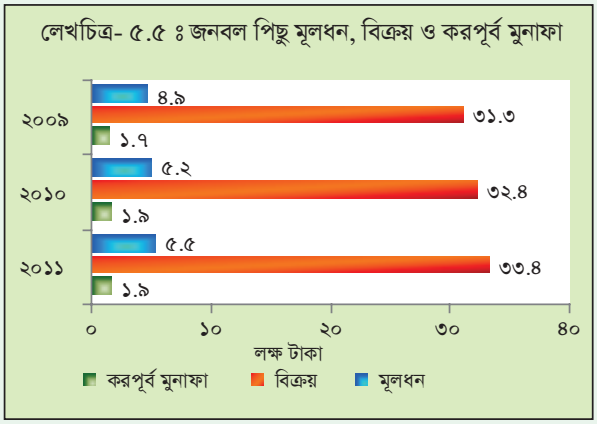

মূলধনের কাঠামোগত পরিবর্তন

৫.৭ জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শতকরা ৮৯.১ ভাগ প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক মূলধন ছিল ৫০ লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে কম। কিন্তু, প্রতিষ্ঠা লাভের পর সময়ের সাথে সাথে জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর মূলধন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জরিপকালীন সময়ে তাদের মূলধনের কাঠামোগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে (লেখচিত্র-৫.৬)। জরিপকালীন সময়ে ৫০ লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে কম মূলধন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৬.৬ ভাগ। ৫০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে কিন্তু ১ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রাথমিক মূলধন নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫.১ ভাগ এবং জরিপকালীন সময়ে একই পরিমাণ মূলধন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ২০.৪ ভাগ। ১ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে কিন্তু ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রাথমিক মূলধন নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল শতকরা ৪.৭ ভাগ এবং জরিপকালীন সময়ে একই পরিমাণ মূলধন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৪.৮ ভাগ। উল্লেখ্য, মূলধনের এ কাঠামোগত পরিবর্তন এসএমই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ভিত মজবুতকরণের পাশাপাশি তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

লেখচিত্র-৫.৬ ঃ প্রতিষ্ঠানগুলোর মূলধনভিত্তিক (প্রাথমিক ও বর্তমান মূলধন) নমুনা বিন্যাস

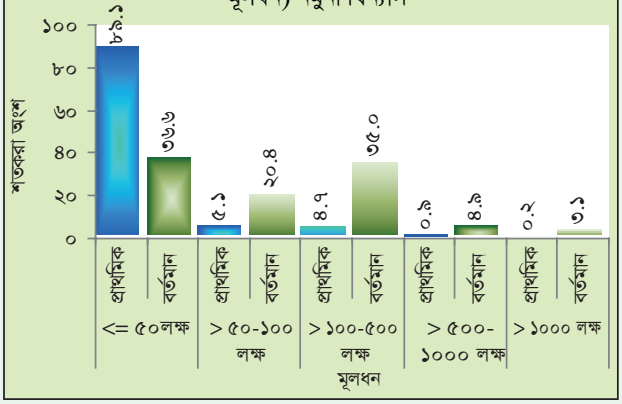

উৎপাদন (বিক্রয়)

৫.৮ এসএমই ঋণ উৎপাদন/বিক্রয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জরিপকৃত নমুনা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে (লেখচিত্র-৫.৭)। ২০১০ সালে ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলেও তা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসা সম্প্রসারণের সুবাদে তাদের উৎপাদন তথা বিক্রয় বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। তবে, উচ্চ সুদ হার প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসা বিকাশে অন্তরায়। জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর ২০১০ সালের মোট উৎপাদন তথা বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৪৪৩৯ কোটি টাকা যা ২০০৯ সালের তুলনায় শতকরা ১৬.৭ ভাগ বেশি। ২০১১ সালে এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০৯৫ কোটি টাকা যা ২০১০ সালের তুলনায় শতকরা ১৪.৮ ভাগ বেশি। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিক্রয়ের প্রবৃদ্ধির হার হ্রাসের মুখ্য কারণ হিসেবে উচ্চ সুদ হারের কারণে সুদ ব্যয় বৃদ্ধি এবং পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে এর চাহিদা হ্রাসকে উল্লেখ করা যায়।

লেখচিত্র-৫.৭ ঃ বিক্রয়ের গতিধারা

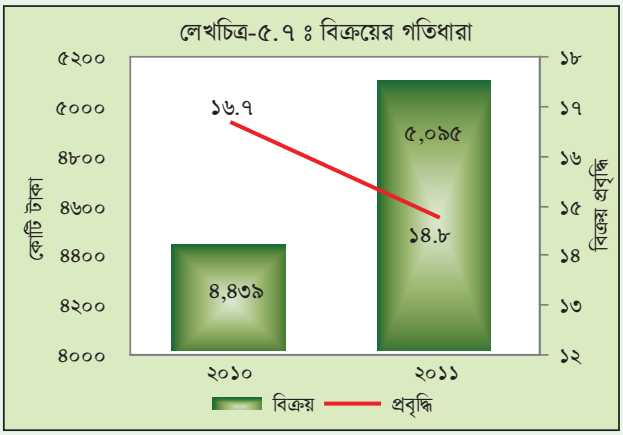

ব্যাংক মুনাফা অর্জনে এসএমই ঋণের ভূমিকা

৫.৯ এসএমই ঋণ কার্যক্রম ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখার মোট ঋণ এবং মুনাফায় যথেষ্ট অবদান রাখছে। জরিপের আওতাভুক্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঠ পর্যায়ে এসএমই ঋণের সুদ হার সীমা ছিল ১০%-২০%। মোট মুনাফায় এসএমই ঋণ হতে অর্জিত মুনাফার শতকরা অংশ হিসেবে ব্যাংক শাখাগুলোর অবস্থান (লেখচিত্র-৫.৮) পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ব্যাংক শাখাগুলোর এসএমই ঋণ বৃদ্ধি তাদের মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। অর্থাৎ ব্যাংক শাখার মোট ঋণে এসএমই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট অর্জিত মুনাফায় এসএমই খাতের আবদানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে সব ব্যাংক শাখার এসএমই ঋণ মোট ঋণের ২০ শতাংশের নিচে তাদের এসএমই ঋণ হতে অর্জিত গড় মুনাফা মোট মুনাফার শতকরা ৭.৫ ভাগ। অপরদিকে, যে সব ব্যাংক শাখার এসএমই ঋণ মোট ঋণের ৮০ শতাংশ হতে ১০০ শতাংশ তাদের এসএমই ঋণ হতে অর্জিত গড় মুনাফা মোট মুনাফার শতকরা ৭২.০ ভাগ। উল্লেখ্য, জরিপকৃত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখাসমূহের মুনাফায় পরিলক্ষিত এসএমই খাতের ক্রমবর্ধমান অবদান তাদের আর্থিক ভিত্ সুদৃঢ়করণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে বলে প্রতীয়মান।

লেখচিত্র-৫.৮ ঃ ব্যাংক শাখার মুনাফা অর্জনে এসএমই ঋণের অবদান

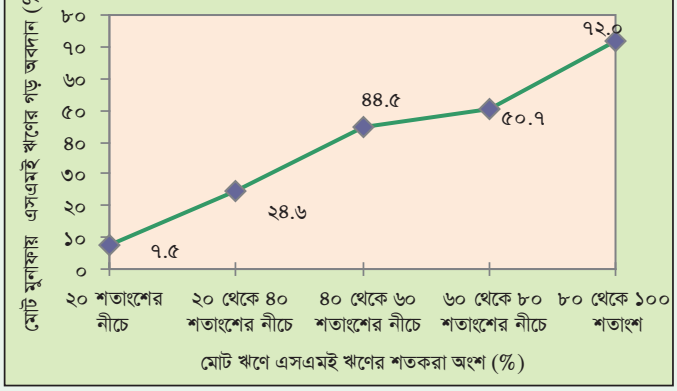

প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের বেতন কাঠামো ও জীবনযাত্রার মান

৫.১০ জরিপকৃত এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত কর্মকর্তাদের গড় বেতন কাঠামো ১৪-২৩ হাজার টাকা এবং কর্মচারী/শ্রমিকদের গড় বেতন কাঠামো ৪-৯ হাজার টাকা। কর্মকর্তা এবং শ্রমিকদের বেতন কাঠামোতে পরিলক্ষিত এ পার্থক্যের কারণে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান তুলনামূলকভাবে নিম্ন। তবে, বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের (৬২.০%) শ্রমিকদের বেতন কাঠামো সরকার ঘোষিত বেতন কাঠামোর সাথে সংগতিপূর্ণ। তাছাড়া, উদ্যোক্তা/মালিক কর্তৃক কর্মচারীদের বেতন বহির্ভূত বিভিন্ন সুবিধাদি (যেমন- বাসস্থান, খাওয়া, চিকিৎসা, উৎসব বোনাস, আর্থিক প্রণোদনা, ইত্যাদি) প্রদান তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বলে প্রতীয়মান (লেখচিত্র-৫.৯)।

লেখচিত্র-৫.৯ ঃ শ্রমিকদের বেতন বহির্ভূত সুবিধাভিত্তিক নমূনা বিন্যাস (সংখ্যায় ও শতকরা হিসেবে)

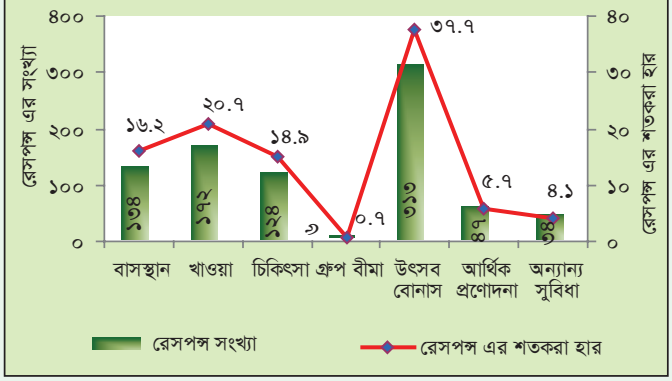

মাথাপিছু মূল্য সংযোজন ও করপূর্ব মুনাফা

৫.১১ জরিপকৃত ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মাথাপিছু মূল্য সংযোজন ও করপূর্ব মুনাফা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে (লেখচিত্র-৫.১০) । তবে, মাথাপিছু মূল্য সংযোজন ও করপূর্ব মুনাফার ক্ষেত্রে মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান তুলনামূলক ভাবে বেশি ।

লেখচিত্র-৫.১০ঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মাথাপিছু মূল্য সংযোজন ও মুনাফা (গ্রস)

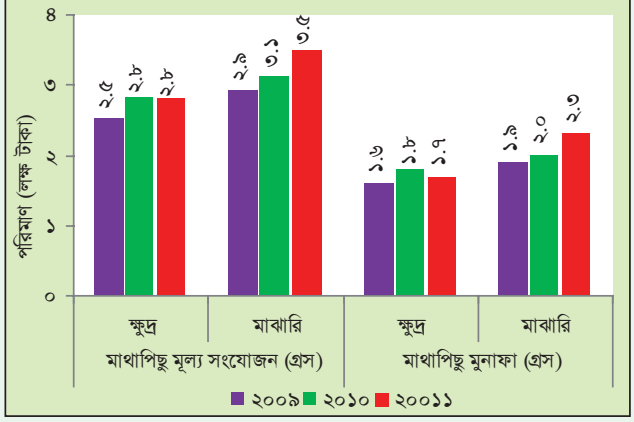

জিডিপি-তে এসএমই খাতের অবদান

৫.১২ জিডিপি'র নয়টি খাতে অন্তর্ভুক্ত জরিপকৃত এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল্য সংযোজন বিবেচনায় ২০১০ ও ২০১১ সালে দেশের জিডিপি'তে আর্থিক খাতে সুবিধাভোগকারী এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে শতকরা ২৫.৯ ভাগ এবং শতকরা ২৭.০ ভাগ (লেখচিত্র-৫.১১) যা ইতোপূর্বে এ খাতে পরিচালিত কতিপয় সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । তবে, জিডিপি'তে এসএমই খাতের অবদান যাচাইয়ে আরো ব্যাপক আকারে সমীক্ষা পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে । উল্লেখ্য, দেশের সম্ভাবনাময় এসএমই খাতকে অগ্রাধিকার প্রদানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে এ খাতে চিহ্নিত নানা প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জিডিপি'তে এর ইতিবাচক অবদান ধরে রাখা যেতে পারে ।

লেখচিত্র-৫.১১ ঃ জিডিপি ও ব্যাংক ঋণে এসএমই খাতের অবদান

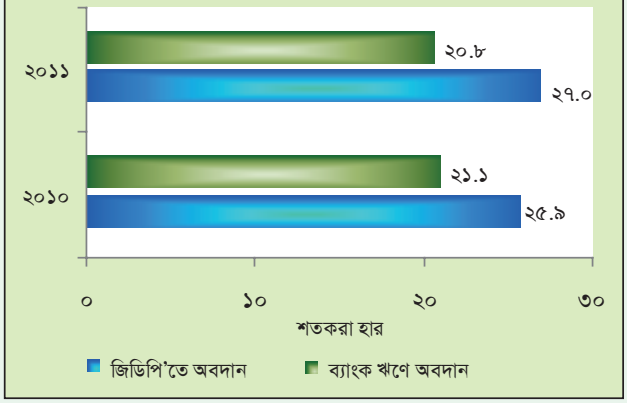

অধ্যায়-৬

মতামত, সুপারিশমালা ও ভবিষ্যৎ গবেষণা

মতামত ও সুপারিশমালা

প্রশিক্ষণ প্রদান

৬.১ জরিপকৃত ৪৪টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই ডিভিশন/বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত কর্মকর্তা এবং জরিপকৃত ব্যাংক শাখাগুলোর এসএমই ঋণ বিতরণে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের একটি বড় অংশের এসএমই ঋণের উপর কোন প্রশিক্ষণ না থাকায় এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই ঋণ বিতরণ ও মনিটরিং কার্যক্রম অনেকাংশে দুর্বল। এক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এসএমই খাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এসএমই ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিতভাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান প্রয়োজন।

কৌশলগত লক্ষ্য বাস্তবায়ন

৬.২ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের কৌশলগত লক্ষ্য যেমনঃ বেকারত্ব হ্রাস, জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান বৃদ্ধি, ইত্যাদি বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ তেমন অবহিত নন। এসএমই খাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ ও তাঁদের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।

ডাটাবেজ তৈরি

৬.৩ জরিপকালীন সময়ে সমীক্ষা টিম ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তথ্য/উপাত্ত সরবরাহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবহেলার পরিচয় পেয়েছে। তবে, এ বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মতামত হচ্ছে- সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্পর্কে তাদের ভাল ধারণা/জ্ঞান নেই এবং তাদের কাছে ৩-৪ বছরের তথ্য সংরক্ষিত নেই। আবার তথ্য থাকলেও তা শুদ্ধ নয় (ভুল এন্ট্রি)। সুতরাং, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে টাইম সিরিজ ডাটা (মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে) তৈরি ও সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি প্রয়োজনে ডাটা এন্ট্রি ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি (বিবিটিএ) কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভাগওয়ারি প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

ব্যাংক শাখা পর্যায়ে যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ

৬.৪ মাঠ পর্যায়ে জরিপে লক্ষ্য করা গেছে যে, কতিপয় ব্যাংক (ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ, ইস্টার্ণ ব্যাংক লিঃ, দি সিটি ব্যাংক লিঃ ইত্যাদি) কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করায় জরিপ টিমকে শাখা পর্যায়ে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য-উপাত্ত পেতে নানাবিধ বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শাখা পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি তথ্য-উপাত্ত সরবরাহে অপারগ শাখাগুলো হতে জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রকৃত উদ্যোক্তা নির্বাচনে স্থানীয় সংগঠন/সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ

৬.৫ এসএমই ঋণ কার্যক্রমকে গতিশীল করার পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাসহ প্রকৃত এসএমই উদ্যোক্তা খুঁজে বের করা এবং দ্রুত ও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তার এসএমই ঋণ নীতিমালায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় সংগঠন/সংস্থার [ব্যবসায়ী সংগঠন (চেম্বার/এসোসিয়েশন), নারী উদ্যোক্তাদের সংগঠন, ইত্যাদি)] মাধ্যমে প্রকৃত উদ্যোক্তা খুঁজে এসএমই ঋণ বিতরণের পরামর্শ প্রদান করেছে।

কিন্তু, জরিপকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখাগুলোর মাত্র শতকরা ১২.৩ ভাগ শাখায় স্থানীয় চেম্বার/এসোসিয়েশনগুলোর সাথে সংশ্লিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় সংগঠন/সংস্থার মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং দ্রুত ও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এসএমই ঋণ বিতরণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার সম্প্রসারণ ও এর শর্তাবলী শিথিলকরণ

৬.৬ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিতরণকৃত এসএমই ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির একটি অন্যতম শর্ত হচ্ছে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ১০% এর কম হওয়া। কিন্তু, সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের (সোনালী, অগ্রণী, জনতা, রূপালী, বিকেবি, রাকাব) শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ১০% এর বেশি থাকায় তারা এ সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে না। ফলে, এ সব ব্যাংকের দেশব্যাপী বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে শাখার ব্যাপক বিস্তার থাকা সত্ত্বেও তারা দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে এসএমই ঋণ সুবিধা প্রদানে ভূমিকা রাখতে পারছে না। এমতাবস্থায়, এসএমই ঋণের খাত, আকার, লিঙ্গ ও অঞ্চলভিত্তিক গুরুত্ব বিবেচনায় ক্ষেত্র বিশেষে পুনঃঅর্থায়ন প্রদানে শ্রেণীকৃত ঋণের শর্তাবলী শিথিল করা যেতে পারে। এছাড়াও, পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি নবীন, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

সার্ভিস চার্জ আদায়ে স্বচ্ছতা আনয়ন

৬.৭ জরিপকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৬টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রচলিত সুদ হারের বাইরে বিভিন্ন ধরনের চার্জ আরোপ করছে যা ঋণ গ্রহীতাদের প্রকৃত সুদ হার বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সুনির্দিষ্ট সার্কুলারের মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণের ওপর চার্জ (সুদ ব্যতীত) আরোপের ক্ষেত্র ও সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং উক্ত সার্কুলারের বাইরে কোন চার্জ না আদায়ের বিষয়টি onsi ght সুপারভিশনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

এসএমই ঋণ মনিটরিং জোরদারকরণ

৬.৮ মাঠ পর্যায়ে জরিপে লক্ষণীয় যে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই খাতে নিযুক্ত কর্মকর্তার স্বল্পতা এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এসএমই সম্পর্কে ভাল ধারণা/প্রশিক্ষণ না থাকায় দক্ষতার সাথে এসএমই ঋণ মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া, এসএমই পরিদর্শন গাইডলাইনস্ অনুযায়ী এসএমই ঋণের Exposne এর পরিবর্তে শাখার সংখ্যা বিবেচনায় ঋণ পরিদর্শনের ফলে মোট এসএমই ঋণের একটি বড় অংশ পরিদর্শন তদারকির বাইরে থেকে যাচ্ছে। সুতরাং, এসএমই ঋণ পরিদর্শন সংক্রান্ত এসব সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে এসএমই ঋণ পরিদর্শন নীতিমালায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

ঋণ আবেদন ও মঞ্জুরী এবং ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণে সময়ের ব্যবধান হ্রাসকরণ

৬.৯ জরিপকৃত ৩৭টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঋণ আবেদনপত্র গ্রহণ ও ঋণ মঞ্জুরীর মধ্যে সময়ের গড় ব্যবধান ছিল সর্বোচ্চ ১মাস, ৫টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১মাসের বেশি কিন্তু ২ মাসের কম এবং ২টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২ মাসের বেশি। আবার, ৩০টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুরী ও ঋণ বিতরণে সময়ের গড় ব্যবধান ছিল সর্বোচ্চ ১০ দিন, ৯টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১০ দিনের বেশি কিন্তু ২০দিনের কম এবং ৫টি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২০দিনের বেশি। তবে, মাঠ পর্যায়ে অধিকাংশ ঋণ গ্রহীতাদের মতে ঋণ আবেদন ও ঋণ বিতরণে সময়ের ব্যবধান বেশি হওয়ায় তারা প্রয়োজনের সময় টাকা পান না বলে অনেক সময় চড়া সুদে ব্যক্তি ঋণ নিয়ে কাজ শুরু করেন। অপরদিকে, ঋণ আবেদন ও ঋণ বিতরণে সময়ের ব্যবধান সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সময়ক্ষেপণের সুযোগ থাকে। এমতাবস্থায়, ঋণ গ্রহীতাদের সুবিধার্থে ঋণ আবেদন ও ঋণ বিতরণে সময়ের ব্যবধান হ্রাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।

ঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত শাস্তির দ্রুত বাস্তবায়ন

৬.১০ ঋণ বিতরণ, আদায় ও পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত অনিয়মসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন দল কর্তৃক উৎঘাটিত অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত শাস্তির দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

অঞ্চল ও লিঙ্গভিত্তিক ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার প্রদান

৬.১১ জরিপকৃত মোট এসএমই ঋণ স্থিতিতে ২০১০ সালে পল্লী এবং নারী উদ্যোক্তাদের অবদান ছিল যথাক্রমে ৩৭.৪% এবং ৩.৩% যা দেশের সুষম উন্নয়নের অন্তরায় বলে প্রতীয়মান। এমতাবস্থায়, দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পল্লী অঞ্চল এবং নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে সুষম উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে পল্লী অঞ্চল ও নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে পরিলক্ষিত সমস্যা দূরীকরণ

৬.১২ জরিপকৃত এসএমই উদ্যোক্তাগণ তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সুতরাং, এসএমই উদ্যোক্তাদেরকে বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে তাদের পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদান

৬.১৩ জরিপকৃত এসএমই উদ্যোক্তাদের একটি অংশ (৩৫.৫%) ঋণ গ্রহণ ও তার সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে পরামর্শ চান এবং যারা পরামর্শ চান তাদের একটি বিরাট অংশ (৮৩.১%) পরামর্শ পান। এমতাবস্থায়, এসএমই ঋণের প্রচার-প্রচারণা এবং মাঠ পর্যায়ের মনিটরিং বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদেরকে যথাসময়ে ব্যাংক কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সঠিক পরামর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যা তাঁদের প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে সহায়ক হবে।

উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান

৬.১৪ জরিপকৃত মোট এসএমই উদ্যোক্তাদের মধ্যে শতকরা ৫২.১ ভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় কোন অভিজ্ঞতা ছিল না যা তাদের দক্ষতার সাথে ব্যবসা পরিচালনায় কিছুটা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক ও ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এসএমই উদ্যোক্তাদেরকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি তাদেরকে প্রশিক্ষণ গ্রহণেও উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

এসএমই উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও ঋণ বিতরণ সম্পর্কিত প্রচারণা বৃদ্ধি

৬.১৫ জরিপকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখাগুলোর মধ্যে শতকরা ৯৩.০ ভাগ শাখায় এসএমই সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়েছে যার মধ্যে সর্বোচ্চ শতকরা ২৭.১ ভাগ ব্যক্তিগত যোগাযোগ, শতকরা ১৫.৫ ভাগ লিফলেট বিতরণ, শতকরা ১৪.৮ ভাগ পোস্টার/ব্যানার, শতকরা ১২.৪ ভাগ মেলায় অংশ গ্রহণ ও শতকরা ১০.৬ ভাগ product campaign এর মাধ্যমে এসএমই সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এক্ষেত্রে, এসএমই সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণায় বিভিন্ন ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সহযোগিতা নেয়া হলে এসএমই উদ্যোক্তাগণ বেশি উপকৃত হতে পারেন।

Cluster Development সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

৬.১৬ কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রণীত "ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি" শীর্ষক গাইডলাইনস্ অনুযায়ী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসএমই ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তাদের নির্ধারিত ভবিষ্যৎ

কৌশলগত লক্ষ্য হিসেবে অঞ্চল ও ক্লাস্টার ভিত্তিক ঋণ বিতরণ কার্যক্রম আরও বিস্তৃতকরণের পাশাপাশি অধিক পরিমাণে নতুন ক্লাস্টার নির্বাচনের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রমকে আরও বহুমুখীকরণের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। তবে, জরিপ টিমের কাছে মাঠ পর্যায়ে Cluster Development সম্পর্কে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মাঝে তেমন সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়নি। এক্ষেত্রে, গবেষণা বিভাগ তাদের এসএমই সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ গবেষণায় Cluster Development-এর বিষয়টি সরেজমিন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান করতে পারে।

এসএমই'র সংজ্ঞা সরল/সহজকরণ

৬.১৭ জনবল কাঠামো এবং জমি ও কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদ বিবেচনায় এসএমই'র সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। তবে, সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে, জমি ও কারখানা ভবন ব্যতীত প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থায়ী সম্পদ বলতে তেমন কিছু না থাকায় এগুলোকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা কষ্টকর। এমতাবস্থায়, "জমি ও কারখানা ভবন ব্যতীত স্থায়ী সম্পদ" এর পরিবর্তে "জমি ও কারখানা ভবন ব্যতীত মূলধন" বিবেচনা এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এসএমই খাতের উন্নয়নে জরিপকৃত এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলোর শতকরা ৩.৩ ভাগ এসএমই ঋণের সংজ্ঞাকে স্পষ্টীকরণের পরামর্শ দিয়েছেন।

ঋণের আবেদনপত্র ও ঋণ চুক্তি'র বাংলা সংস্করণ

৬.১৮ জরিপকৃত এসএমই উদ্যোক্তাদের শতকরা ৯৮.২ ভাগ ঋণ বিতরণে আরোপিত শর্তগুলো অবহিত হয়ে ঋণ গ্রহণের কথা বললেও তারা ঋণ আবেদনপত্র ও ঋণ চুক্তি'র বাংলা সংস্করণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরেন। এমতাবস্থায়, ঋণ গ্রহীতাদের কাছে ঋণের শর্তাবলী সহজে বোধগম্য করার জন্য ঋণ দাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ আবেদনপত্র ও ঋণ চুক্তি'র বাংলা সংস্করণ সরবরাহ করা প্রয়োজন।

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ

৬.১৯ জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর খাত ও আকারভিত্তিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রবণতা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর শতকরা ৪৭.৯ ভাগ এবং মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর শতকরা ৫৭.৭ ভাগ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে। আবার, জরিপকৃত শহরভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শতকরা ৩৬.১ ভাগ ও পল্লীভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শতকরা ৩৫.৫ ভাগ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে, সময়মত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত নির্ভুলভাবে সরবরাহ করতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্যোক্তাদের আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে আরো উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

শ্রমিকদের বেতন কাঠামো সরকারি বেতন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা

৬.২০ জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শতকরা ৬২.০ ভাগ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের বেতন কাঠামো সরকারি বেতন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এক্ষেত্রে, সকল শ্রমিকের বেতন কাঠামো সরকার ঘোষিত বেতন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার পাশাপাশি শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তাদেরকে বেতন বহির্ভূত সুবিধা (যেমন-বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা, উৎসব বোনাস, আর্থিক প্রণোদনা, ইত্যাদি) প্রদানে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে হবে।

শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি

৬.২১ জরিপকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট জনবলের মাত্র এক-চতুর্থাংশ দক্ষ ছিল, বাকিরা দক্ষপ্রায় ও অদক্ষ এবং তাদের উৎপাদনশীলতা দক্ষ জনবলের তুলনায় কম ছিল। সুতরাং, অদক্ষ ও দক্ষপ্রায় জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঋণের একটি অংশ স্থায়ী আমানত হিসেবে জমা রাখার বিধান রহিতকরণ

৬.২২ জরিপকৃত এসএমই উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই (৮৭.৪%) ঋণের বিপরীতে জামানত প্রদান করেছে এবং তাদের মধ্যে শতকরা ৫.৫ ভাগ জামানত হিসেবে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট বিশেষ করে ঋণের একটি অংশ Fixed Deposit (স্থায়ী আমানত) হিসেবে জামানত রেখেছে। ফলে, এসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণের একটি অংশ ঋণ দাতা প্রতিষ্ঠানের কাছেই থেকে যাচ্ছে, যা তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হচ্ছে না। সুতরাং, জামানত হিসেবে বিবেচিত ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্টকে ঋণের অংশ হিসেবে ব্যাংক কর্তৃক হিসাবায়ন না করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা প্রয়োজন।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কার্যকরী পৃথক সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন

৬.২৩ জরিপকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৭১.৮ ভাগ শাখায় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পৃথক সার্ভিস ডেস্ক পরিলক্ষিত হলেও তাদের অধিকাংশই (৫৯.০%) নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ঋণ বিতরণ করেনি। সুতরাং, এসএমই ঋণ বিতরণে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত নীতিমালা পরিপালনের লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কার্যকরী পৃথক সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন ও সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদের এসএমই ঋণ বিতরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

ঋণ আদায় বৃদ্ধিকরণ

৬.২৪ জরিপকৃত অধিকাংশ এসএমই উদ্যোক্তা কর্তৃক নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করা সত্ত্বেও ঋণ সীমা বৃদ্ধির কারণে তাদের গৃহীত ঋণের একটা বড় অংশ বকেয়া থাকছে। এক্ষেত্রে, ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে উদ্যোক্তাদেরকে তাদের গৃহীত ঋণের সীমা যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধি করতঃ নিয়মিত ঋণ পরিশোধে উদ্বুদ্ধকরণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক ভুল রিপোর্টিং

৬.২৫ জরিপকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এসএমই হিসেবে প্রদর্শিত প্রতিষ্ঠানগুলোর (৫৪৩টি) মূলধন ও জনবল পর্যালোচনায় দেখা গেছে, তাদের শতকরা ১৬.৯ ভাগ প্রতিষ্ঠান ছিল এসএমই বহির্ভূত (১০.১% মাইক্রো ও ৬.৮% বৃহৎ) এবং মোট ঋণে এসএমই, বৃহৎ ও মাইক্রো প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান ছিল যথাক্রমে ৬৫.৮%, ৩৩.২% ও ১.০%। সুতরাং, কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তথ্য/উপাত্ত সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিক সচেতন হওয়ার পাশাপাশি ভুল রিপোর্টিং এর জন্য প্রচলিত শাস্তির আওতায় তাদেরকে শাস্তি প্রদানের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে।

এসএমই ঋণের প্রকৃত সুদ হার হ্রাসকরণ

৬.২৬ জরিপকৃত ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথ্য অনুযায়ী ২০১০ সালে এসএমই খাতে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ১০% এবং ২০%। উল্লেখ্য, সর্বনিম্ন ১০% সুদ হার কেবলমাত্র মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য প্রযোজ্য হলেও তাদের একটি অংশ এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। যার মুখ্য কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা না পাওয়া এবং এ বিষয়ে মহিলা উদ্যোক্তাদের অজ্ঞতাকে উল্লেখ করা যায়। উল্লেখ্য, জরিপকৃত এসএমই উদ্যোক্তাদের মধ্যে এসএমই খাতের উন্নয়নে মতামত প্রদানকারী উদ্যোক্তাদের শতকরা ২২.৬ ভাগ এসএমই ঋণের সুদ হার কমানোর ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন। সুতরাং, এসএমই খাতে প্রকৃত সুদ হার হ্রাসের মাধ্যমে সুদ হার ব্যবধান কমিয়ে আনতে এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য প্রযোজ্য ১০% সুদ হারের বিষয়টি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক-কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি মনিটরিং জোরদার করতে হবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৃহৎ আকার প্রতিষ্ঠানের ফরওয়ার্ড কিংবা ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা

৬.২৭ জরিপকৃত এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের শতকরা ১১.৭ ভাগ বৃহৎ কোন প্রতিষ্ঠানের ফরওয়ার্ড কিংবা ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের মতে, এর ফলে এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের বিদ্যমান অসম প্রতিযোগিতাও হ্রাস পাবে। সুতরাং, এ বিষয়ে শিল্প মালিকদের বিভিন্ন সংগঠনগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা রাখার পাশাপাশি সরকারি পদক্ষেপ প্রয়োজন।

জামানতবিহীন ঋণের সীমা বর্ধিতকরণ

৬.২৮ জরিপকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৩১.০ ভাগ শাখায় জামানতবিহীন ঋণ বিতরণ সুবিধা পরিলক্ষিত হয়েছে। উল্লেখ্য, জরিপকৃত এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এসএমই খাতের উন্নয়নে মতামত প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর শতকরা ৬.৯ ভাগ জামানতবিহীন ঋণের সীমা বৃদ্ধি ব্যাপারে মতামত দিয়েছেন। সুতরাং, অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জামানতবিহীন ঋণের পরিমাণ ও সীমা বৃদ্ধির জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে।

নারী উদ্যোক্তাদের গ্রুপ-ভিত্তিক ঋণ বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ

৬.২৯ জরিপকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখাগুলোর মাত্র শতকরা ১০.৪ ভাগ শাখায় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য গ্রুপ-ভিত্তিক ঋণ বিতরণ পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে, এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নারী উদ্যোক্তাদের গ্রুপ-ভিত্তিক ঋণ প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ গবেষণা

সীমিত ব্যাপ্তি

৬.৩০ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে দেশের ৩ লক্ষাধিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহণ করলেও জরিপ পরিচালনাকারী দল মাঠ পর্যায়ের মাত্র ৮০০টি প্রতিষ্ঠানের ঋণ কর্মকাণ্ডের ওপর জরিপ পরিচালনা করে।

সময় স্বল্পতা

৬.৩১ জরিপকৃত ৪৪টি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়, দেশের ৬৪টি জেলায় অবস্থিত তাদের ৪০০টি শাখা অফিস এবং উক্ত শাখা থেকে এসএমই ঋণ গ্রহণকারী ৮০০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সময় স্বল্পতার কারণে প্রতিটি উপ-টিমের প্রতিদিন ২টি ব্যাংক শাখা এবং তাদের ৪টি প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রশ্নমালাভিত্তিক সম্পূর্ণ সঠিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে। ফলে, সমীক্ষা টিম সম্পূর্ণ প্রশ্নমালাভিত্তিক সঠিক তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৪৫১টি নমুনা প্রতিষ্ঠানের এসএমই ঋণের উপর সার্বিক চিত্র তুলে ধরেছে। উল্লেখ্য, ছোট আকারের নমুনার (Sample Size) ওপর ভিত্তি করে রচিত এ সমীক্ষায় এসএমই ঋণের খাত, আকার, অঞ্চল ও লিঙ্গভিত্তিক পরিস্থিতির সঠিক চিত্র প্রতিফলিত নাও হতে পারে।

সীমিত পরিধি

৬.৩২ কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রণীত "ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি" শীর্ষক গাইডলাইনস্ অনুযায়ী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এসএমই ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তাদের নির্ধারিত ভবিষ্যৎ কৌশলগত লক্ষ্য হিসেবে অঞ্চল ও ক্লাস্টারভিত্তিক ঋণ বিতরণ কার্যক্রম আরও বিস্তৃতকরণের পাশাপাশি অধিক পরিমাণে নতুন ক্লাস্টার নির্বাচনের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রমকে আরও বহুমুখীকরণের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জরিপ টিম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালাসমূহে ক্লাস্টার সম্পর্কিত তথ্য না থাকায় আলোচ্য প্রতিবেদনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যায়নি। তবে, জরিপ টিমের কাছে মাঠ পর্যায়ে Cluster Development সম্পর্কে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মাঝে তেমন সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়নি। এছাড়াও, এ সমীক্ষাতে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়নকৃত প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত কোন তথ্যও ছিল না।

ভবিষ্যৎ গবেষণা

৬.৩৩ সমীক্ষা টিম কর্তৃক ৮০০ টি প্রতিষ্ঠানের ঋণ কর্মকাণ্ডের উপর জরিপ পরিচালনা করায় সামগ্রিকভাবে নমুনাটি সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম নমুনা চয়ন নাও হতে পারে। আবার, মাঠ পর্যায়ের জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্তের আলোকে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালাসহ প্রস্তুতকৃত সমীক্ষা প্রতিবেদনটি দেশের সকল অঞ্চলের জন্য সমভাবে প্রতিফলিত নাও হতে পারে। তবে, সময় ও বিস্তৃতির বিবেচনায় একে গ্রহণযোগ্য মানের নমুনা জরিপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপকভিত্তিক কভারেজের মাধ্যমে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে আরো ব্যাপক আকারে জরিপ পরিচালনার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ বিভিন্ন জেলার সম্ভাবনাময় ক্লাস্টার ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিস্থিতি নিয়ে ব্যাপক আকারে সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে Cluster Development এর জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান; এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন বিষয়ে বিস্তারিত সমীক্ষা পরিচালনা এবং খাত, আকার, অঞ্চল ও লিঙ্গভেদে এসএমই ঋণ পরিস্থিতির ওপর আরো ব্যাপকভিত্তিক সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে এসএমই ঋণের আর্থ-সামাজিক প্রভাবের পাশাপাশি দেশের জিডিপি'তে এসএমই ঋণের অবদান তুলে ধরতে পারে।

অধ্যায়-৭

কেইস স্টাডিসঃ এসএমই ঋণ গ্রহণকারী কতিপয় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবসা কার্যক্রমের ওপর প্রতিবেদন

৭.১ মেসার্স কোহিনুর এন্টারপ্রাইজ, নতুন হাট বাজার, কোতোয়ালী, যশোর।

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

৭.১.১ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং এটি একক মালিকানাধীন। এর আকার ক্ষুদ্র এবং এটি পল্লীভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি দেয়াড়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে নিবন্ধিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যালেন্সশীট নেই।

উদ্যোক্তা পরিচিতি

৭.১.২ এ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা মোসাঃ কহিনুর বেগম একজন নারী উদ্যোক্তা ও এসএসসি ডিগ্রীধারী। বর্তমানে তিনি সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ, যশোর শাখার গ্রাহক। তিনি ১৮ বছর যাবৎ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন এবং ব্যবসায় শুরুর পূর্বে এ ব্যবসা সম্পর্কে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করতে তিনি কোন প্রকার আর্থিক অনুদান পাননি।

প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

৭.১.৩ উদ্যোক্তার আয়ের অন্যতম উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উদ্যোক্তা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তার আয়ের একটি অংশ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করেন। যেমন- তিনি প্রতিষ্ঠানের আয় হতে বিধবাদের সহায়তা, স্যানিটারি ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা এবং গরীবদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করেন।

মূলধন কাঠামো

৭.১.৪ প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক মূলধন ছিল ১ হাজার টাকা যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১৭ লক্ষ টাকা।

অবকাঠামো

৭.১.৫ প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব ও ভাড়া করা উভয় জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ ভাল। এটি একটি শ্রমঘন প্রতিষ্ঠান এবং এর উৎপাদন পদ্ধতি ম্যানুয়াল। এখানে তথ্য/প্রযুক্তির ব্যবহার নেই। প্রতিষ্ঠানটি মূলতঃ স্থানীয় বাজার সৃষ্টিতে অবদান রাখছে।

জনবল

৭.১.৬ প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক জনবল ছিল ১ জন (উদ্যোক্তা নিজেই) যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২৬ জন। ২৬ জনের মধ্যে ১ জন কর্মকর্তা (উদ্যোক্তা নিজে) ও ২৫ জন কর্মচারী/শ্রমিক। আবার জনবলের ৭ জন পুরুষ ও ১৯ জন মহিলা। কর্মকর্তা হিসেবে উদ্যোক্তার মাসিক বেতন ১৫ হাজার টাকা। অপরদিকে, শ্রমিকদের মাসিক বেতন ৭ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা যা সরকার ঘোষিত বেতন-কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বেতন-কাঠামো বিবেচনায় কর্মকর্তা ও কর্মচারী/শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান ভাল। শ্রমিকদের বেতন বহির্ভূত সুবিধার মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা সুবিধা। কর্মরত জনবল দক্ষপ্রায় (semi-skilled)। উল্লেখ্য, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোক্তা কর্তৃক কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই, বরং নতুন নিয়োগকৃত জনবল অন্যদের দেখে দেখে কাজ শিখছে।

পণ্য/সেবা ও তার বাজারজাতকরণ

৭.১.৭ মূলতঃ একটি চাতাল ও একটি রাইস মিলের সমন্বয়ে গড়ে উঠা এ প্রতিষ্ঠানটি ধান থেকে চাল উৎপাদন ও বিক্রয় করে থাকে। পণ্য বাজারজাতকরণে উদ্যোক্তা নিজেই সরাসরি অবদান রাখছেন। পণ্য বাজারজাতকরণে উদ্যোক্তা যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তা নিম্নরূপ ঃ

- ❖ নগদে পণ্য ক্রয় করে বাকীতে পণ্য বিক্রয় যা সময়মতো ঋণ পরিশোধে সমস্যা সৃষ্টি করে।
- ❖ অটো রাইস মিলের সংগে তাকে অসম-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

৭.১.৮ ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংকই উদ্যোক্তার কাছে আসে এবং উদ্যোক্তাকে ব্যাংক ঋণ নিয়ে তার ব্যবসা সম্প্রসারণের পরামর্শ দেয়। পরবর্তীতে উদ্যোক্তা ঋণের শর্তাবলী জেনে শুনে নিজেই ব্যাংকের কাছে ঋণের জন্য আবেদন এবং ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণ পেতে উদ্যোক্তাকে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। প্রথম কিস্তি ঋণ পেতে তার ৩০ দিন সময় লেগেছে, যার মুখ্য কারণ ছিল সংশ্লিষ্ট শাখাকে তার প্রধান কার্যালয় হতে ঋণের অনুমোদন পেতে বিলম্ব হওয়া। উদ্যোক্তার ২০১০ ও ২০১১ সালে গৃহীত ঋণের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো (সারণি-৭.১)।

সারণি- ৭.১ ঃ প্রতিষ্ঠানের ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	ঋণের প্রকৃতি	ঋণের মেয়াদ	ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সুদ হার	সাল
১. সাউথ ইস্ট ব্যাংক, যশোর শাখা	চলতি মূলধন ঋণ	১ বছর	১০	১০.০০%	২০১০
২. -ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	১৫	-ঐ-	২০১১

উদ্যোক্তা কর্তৃক ২০১০ সালে সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ এর যশোর শাখা থেকে গৃহীত ঋণ (১০ লক্ষ টাকা) প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল হিসেবে ধান ক্রয়ে ব্যয় হয়েছে। তিনি নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করছেন। ২০১০ সালে সুদ-আসল বাবদ তিনি ৬.৫২ লক্ষ টাকা (৫.৭৭ লক্ষ টাকা আসল ও ০.৭৫ লক্ষ টাকা সুদ) পরিশোধ করেছেন। ২০১১ সালে তিনি একই ব্যাংক থেকে ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং ১৬.২৮ লক্ষ টাকা (১৪.৮০ লক্ষ টাকা আসল ও ১.৪৮ লক্ষ টাকা সুদ) ঋণ পরিশোধ করেছেন। ৩১/১২/২০১১ তারিখে সুদসহ প্রতিষ্ঠানটির ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৫.৩৯ লক্ষ টাকা। ঋণ সংক্রান্ত ব্যাপারে উদ্যোক্তা ঋণদাতা ব্যাংকের কাছে কোন পরামর্শ চাননি। উদ্যোক্তা তাঁর ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে কোন সম্পদ জমা রাখেননি। তবে, উদ্যোক্তার স্বামী ঋণের জামিনদার হয়েছেন। এসএমই ঋণের ব্যাপারে উদ্যোক্তার কোন মতামত নেই। তবে, ব্যাংক থেকে এসএমই ঋণ নিয়ে তিনি উপকৃত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ

৭.১.৯ প্রতিষ্ঠানটি অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে কোন ঋণ গ্রহণ করেনি।

প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিস্থিতি

৭.১.১০ প্রতিষ্ঠানটির ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ সালের ব্যবসা সংক্রান্ত সার্বিক চিত্র সারণি-৭.২ এ বর্ণিত হলো।

সারণি- ৭.২ ঃ প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবসা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১
মূলধন (ভূমি বাদে)	১০	১৩	১৭
ঋণের স্থিতি	-	১৫.৩০	১৫.৩৯
উৎপাদন/বিক্রয়	১৫০	২০০	৩০০
জনবল (সংখ্যায়)	১৫	২০	২৬
করপূর্ব মুনাফা	৩	৪	৬
কর পরবর্তী মুনাফা	২.৯৪	৩.৯৪	৫.৯৪
মোট আয়	১৫০	২০০	৩০০
মোট ব্যয়	১৪৭	১৯৬	২৯৪
সুদ ব্যয়	-	০.৭৫	১.৪৮
মজুরী	১৭	১৮	২০
ভাড়া পরিশোধ	০.৮৪	০.৮৪	০.৮৪

প্রতিষ্ঠানটির ২০১০ ও ২০১১ সালের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঋণ গ্রহণের পর প্রতিষ্ঠানটির মূলধন, আয় ও জনবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিচারে প্রতিষ্ঠানটি ঋণের টাকা সদ্ব্যবহার করেছে বলে প্রতীয়মান।

৭.২ মেসার্স ইসলাম বেকোলাইট, সদর রোড, বরগুনা।

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

৭.২.১ প্রতিষ্ঠানটি ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এটি একক মালিকানাধীন, ক্ষুদ্র আকারের এবং শহর কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান। এটি ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বরগুনা পৌরসভা হতে নিবন্ধিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের ব্যালেন্স শীট আছে। তবে, তা কোন অডিট ফার্ম হতে অডিটেড নয়।

উদ্যোক্তা পরিচিতি

৭.২.২ এ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা আলহাজ্ব সাহাব উদ্দিন আহমেদ এবং তিনি পঞ্চম শ্রেণী পাস। বর্তমানে তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর বরগুনা শাখার গ্রাহক। ব্যবসাটি (ইলেক্ট্রিক সরঞ্জামাদি উৎপাদন) তিনি প্রতিষ্ঠানটি ৪ বছর যাবৎ পরিচালনা করছেন এবং ব্যবসায় শুরুর পূর্বে এ ব্যবসা সম্পর্কে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করতে তিনি কোন প্রকার আর্থিক অনুদান পাননি।

প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

৭.২.৩ উদ্যোক্তার আয়ের মূল উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও উদ্যোক্তার স্কয়ার কনজুমার প্রোডাক্ট, বসুন্ধরা টিস্যু পেপার এবং রেমী স্পট ক্রীম এর ডিলারশীপ রয়েছে। উদ্যোক্তা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কাজ করতে চান এবং এ লক্ষ্যে তিনি যুবক ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিকস্ সরঞ্জামাদি উৎপাদন ও রপ্তানি করে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অবদান রাখতে চান।

মূলধন কাঠামো

৭.২.৪ প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক মূলধন ছিল ১.৫ লক্ষ টাকা যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৮০.০ লক্ষ টাকা।

অবকাঠামো

৭.২.৫ প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ মোটামুটি। এটি একটি শ্রমঘন প্রতিষ্ঠান এবং এর উৎপাদন পদ্ধতি ম্যানুয়াল। এখানে তথ্য/প্রযুক্তির ব্যবহার নেই। প্রতিষ্ঠানটি মূলত স্থানীয় বাজার সৃষ্টিতে অবদান রাখছে।

জনবল

৭.২.৬ প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক জনবল ছিল ৭ জন যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৪৫ জন। ৪৫ জনের মধ্যে ৫ জন কর্মকর্তা (উদ্যোক্তাসহ) ও ৪০ জন কর্মচারী/শ্রমিক। আবার, জনবলের ২০ জন পুরুষ ও ২৫ জন মহিলা। কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন ১২ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা। অপরদিকে, শ্রমিকদের মাসিক বেতন ২ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা। আলোচ্য বেতন-কাঠামো বিবেচনায় কর্মকর্তাদের জীবন যাত্রার মান ভাল আর শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান মোটামুটি। এছাড়া, শ্রমিকদের বর্তমান বেতন-কাঠামো সরকার ঘোষিত বেতন-কাঠামোর সাথে কিছুটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। শ্রমিকদের বেতন বহির্ভূত কোন সুবিধা নেই। কর্মরত জনবল দক্ষপ্রায় (semi-skilled)। তবে, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইনহাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

পণ্য/সেবা বাজারজাতকরণ

৭.২.৭ পণ্য বাজারজাতকরণে উদ্যোক্তা নিজেই সরাসরি অবদান রাখছেন। তবে, পণ্য বাজারজাতকরণে উদ্যোক্তা প্রধানতঃ যে অসুবিধার সম্মুখীন হন তা নিমরূপ ঃ

- ❖ মাঠ পর্যায়ের বিক্রয় প্রতিনিধিদের মনিটরিং সমস্যা;

❖ পণ্য পরিবহনে যথাসময়ে যানবাহন না পাওয়া; এবং
❖ অধিক পরিবহন ব্যয় ।

প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

৭.২.৮ উদ্যোক্তা ঋণের শর্তাবলী জেনে শুনে নিজেই ব্যাংকের কাছে ঋণের জন্য আবেদন এবং ঋণ গ্রহণ করেন । ঋণ পেতে উদ্যোক্তাকে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি । প্রথম কিস্তি ঋণ পেতে তার ১৪ দিন সময় লেগেছে । উদ্যোক্তা কর্তৃক ২০০৯ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত গৃহীত ঋণের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো (সারণি-৭.৩) ।

সারণি- ৭.৩ ঃ প্রতিষ্ঠানের ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	ঋণের প্রকৃতি	ঋণের মেয়াদ	ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	লাভের হার	সাল
১.ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	বাইমুরাবাহা (হাইপো)	১ বছর	১২.০০	১৩.০০%	২০০৯
২. -ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	১৫.০০	-ঐ-	২০১০
২. -ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	২৩.০০	১৬.০০%	২০১১

উদ্যোক্তা ২০১০ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর বরগুনা শাখা থেকে গৃহীত ঋণ (১৫ লক্ষ টাকা) প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল (প্লাস্টিক পাউডার, রেজিন, তামার রড, ইত্যাদি) ক্রয়ে ব্যয় করেছে । তিনি নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করছেন । ২০১০ সালে লাভ-আসল বাবদ তিনি ১৬.৯৩ লক্ষ টাকা (১৫.০ লক্ষ টাকা আসল ও ১.৯৩ লক্ষ টাকা লাভ) পরিশোধ করেছেন । ২০১১ সালে তিনি একই ব্যাংক থেকে ২৩.০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং ২৬.৬৮ লক্ষ টাকা (২৩.০ লক্ষ টাকা আসল ও ৩.৬৮ লক্ষ টাকা লাভ) ঋণ পরিশোধ করেছেন । ৩১/১২/২০১১ তারিখে লাভসহ প্রতিষ্ঠানটির ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২৩.০ লক্ষ টাকা । ঋণ সংক্রান্ত ব্যাপারে উদ্যোক্তা ঋণদাতা ব্যাংকের কাছে কোন পরামর্শ চাননি । উদ্যোক্তা তার ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে জমি বন্ধক দিয়েছেন । এছাড়া, একজন ব্যক্তিগত জামিনদার রয়েছে । উদ্যোক্তার এসএমই ঋণ বিষয়ে মতামত ছিল নিম্নরূপঃ

❖ ঋণের লাভের হার বেশি;এবং
❖ চাহিদার তুলনায় ঋণ পর্যাপ্ত নয় ।

অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ

৭.২.৯ প্রতিষ্ঠানটি অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে কোন ঋণ গ্রহণ করেনি ।

প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিস্থিতি

৭.২.১০ প্রতিষ্ঠানটির ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ সালের ব্যবসা সংক্রান্ত সার্বিক চিত্র সারণি-৭.৪ এ বর্ণিত হলো ।

সারণি- ৭.৪ ঃ প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবসা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১
মূলধন (ভূমি বাদে)	৬১	৭২	৮০
ঋণের স্থিতি	১২	১৫	২৩
উৎপাদন/বিক্রয়	৩৮	৪১	৮৬
জনবল (সংখ্যায়)	২০	২৫	৪৫
করপূর্ব মুনাফা	১	২	৪
কর পরবর্তী মুনাফা	০.৯৮	১.৯৮	৩.৯৭
মোট আয়	৩৮	৪১	৮৬
মোট ব্যয়	৩৭	৩৯	৮২
মুনাফা ব্যয়	১.৫৬	১.৯৫	৩.৬৮
মজুরী	১১.৬২	১৩.৭০	১৪.৭০
ভাড়া পরিশোধ (ভূমি/যন্ত্রপাতি ব্যবহারে)	--	--	--

প্রতিষ্ঠানটির ২০১০ ও ২০১১ সালের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঋণ গ্রহণের পর প্রতিষ্ঠানটির মূলধন, জনবল, আয় ও মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিচারে বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর তার ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পরিধি বৃদ্ধি করার কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং, সমীক্ষা টিমের সার্বিক মূল্যায়নে প্রতিষ্ঠানটির ঋণের অর্থ সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়েছে বলে প্রতীয়মান। এক্ষেত্রে, ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের মনিটরিং বৃদ্ধিসহ প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঋণের সীমা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৭.৩ মেসার্স ফ্যাশন ডিজাইনিং এন্ড প্রিন্টিং, বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি, শ্যামলী, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

৭.৩.১ প্রতিষ্ঠানটি ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এটি যৌথ মালিকানাধীন, ক্ষুদ্র আকার এবং শহর কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন হতে নিবন্ধিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের অডিটেড ব্যালেন্স শীট আছে।

উদ্যোক্তা পরিচিতি

৭.৩.২ এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা জাফরুল ইসলাম (খোকন) এবং তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। বর্তমানে তিনি উত্তরা ব্যাংক লিঃ এর শ্যামলী শাখা, ঢাকা, এর গ্রাহক। ব্যবসাটি (তৈরি পোশাকের প্রিন্টিং) তিনি ১২ বছর যাবৎ পরিচালনা করছেন এবং ব্যবসা শুরুর পূর্বে এ ব্যবসা সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করতে তিনি কোন প্রকার আর্থিক অনুদান পাননি।

প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

৭.৩.৩ উদ্যোক্তাদের আয়ের মূল উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উদ্যোক্তাগণ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কাজ করতে চান এবং এ লক্ষ্যে তারা বেকার ছেলে-মেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বিশেষ করে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে/মেয়ে যারা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে অথবা অর্থের অভাবে পড়াশোনা চালাতে পারছে না তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজের ব্যবস্থা করছেন, যাতে করে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় হ্রাস পায়।

মূলধন কাঠামো

৭.৩.৪ প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক মূলধন ছিল ৩.০ লক্ষ টাকা যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১২৯.৭২ লক্ষ টাকা।

অবকাঠামো

৭.৩.৫ প্রতিষ্ঠানটি ভাড়া বাড়ির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর বার্ষিক ভাড়ার পরিমাণ ১২.৬০ লক্ষ টাকা। প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ ভাল। এটি একটি শ্রমঘন প্রতিষ্ঠান এবং এর উৎপাদন পদ্ধতি ম্যানুয়াল। তবে, এখানে তথ্য/প্রযুক্তির ব্যবহার আছে। প্রতিষ্ঠানটি তৈরি পোশাক শিল্পের ফরোয়ার্ড লিংকেজ হিসেবে পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টিতে অবদান রাখছে।

জনবল

৭.৩.৬ প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক জনবল ছিল ৩০ জন যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১২৭ জন। ১২৭ জনের মধ্যে ৭ জন কর্মকর্তা (উদ্যোক্তাসহ) ও ১২০ জন কর্মচারী/শ্রমিক। আবার, জনবলের ৪২ জন পুরুষ ও ৪৫ জন মহিলা এবং শিশু ৪০ জন। কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন ১০ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা। অপরদিকে, শ্রমিকদের মাসিক বেতন ৩ হাজার থেকে ৬ হাজার টাকা। আলোচ্য বেতন-কাঠামো বিবেচনায় কর্মকর্তাদের জীবন যাত্রার মান ভাল আর শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান মোটামুটি। এছাড়া, শ্রমিকদের বর্তমান বেতন-কাঠামো সরকার ঘোষিত বেতন-কাঠামোর সাথে কিছুটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। শ্রমিকদের বেতন বহির্ভূত সুবিধার মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান। কর্মরত জনবল দক্ষপ্রায় (semi-skilled)। তবে, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইনহাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

পণ্য/সেবা বাজারজাতকরণ

৭.৩.৭ উদ্যোক্তা নিজেই পণ্য বাজারজাতকরণে সরাসরি অবদান রাখছেন। এক্ষেত্রে, তিনি যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তা নিম্নরূপঃ

অনেক সময় গার্মেন্টস্ মালিক কর্তৃক অর্ডার ডেলিভারি নেয়ার পর বিল পরিশোধ না করা;
চেকে পেমেন্ট দিলে ক্যাশ হতে সময় বেশি লাগা (হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা না থাকার কারণে); এবং
পেমেন্ট পেতে বিলম্ব হওয়া; ইত্যাদি ।

প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

৭.৩.৮ উদ্যোক্তা ঋণের শর্তাবলী জেনে শুনে নিজেই ব্যাংকের কাছে ঋণের জন্য আবেদন করেন এবং ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণ পেতে উদ্যোক্তাকে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। তবে, প্রথম কিস্তি ঋণ পেতে তার ২ মাস ১৭ দিন সময় লেগেছে জমি বন্ধকী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে। আলোচ্য উদ্যোক্তা কর্তৃক ২০০৯ হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত গৃহীত ঋণের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো (সারণি-৭.৫)।

সারণি- ৭.৫ ঃ প্রতিষ্ঠানের ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	ঋণের প্রকৃতি	ঋণের মেয়াদ	ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সুদ হার	সাল
১. উত্তরা ব্যাংক লিঃ, শ্যামলী শাখা	সিসি (হাইপো)	১ বছর	২০.০০	১৬.০০%	২০০৯
২. -ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	১৫.০০%	২০১০
৩. -ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	১৭.০০%	২০১১

উদ্যোক্তার ২০১০ সালে উত্তরা ব্যাংক লিঃ, শ্যামলী শাখা থেকে গৃহীত ঋণ (২০.০ লক্ষ টাকা) প্রতিষ্ঠানের পণ্যসামগ্রী ক্রয় ও শ্রমিকদের বেতন পরিশোধে ব্যয় হয়েছে। তিনি নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করছেন। ২০১০ সালে সুদ-আসল বাবদ তিনি ২১.০৩ লক্ষ টাকা (২০.০ লক্ষ টাকা আসল ও ১.০৩ লক্ষ টাকা সুদ) পরিশোধ করেছেন। ২০১১ সালে তিনি একই ব্যাংক থেকে ২০.০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং ২২.৫২ লক্ষ টাকা (২০.০ লক্ষ টাকা আসল ও ২.৫২ লক্ষ টাকা সুদ) ঋণ পরিশোধ করেছেন। ৩১/১২/২০১১ তারিখে সুদসহ প্রতিষ্ঠানটির ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৭.২৬ লক্ষ টাকা। ঋণ সংক্রান্ত ব্যাপারে উদ্যোক্তা ঋণদাতা ব্যাংকের কাছে কোন পরামর্শ চাননি। প্রতিষ্ঠানটি ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে জমি বন্ধক দিয়েছে। এছাড়া, দু'জন ব্যক্তিগত জামিনদার রয়েছে। এসএমই ঋণদান নীতিমালা সম্পর্কে উদ্যোক্তার মতামত ছিল নিম্নরূপঃ

গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণসীমা বৃদ্ধি করা হলে উৎপাদন সর্বোচ্চ করা সম্ভব;
ঋণের সুদের হার যৌক্তিকীকরণ অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষে সুদের হার হ্রাস, যাতে উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন খরচ সহনীয় পর্যায়ে থাকে;
রপ্তানি পণ্যের জন্য ব্যাংকের জামানতের বিষয়টি আরও নমনীয় করা; ইত্যাদি ।

অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ

৭.৩.৯ প্রতিষ্ঠানটি অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে কোন ঋণ গ্রহণ করেনি ।

প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিস্থিতি

৭.৩.১০ প্রতিষ্ঠানটির ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ সালের ব্যবসা সংক্রান্ত সার্বিক চিত্র সারণি-৭.৬ এ বর্ণিত হলো ।

সারণি- ৭.৬ ঃ প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবসা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১
মূলধন (ভূমি বাদে)	১০৩.২৩	১০৯.৩৯	১২৯.৭২
ঋণের স্থিতি	১৬.৬৮	৭.৩৩	১৭.২৬
উৎপাদন/বিক্রয়	২৬৫.৩৪	২৭৫.৬১	২৮৫.৪১
জনবল (সংখ্যায়)	১১৩	১২০	১২৭
রপ্তানি	২৬৫.৩৪	২৭৫.৬১	২৮৫.৪১
করপূর্ব মুনাফা	১৫.৫২	২০.৫৪	২৫.৩৫
কর পরবর্তী মুনাফা	১৫.৪৫	২০.৪৫	২৫.৩৫
মোট আয়	২৬৫.৩৪	২৭৫.৬১	২৮৫.৪১
মোট ব্যয়	২৪৯.৮২	২৫৫.০৭	২৬০.০৬
সুদ ব্যয়	২.৩২	১.৪৩	২.৫২
মজুরী	৫৬.১৬	৬১.২০	৭০.৬৮
ভাড়া পরিশোধ (ভূমি/যন্ত্রপাতি ব্যবহারে)	১২.৬০	১২.৬০	১২.৬০

প্রতিষ্ঠানটির ২০১০ ও ২০১১ সালের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঋণ গ্রহণের পর প্রতিষ্ঠানটির মূলধন, জনবল, বিক্রয় ও মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, প্রবৃদ্ধির হার ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এ সময় উৎপাদন/বিক্রয় বৃদ্ধির কারণে প্রতিষ্ঠানটির মূলধন বৃদ্ধি পেলেও তার বকেয়া ঋণের স্থিতি বৃদ্ধি পাওয়ার মুখ্য কারণ হিসেবে উত্তরা ব্যাংক লিঃ থেকে গৃহীত ঋণের অর্থ দিয়ে ইতোপূর্বে গৃহীত এইচএসবিসি'র ঋণ পরিশোধ করাকে উল্লেখ করা যায়। সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিচারে প্রতিষ্ঠানটির ঋণের অর্থ সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়নি বলে প্রতীয়মান। এক্ষেত্রে, ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের মনিটরিং বৃদ্ধিসহ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তার ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৭.৪ মেসার্স তামিম এন্ড তাহমিদ এন্টারপ্রাইজ, ছাতক , সুনামগঞ্জ।

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

৭.৪.১ প্রতিষ্ঠানটি ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এটি একটি একক মালিকানাধীন, ক্ষুদ্র আকার এবং শহর কেন্দ্রিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় পৌরসভা হতে নিবন্ধিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের ব্যালেন্স-শীট আছে। তবে, তা অডিটেড নয়।

উদ্যোক্তা পরিচিতি

৭.৪.২ এ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা মোঃ সাইফুর রহমান এবং তিনি এইচএসসি ডিগ্রীধারী। বর্তমানে, তিনি ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড, ছাতক শাখা, সুনামগঞ্জ জেলার গ্রাহক। ব্যবসাটি তিনি ১০ বছর যাবৎ পরিচালনা করছেন এবং ব্যবসা শুরুর পূর্বে এ ব্যবসা সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করতে তিনি কোন প্রকার আর্থিক অনুদান পাননি।

প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

৭.৪.৩ প্রতিষ্ঠানটি উদ্যোক্তার আয়ের মূল উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে, এ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও উদ্যোক্তার সিমেন্ট বিক্রির ব্যবসাও রয়েছে। বর্তমানে উদ্যোক্তার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কাজ করার কোন পরিকল্পনা নেই।

মূলধন কাঠামো

৭.৪.৪ প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক মূলধন ছিল ৫০.০ লক্ষ টাকা যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১০০.০ লক্ষ টাকা।

অবকাঠামো

৭.৪.৫ প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ মোটামুটি। এখানে তথ্য/প্রযুক্তির ব্যবহার নেই। প্রতিষ্ঠানটি দেশব্যাপী বাজার সৃষ্টিতে অবদান রাখছে।

জনবল

৭.৪.৬ প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক জনবল ছিল ২ জন যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৬ জন। ৬ জনের মধ্যে ১ জন কর্মকর্তা (উদ্যোক্তা নিজে) ও ৫ জন কর্মচারী/শ্রমিক। জনবলের ৬ জনই পুরুষ। উদ্যোক্তা মাসিক বেতন হিসেবে ৮ হাজার টাকা নেন। অপরদিকে, শ্রমিকদের মাসিক বেতন ৫ হাজার থেকে ৬ হাজার টাকা। আলোচ্য বেতন-কাঠামো বিবেচনায় কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান ভাল। এছাড়া, শ্রমিকদের বর্তমান বেতন-কাঠামো সরকার ঘোষিত বেতন-কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। শ্রমিকদের বেতন বহির্ভূত কোন সুবিধা প্রদান করা হয় না এবং এদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

পণ্য/সেবা ও তার বাজারজাতকরণ

৭.৪.৭ প্রতিষ্ঠানটি মূলতঃ চুনাপাথর ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। উদ্যোক্তা নিজেই পণ্য বাজারজাতকরণে সরাসরি অবদান রাখছেন। এক্ষেত্রে, তিনি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন না।

প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

৭.৪.৮ উদ্যোক্তা ঋণের শর্তাবলী জেনে শুনে নিজেই ব্যাংকের কাছে ঋণের জন্য আবেদন এবং ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণ পেতে উদ্যোক্তাকে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। প্রথম কিস্তি ঋণ পেতে তার ২১ দিন সময় লেগেছে। উদ্যোক্তা কর্তৃক ২০১০ ও ২০১১ সালে গৃহীত ঋণের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো (সারণি-৭.৭)।

সারণি- ৭.৭ ঃ প্রতিষ্ঠানের ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	ঋণের প্রকৃতি	ঋণের মেয়াদ	ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সুদ হার	সাল
১. ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	সিসি (হাইপো)	১ বছর	৩০	১৩.০০%	২০১০
২. -ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	৫০	১৬.০০%	২০১১

উদ্যোক্তা ২০১০ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড, ছাতক, সুনামগঞ্জ থেকে গৃহীত ঋণ (৩০ লক্ষ টাকা) প্রতিষ্ঠানের পণ্যসামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় হয়েছে। তিনি নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করছেন। ২০১০ সালে তিনি ০.১১ লক্ষ টাকা (পুরোটাই সুদ) পরিশোধ করেছেন। ২০১১ সালে তিনি একই ব্যাংক থেকে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ এবং ৫৩.২৮ লক্ষ টাকা (৫০.০ লক্ষ টাকা আসল ও ৩.২৮ লক্ষ টাকা সুদ) ঋণ পরিশোধ করেছেন। ৩১/১২/২০১১ তারিখে সুদসহ প্রতিষ্ঠানটির ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৪৬.৪৩ লক্ষ টাকা। ঋণ সংক্রান্ত ব্যাপারে উদ্যোক্তা ঋণদাতা ব্যাংকের কাছ থেকে পরামর্শ নেন। প্রতিষ্ঠানটি তাঁর ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে জমি (৬২ শতাংশ) বন্ধক দিয়েছেন। উদ্যোক্তা এসএমই ঋণের সুদের হার কমানোর জন্য মত দিয়েছেন।

অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ

৭.৪.৯ প্রতিষ্ঠানটি অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে কোন ঋণ গ্রহণ করেনি।

প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিস্থিতি

৭.৪.১০ প্রতিষ্ঠানটির ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ সালের ব্যবসা সংক্রান্ত সার্বিক চিত্র সারণি-৭.৮ এ বর্ণিত হলো।

সারণি- ৭.৮ ঃ প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবসা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১
মূলধন (ভূমি বাদে)	৮০	১০০	১০০
ঋণের স্থিতি	০	৯.৩২	৪৬.৪৩
উৎপাদন/বিক্রয়	২০০	৩০০	৩৫০
জনবল (সংখ্যায়)	৫	৫	৬
করপূর্ব মুনাফা	১৭.০৫	২৬.৩৪	২৮.৮১
কর পরবর্তী মুনাফা	১৪.৫০	২২.৪০	২৪.৫০
মোট আয়	২০০	৩০০	৩৫০
মোট ব্যয়	১৮৩	২৭৩.৫	৩২১
সুদ ব্যয়	০	০.১১	৩.২৮
মজুরী	৪.৫০	৫.৬৪	৫.৮০
ভাড়া পরিশোধ	০.৩৬	০.৩৬	০.৩৬

আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির মূলধন অপরিবর্তিত থাকা এবং বকেয়া ঋণের স্থিতি গৃহীত ঋণের কাছাকাছি হওয়ার কারণ হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানের মুনাফার (করপরবর্তী মুনাফা) অর্থ তার অন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়েছে বলেই প্রতীয়মান। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠানটির ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ব্যাপক বৃদ্ধি পেলেও বিক্রয় সে তুলনায় বৃদ্ধি পায়নি। সুতরাং, সমীক্ষা টিমের সার্বিক মূল্যায়নে প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক গৃহীত বর্ধিত ঋণের টাকা ব্যবসা বিকাশে আংশিক ব্যবহৃত হয়েছে বলেই প্রতীয়মান। এক্ষেত্রে ঋণদাতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের মনিটরিং তৎপরতা বাড়াতে হবে।

সংযোজনী-১

প্রশ্নমালা 'ক-সেট'

[নমুনা ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয়ের জন্য]

ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

১। এসএমই বিভাগ/ এসএমই ঋণ খাতের দায়িত্ব প্রাপ্ত মুখ্য কর্মকর্তা সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক) কর্মকর্তার নাম ঃ
খ) পদবী ঃ
গ) শিক্ষাগত যোগ্যতা (Total number of years of formal education) ঃ _____বছর
ঘ) কর্মরত পদে দায়িত্বকাল ঃ_____বছর_____মাস
ঙ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ (যদি থাকে) ঃ_____মাস_____দিন
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা ঃ_____বছর

২। এসএমই ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক) এসএমই ঋণ সংক্রান্ত নিজস্ব নীতিমালা আছে কি-না? ☐ আছে ☐ নেই
থাকলে, এসএমই ঋণ সংক্রান্ত নিজস্ব নীতিমালা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করুন।

খ) এসএমই ঋণের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পদ্ধতির সূচকগুলো কি কি?

১.	৪.
২.	৫.
৩.	৬.

গ) আঞ্চলিক/বিভাগীয় পর্যায়ে এসএমই ঋণের তদারকি ব্যবস্থা আছে কি-না? ☐ আছে ☐ নেই
থাকলে, তা কিরূপ, ব্যাখ্যা করুন:

ঘ) ২০১০ সালে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে এসএমই ঋণের সাথে সম্পর্কিত লোকবলের সংখ্যা কত ছিল এবং তা মোট জনবলের শতকরা কত ভাগ?_____জন; মোট জনবলের _____%

ঙ) ২০১০ সালে এসএমই ঋণ বিতরণকারী শাখা/সেন্টারের সংখ্যা কত ছিল ও তা মোট শাখার শতকরা কত ভাগ?
_____টি; মোট শাখার _____%
সব শাখা থেকে এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয় কি-না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

চ) ঋণ বিতরণে খাত, আকার, অঞ্চল কিংবা লিঙ্গ ভেদে কোন অগ্রাধিকার আছে কি-না? ☐ আছে ☐ নেই
থাকলে তার বর্ণনা দিন (খাত, আকার, অঞ্চল ও লিঙ্গসহ) ঃ

ছ) ঋণ আদায়ে খাত, আকার, অঞ্চল কিংবা লিঙ্গ ভেদে কোন তারতম্য আছে কি-না? ☐ আছে ☐ নেই
থাকলে, তার বর্ণনা দিন:

জ) এসএমই ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন অর্থাৎ আপনার ব্যাংক ব্যবসায় এ কার্যক্রম কতখানি অবদান রাখছে (৩১-১২-২০১০ ভিত্তিক)? মোট ঋণ ও অগ্রিমের_____%; মুনাফার_____%

ঝ) আপনার মতে ভবিষ্যতে এ ঋণ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের প্রয়োজন আছে কি-না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

হ্যাঁ হলে, এ সংক্রান্ত আপনাদের ভবিষ্যৎ কৌশলগত লক্ষ্য (strategic goal) কি?

৩। এসএমই ঋণের বর্তমান পরিস্থিতিঃ

ক) ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সালে এসএমই ঋণ সংক্রান্ত তথ্য (পৃথক সালের জন্য পৃথক ছক ব্যবহার করুন) (লক্ষ টাকায়)

বিররণ	খাত			আকার		মহিলা উদ্যোক্তা	অঞ্চল	
	শিল্প	ব্যবসা	সেবা	ক্ষুদ্র	মাঝারি		শহর	পল্লী
বিতরণ								
আদায়								
মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ								
শ্রেণীকৃত ঋণ								
ঋণ স্থিতি								

খ) ২০১০ সালে বিতরণকৃত ঋণের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তালিকা (প্রয়োজনে পৃথক সংযোজনী ব্যবহার করুন এবং ছকটির সফ্‌ট কপি mahfuz_162@yahoo.com ঠিকানায় ইমেইল করুন)

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	জেলা	২০১০ সালে ঋণ বিতরণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	২০১০ সালে ঋণ আদায়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)

৪। এসএমই ঋণ গ্রহীতাসংক্রান্ত তথ্যঃ

ক) আপনাদের এসএমই ঋণ গ্রহীতা নির্বাচনের মূল পদ্ধতি কী?

☐ উদ্যোক্তাদের ব্যাংকে আসা ☐ মাঠ পর্যায়ে গিয়ে উদ্যোক্তা খোঁজা

খ) সাধারণত আপনাদের প্রতিষ্ঠানে ঋণ আবেদন ও মঞ্জুরীর মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?_____মাস _____দিন

গ) সাধারণত আপনাদের প্রতিষ্ঠানে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?_____মাস _____ দিন

ঘ) ২০১০ সালে এসএমই ঋণের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা এবং ঋণ মঞ্জুরীকৃত আবেদনকারীর সংখ্যা কত?

_____আবেদনকারীর সংখ্যা_____মঞ্জুরীকৃত ঋণের সংখ্যা

ঙ) আবেদন মঞ্জুর করা হয়নি, এমন আবেদনকারীর আবেদনে কি কি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে?

১.	৪.
২.	৫.
৩.	৬.

চ) এসএমই ঋণের আবেদনের একটি ফরম এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করুন।

ছ) ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সালে বিতরণকৃত খাতভিত্তিক এসএমই ঋণের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করুন:

সাল	খাত			আকার		মহিলা উদ্যোক্তা	অঞ্চল	
	শিল্প	ব্যবসা	সেবা	ক্ষুদ্র	মাঝারি		শহর	পল্লী
২০০৮								
২০০৯								
২০১০								

৫। এসএমই ঋণের সুদ সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক) এসএমই ঋণের খাতভিত্তিক বর্তমান সুদ হার নিম্নে উল্লেখ করুন:

খাত	সুদ হার
১. শিল্প	
২. ব্যবসা	
৩. সেবা	

খ) ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সালে এসএমই ঋণের খাত ভিত্তিক সুদ হার (weighted average) ঃ

(শতকরা হার)

সাল	শিল্প	ব্যবসা	সেবা	মোট
২০০৮				
২০০৯				
২০১০				

গ) প্রচলিত সুদ হার ব্যতীত অন্য কোন সার্ভিস চার্জ আরোপ করা হয় কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না

হ্যাঁ হলে, উৎসভিত্তিক চার্জের পরিমাণ উল্লেখ করুন:

সার্ভিস/অন্যান্য চার্জের উৎস	পরিমাণ (টাকা)/হার (%)

ঘ) সুদ হার নির্ধারণে মূল বিবেচ্য বিষয়গুলো কি কি?

১. ২. ৩.	৪. ৫. ৬.

ঙ) ঋণ গ্রহীতার ব্যবসার আকার, অঞ্চল, লিঙ্গ কিংবা উদ্যোক্তা ভেদে সুদ হারে কোন তারতম্য আছে কি-না?

☐ আছে ☐ নেই

থাকলে, বিবরণ দিন

৬। এসএমই ঋণের সঠিক বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক) আপানার প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত এসএমই ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইনস এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি-না?

☐ হ্যাঁ ☐ না

খ) এসএমই ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক এ ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে আপনাদের কোন নিজস্ব পদ্ধতি আছে কি-না? ☐ আছে ☐ নেই

থাকলে, বিবরণ দিন / না থাকলে, এ ব্যাপারে আপনাদের করণীয় সম্পর্কে মতামত কী:

৭। এসএমই ঋণ পরিদর্শন সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক) কিভাবে এসএমই ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়?

খ) এসএমই ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত যাচাইকরণে আপনাদের কোন পরিদর্শন টিম আছে কি- না?

☐ আছে ☐ নেই

থাকলে, তাদের কার্যক্রম কিরূপ এবং উক্ত টিমের পরামর্শ বাস্তবায়নে আপনারা কতটুকু আন্তরিক?

গ) ২০১০ সালে পরিদর্শনকৃত এসএমই ঋণগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :_____টি । উক্ত পরিদর্শনে কোন ধরনের অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে কি-না? হলে, তার ধরন ও দূরীকরণে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে?

অনিয়মের ধরন	গৃহীত পদক্ষেপ
১.	
২.	
৩.	
৪.	

ঘ) এসএমই ঋণ পরিদর্শনে সমস্যা/প্রতিবন্ধকতা থাকলে সেগুলো কি কি?

সমস্যা/প্রতিবন্ধকতার বিবরণ
১.
২.
৩.
৪.

ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন টিম আপনাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত এসএমই ঋণ সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত নিয়মিতভাবে যাচাই করছে কি-না? ☐ করছে ☐ করছে না

করলে, সেক্ষেত্রে কোন ধরনের অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে কি-না? হলে, এ অনিয়ম দূরীকরণে কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন?

অনিয়মের ধরন	গৃহীত পদক্ষেপ
১.	
২.	
৩.	
৪.	

চ) বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন টিমের কার্যক্রম সম্পর্কে আপনাদের কোন পরামর্শ আছে কি-না?

৮ । এসএমই ঋণের পুনঃঅর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক) এসএমই ঋণ বিতরণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা সম্পর্কে আপনাদের ধারণা আছে কি?

☐ আছে ☐ নেই

খ) এসএমই ঋণ বিতরণের বিপরীতে আপনার প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কোন পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করেছে কি-না? করলে, ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সালে আপনার প্রতিষ্ঠান কৃর্তক গৃহীত পুনঃঅর্থানের পরিমাণ কত?

(কোটি টাকায়)

সাল	খাত			আকার		মহিলা উদ্যোক্তা	অঞ্চল	
	শিল্প	ব্যবসা	সেবা	ক্ষুদ্র	মাঝারি		শহর	পল্লী
২০০৮								
২০০৯								
২০১০								

গ) আলোচ্য পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা এসএমই ঋণ কার্যক্রমে কতটুকু অবদান রাখছে বলে আপনি মনে করেন? বাংলাদেশ ব্যাংকের এ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা সম্প্রসারণে আপনার কোন পরামর্শ আছে কি? থাকলে, উল্লেখ করুন ।

৯। মেয়াদি শিল্প ঋণ সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক) ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সালে আকারভিত্তিক মেয়াদি শিল্প ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের পরিমাণ কত ছিল?

(লক্ষ টাকায়)

সাল	বৃহৎ আকার		মাঝারি আকার		ক্ষুদ্র আকার	
	মঞ্জুরী	বিতরণ	মঞ্জুরী	বিতরণ	মঞ্জুরী	বিতরণ
২০০৮						
২০০৯						
২০১০						

খ) ২০১০ সালে মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণকৃত বৃহৎ আকার শিল্পের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তালিকা:

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	জেলা	ঋণ বিতরণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১.		
২.		
.....		

১০। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ঋণ সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক) নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আপনাদের কি কি এসএমই ঋণ সুবিধা রয়েছে?

খ) আপনাদের প্রতিষ্ঠানে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ঋণ বিতরণে সহায়তা প্রদানের জন্য পৃথক কোন সার্ভিস ডেস্ক আছে কি-না? ☐ আছে ☐ নেই থাকলে, তার সংখ্যা উল্লেখ করুন ঃ _____

গ) নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালাগুলো পরিপালিত হচ্ছে কি-না?

☐ হচ্ছে ☐ হচ্ছে না

ঘ) এ পর্যন্ত জামানত বিহীন ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণকারী নারী উদ্যোক্তা সংক্রান্ত তথ্য দিন:

ঋণের আকার	উদ্যোক্তার সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত		
৫ লক্ষের উর্ধ্বে কিন্তু, ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত		
১৫ লক্ষের উর্ধ্বে কিন্তু, ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত		

ঙ) নারী উদ্যোক্তাদের প্রদত্ত এসএমই ঋণের সুদ হার কত? ঃ %

চ) নারী উদ্যোক্তাদের গ্রুপভিত্তিক ঋণ দেয়া হয়েছে কি-না? ☐ হয়েছে ☐ হয়নি; হয়ে থাকলে, এরূপ ঋণের সংখ্যা কতটি?ঃ _____ টি ।

১১। আপনার প্রতিষ্ঠান এসএমই ঋণ সংক্রান্ত মেলা/সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছে কি-না? করলে, এ পর্যন্ত কতটি মেলা/সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছে ? _____টি (শিরোনাম, তারিখ ও স্থান উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা সংযুক্ত করুন)

১২। এসএমই ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে চেম্বার/এসোসিয়েশনগুলোর সাথে কোন ধরনের সংশ্লিষ্টতা আছে কি-না? থাকলে, তা এসএমই ঋণ কার্যক্রমে কিভাবে ভূমিকা রাখছে।

১৩। এসএমই ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার সার্বিক মূল্যায়ন (সুবিধা, অসুবিধা, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ইত্যাদি) তুলে ধরুন।

তথ্য সমন্বয়কারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও সিল
তারিখ:

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/এসএমই প্রধানের স্বাক্ষর
ও সিল
তারিখ:

সংযোজনী-২

প্রশ্নমালা 'ক-সেট'

[নমুনা ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখা অফিসসমূহের জন্য]

ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নামঃ

শাখাঃ	**জেলাঃ**
ব্যবস্থাপকের নামঃ	
ফোন নম্বরঃ	**ফ্যাক্স নম্বরঃ**

১। শাখার এসএমই সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত লোকবল সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক) শাখার এসএমই ঋণ বিতরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সম্পর্কিত তথ্য ঃ

১. কর্মকর্তার নাম ঃ
২. পদবী ঃ
৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা (Total number of years of formal education) ঃ _____বছর
৪. কর্মরত পদে দায়িত্বকাল ঃ_____বছর _____মাস
৫. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ (যদি থাকে) ঃ_____মাস _____দিন
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা ঃ _____বছর

খ) শাখায় কর্মরত লোকবল:_____জন

গ) এসএমই ঋণ সংক্রান্ত কাজে কর্মরত লোকবল: _____জন

ঘ) এসএমইতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কি অন্য কোন কাজে সম্পৃক্ত রয়েছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না

ঙ) শাখায় কর্মরত এসএমই বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সংখ্যা:_____জন

প্রশিক্ষণসমূহের শিরোনাম উল্লেখ করুন:

১.
২.
৩.
৪.
৫.

২। এসএমই ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য ঃ

ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ঋণ নীতিমালা সম্পর্কে শাখা জ্ঞাত আছে কি-না?: ☐ আছে ☐ নেই

খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই সংক্রান্ত নীতিমালা, সার্কুলার সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা?: ☐ হচ্ছে ☐ হচ্ছে না

গ) এসএমই-র সংজ্ঞা সম্পর্কে শাখা জ্ঞাত কি-না?: ☐ আছে ☐ নেই

ঘ) ঋণ বিতরণে খাত, আকার, অঞ্চল কিংবা লিঙ্গ ভেদে কোন অগ্রাধিকার আছে কি-না? ☐ আছে ☐ নেই

থাকলে, তার বর্ণনা দিন (খাত, আকার, অঞ্চল ও লিঙ্গসহ)ঃ

ঙ) ঋণ আদায়ে খাত, আকার, অঞ্চল কিংবা লিঙ্গ ভেদে কোন তারতম্য আছে কি-না? ☐ আছে ☐ নেই

থাকলে, তার বর্ণনা দিন:

চ) এসএমই ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন অর্থাৎ আপনার ব্যাংক শাখার ব্যবসায় এ কার্যক্রম কতখানি অবদান রাখছে (৩১.১২.২০১০ ভিত্তিক)? মোট ঋণ ও অগ্রিমের_____%; মুনাফার _____%

ছ) আপনার মতে ভবিষ্যতে এ ঋণ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের প্রয়োজন আছে কি-না? ☐হ্যাঁ ☐না

হ্যাঁ হলে, এ সংক্রান্ত আপনাদের ভবিষ্যৎ কৌশলগত লক্ষ্য (strategi c goal) কি?

৩। এসএমই ঋণের বর্তমান পরিস্থিতি ঃ

ক) ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সালে এসএমই ঋণ সংক্রান্ত তথ্য (পৃথক সালের জন্য পৃথক ছক ব্যবহার করুন)

(লক্ষ টাকায়)

বিররণ	খাত			আকার		মহিলা উদ্যোক্তা	অঞ্চল	
	শিল্প	ব্যবসা	সেবা	ক্ষুদ্র	মাঝারি		শহর	পল্লী
বিতরণ								
আদায়								
মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ								
শ্রেণীকৃত ঋণ								
ঋণ স্থিতি								

খ) ২০১০ সালে বিতরণকৃত ঋণের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তালিকা (প্রয়োজনে পৃথক সংযোজনী ব্যবহার করুন এবং ছকটির সফ্‌ট কপি mahfuza_162@yahoo.com ঠিকানায় ইমেইল করুন)

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	জেলা	২০১০ সালে ঋণ বিতরণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	২০১০ সালে ঋণ আদায়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)

৪। এসএমই ঋণগ্রহীতা সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক) আপনাদের এসএমই ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের মূল পদ্ধতি কী?

☐ উদ্যোক্তাদের ব্যাংকে আসা ☐ মাঠ পর্যায়ে গিয়ে উদ্যোক্তা খোঁজা

খ) সাধারনতঃ আপনাদের শাখায় ঋণ আবেদন ও মঞ্জুরীর মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?_____মাস_____দিন

গ) সাধারনতঃ আপনাদের শাখায় ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?_____মাস_____ দিন

ঘ) ২০১০ সালে এসএমই ঋণের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা এবং ঋণ মঞ্জুরীকৃত আবেদনকারীর সংখ্যা কত?

_____আবেদনকারীর সংখ্যা_____মঞ্জুরীকৃত ঋণের সংখ্যা

ঙ) আবেদন মঞ্জুর করা হয়নি, এমন আবেদনকারীর আবেদনে কি কি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে?

১.	৪.
২.	৫.
৩.	৬.

চ) ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সালে বিতরণকৃত খাতভিত্তিক এসএমই ঋণের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করুন:

(সংখ্যায়)

সাল	খাত			আকার		মহিলা উদ্যোক্তা	অঞ্চল	
	শিল্প	ব্যবসা	সেবা	ক্ষুদ্র	মাঝারি		শহর	পল্লী
২০০৮								
২০০৯								
২০১০								

৫। এসএমই ঋণের সঠিক বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য ঃ

ক) আপনার প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত এসএমই ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইনস এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি-না?

☐ হ্যাঁ ☐ না

এ সম্পর্কে আপনাদের মতামত কী?

খ) এসএমই ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে আপনাদের কোন নিজস্ব পদ্ধতি আছে কি-না? ☐ আছে ☐ নেই

থাকলে, তার ব্যাখ্যা দিন। না থাকলে, এ ব্যাপারে আপনাদের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ কী?

৬। এসএমই ঋণ পরিদর্শন সম্পর্কিত তথ্য ঃ

ক) কিভাবে এসএমই ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়?

খ) এসএমই ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত যাচাইকরণে কোন কার্যক্রম আছে কি? ☐ আছে ☐ নেই

গ) ২০১০ সালে পরিদর্শনকৃত এসএমই ঋণগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :_____টি। উক্ত পরিদর্শনে কোন ধরনের অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে কি-না? হলে, তার ধরন ও দূরীকরণে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে?

অনিয়মের ধরন	গৃহীত পদক্ষেপ
১.	
২.	
৩.	
৪.	

ঘ) এসএমই ঋণ পরিদর্শন সমস্যা/প্রতিবন্ধকতা থাকলে সেগুলো কি কি?

সমস্যা/প্রতিবন্ধকতার বিবরণ
১.
২.
৩.
৪.

ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন টীম আপনাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত এসএমই ঋণ সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত নিয়মিতভাবে যাচাই করছে কি-না? ☐ করছে ☐ করছে না

করলে, সেক্ষেত্রে কোন ধরনের অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে কি-না? হলে, এ অনিয়ম দূরীকরণে কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন?

অনিয়মের ধরন	গৃহীত পদক্ষেপ
১.	
২.	
৩.	
৪.	

চ) বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন টিমের কার্যক্রম সম্পর্কে আপনাদের কোন পরামর্শ আছে কি-না?

৭। মেয়াদি শিল্প ঋণ সম্পর্কিত তথ্য ঃ

ক) ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সালে আকার ভিত্তিক মেয়াদি শিল্প ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের পরিমাণ কত ছিল? (লক্ষ টাকায়)

সাল	বৃহৎ আকার		মাঝারি আকার		ক্ষুদ্র আকার	
	মঞ্জুরী	বিতরণ	মঞ্জুরী	বিতরণ	মঞ্জুরী	বিতরণ
২০০৮						
২০০৯						
২০১০						

খ) ২০১০ সালে মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণকৃত বৃহৎ আকার শিল্পের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তালিকা ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	জেলা	ঋণ বিতরণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১.		
২.		

৮। মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ঋণ সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক) নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আপনাদের কি কি এসএমই ঋণ সুবিধা রয়েছে?

খ) নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ঋণ বিতরণে আপনাদের পৃথক কোন সার্ভিস ডেস্ক আছে কি-না?

☐ আছে ☐ নেই

গ) আপনার শাখা কর্তৃক নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ঋণ বিতরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালাগুলো পরিপালিত হচ্ছে কি-না? ☐ হচ্ছে ☐ হচ্ছে না

ঘ) এ পর্যন্ত জামানত বিহীন ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণকারী নারী উদ্যোক্তা সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ঋণের আকার	উদ্যোক্তার সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত		
৫ লক্ষের উর্ধ্বে কিন্তু, ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত		
১৫ লক্ষের উর্ধ্বে কিন্তু, ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত		

ঙ) আপনার শাখা কর্তৃক নারী উদ্যোক্তাদের গ্রুপভিত্তিক ঋণ দেয়া হয়েছে কি-না? ☐ হয়েছে ☐ হয়নি;
হয়ে থাকলে, এরূপ ঋণের সংখ্যা কতটি? ঃ _____ টি ।

৯। এসএমই ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে স্থানীয় চেম্বার/এসোসিয়েশনগুলোর সাথে আপনার শাখার কোন ধরনের সংশ্লিষ্টতা আছে কি-না? থাকলে, তা এসএমই ঋণ কার্যক্রমে কতটুকু ভূমিকা রাখছে।

১০। আপনাদের শাখা থেকে এসএমই সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় কি-না?

☐ হয় ☐ হয় না

হলে, নিম্নে উল্লিখিত প্রচার মাধ্যমসমূহ থেকে নির্বাচন করুন:

☐ পোস্টার/ব্যানার	☐ মেলায় অংশ গ্রহণ
☐ লিফলেট বিতরণ	☐ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন
☐ সামাজিক/ক্রীড়া অনুষ্ঠান sponsor করা	☐ এসএমই সংক্রান্ত বিশেষ প্রচারণা কার্যক্রম (product campaign)
☐ উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ	☐ ব্যক্তিগত যোগাযোগ
☐ অন্যান্য (উল্লেখ করুন):	

১১। এসএমই ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার সার্বিক মূল্যায়ন (সুবিধা, অসুবিধা, অর্থনৈতিক গুরুত্ব, ইত্যাদি) তুলে ধরুন।

তথ্য সমন্বয়কারী / ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও সিল
তারিখ:

শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর
ও সিল
তারিখ:

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল কর্তৃক পূরণীয়

১. বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই নীতিমালা সম্পর্কে শাখা ব্যবস্থাপক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও ধারণা কিরূপ?	অস্বচ্ছ	মোটামুটি	ভাল	খুব ভাল	
২. Women Entrepreneurs' Dedicated Desk/হেল্প ডেস্ক আছে কি-না?	নেই	আছে			
৩. Women Entrepreneurs' Dedicated Desk/হেল্প ডেস্ক থাকলে তা কার্যরত আছে কি-না?	নেই	আছে			
৪. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালাগুলো পরিপালিত হচ্ছে কি-না?	হচ্ছেনা	আংশিক হচ্ছে	হচ্ছে		
৫. শাখার এসএমই ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার সার্বিক মূল্যায়ন (১-৫ এর মধ্যে পূর্ণ সংখ্যায়) :	১	২	৩	৪	৫
৬. অন্য কোন উল্লেখযোগ্য বিশেষ বিষয় থাকলে লিখুন:					

জরিপকারী উপদলঃ

জরিপকারী উপদলের দলনেতার স্বাক্ষর

সংযোজনী-৩

প্রশ্নমালা 'গ-সেট'

[নমুনা ঋণ সুবিধাভোগী ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য]

উদ্যোক্তা যে ব্যাংকের গ্রাহক (ref erence bank) :____________________ হিসাব নং ____________________

শাখা:____________________________________ জেলা: ____________________

জরিপ তারিখ:____________________________________ উপদল ক্রমিক নং

জরিপকারী উপদল	ক-১	ক-২	ক-১	ক-২

জরিপ কোড					

১। উদ্যোক্তা পরিচিতি ঃ

ক) নাম ঃ	
খ) পদবী ঃ	
গ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ	
ঘ) সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় অভিজ্ঞতা (বছর)	
ঙ) সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় পূর্ব অভিজ্ঞতা/প্রশিক্ষণ ঃ (যদি থাকে)	
চ) মোবাইল নং	

২। প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও ধরন ঃ

ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ____________________________________

ঠিকানা ঃ ____________________________________

ফোন নম্বর ঃ____________________________________

খ) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকাল ঃ

গ) ☐ একক ☐ যৌথ মালিকানাধীন

যৌথ মালিকানাধীন হলে, অংশীদারদের সংখ্যা ও অংশীদারিত্বের পরিমাণ উল্লেখ করুন ঃ

ক্রমিক নং	অংশীদারদের সংখ্যা	অংশীদারিত্বের পরিমাণ (%)

ঘ) ☐ পুরুষ ☐ মহিলা মালিকানাধীন ☐ মিশ্র

ঙ) ☐ শিল্প ☐ ব্যবসা ☐ সেবা ভিত্তিক

চ) ☐ ক্ষুদ্র ☐ মাঝারি আকার

ছ) ☐ পল্লী ☐ শহর ভিত্তিক

জ) প্রতিষ্ঠানটি কোন গ্রুপ অব কোম্পানিজ এর অঙ্গ সংগঠন কি-না? ☐ হ্যাঁ ☐ না।

হ্যাঁ হলে, নাম উল্লেখ করুন:____________________________________

ঝ) প্রতিষ্ঠানটি কোন বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি-না?

☐ হ্যাঁ ☐ না। হ্যাঁ হলে, নাম উল্লেখ করুন:________________________

ঞ) প্রতিষ্ঠানটি রেজিস্ট্রেশনভুক্ত কি-না? ☐হ্যাঁ ☐না
হ্যাঁ হলে, কোথা থেকে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়েছে? _____

ট) প্রতিষ্ঠানের ব্যালেন্স শীট আছে কি-না ☐ হ্যাঁ ☐ না
থাকলে, অডিটেড কি-না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
হ্যাঁ হলে, অডিটিং ফার্ম এর নাম উল্লেখ করুন: _____

৩। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ঃ

ক) আয়ের মূল উৎস কি-না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

খ) না হলে, আয়ের অন্যান্য উৎসগুলো কি কি?

১.
২.
৩.

গ) দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিষ্ঠানের কোন উদ্দেশ্য আছে কি? ☐ আছে ☐ নেই।

থাকলে, তার ব্যাখ্যা দিন।

৪। আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি ঃ

ক) আপনি প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করতে ঋণ ছাড়া কোন আর্থিক অনুদান পেয়েছেন কি-না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

খ) হ্যাঁ হলে, কবে কোন প্রতিষ্ঠান হতে কি পরিমাণ আর্থিক অনুদান পেয়েছেন উল্লেখ করুনঃ

তারিখ	প্রতিষ্ঠানের নাম	আর্থিক অনুদান (লক্ষ টাকা)

৫। মূলধন কাঠামো ঃ

ক) প্রাথমিক মূলধনের (Initial Capital) পরিমাণঃ _____ লক্ষ টাকা

খ) বর্তমান মূলধনের পরিমাণঃ _____ লক্ষ টাকা

৬। অবকাঠামোঃ

ক) আপনার প্রতিষ্ঠানটি কি নিজস্ব জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত ? ☐ হ্যাঁ ☐ না ☐ নিজস্ব ও ভাড়া

খ) লিজ নেয়া হলে, তার পরিমাণ _____ (শতাংশ) ও সময়কাল উল্লেখ করুন ঃ _____

গ) ভাড়া নেয়া হলে এর পরিমাণ (বার্ষিক) ঃ _____

ঘ) প্রতিষ্ঠানটির আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ:

অভ্যন্তরীণ ঃ ☐ খুব ভাল ☐ ভাল ☐ মোটামুটি ☐ কর্মোপযোগী নয়। মন্তব্য ঃ _____

বাহ্যিক ঃ ☐ খুব ভাল ☐ ভাল ☐ মোটামুটি ☐ ভাল না। মন্তব্যঃ _____

ঙ) প্রতিষ্ঠানটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব: ☐ স্থানীয় বাজার সৃষ্টি ☐ দেশব্যাপী বাজার সৃষ্টি ☐ আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি

চ) প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদনশীলতা ঃ ☐ শ্রমঘন / ☐ মূলধনঘন

ছ) উৎপাদন পদ্ধতিঃ ☐ ম্যানুয়াল/ ☐ যান্ত্রিক

জ) তথ্য/প্রযুক্তির ব্যবহার আছে কি-না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

৭। জনবল ঃ

ক) প্রাথমিক মোট জনবল ঃ _____ জন

খ) বর্তমান মোট জনবল ঃ _____ জন

গ) কর্মকর্তার সংখ্যা ঃ _____ জন

ঘ) কর্মচারী/শ্রমিকের সংখ্যা ঃ _____ জন

ঙ) শ্রমিকের সংখ্যা ঃ পুরুষ_____, মহিলা_____, শিশু_____, প্রতিবন্ধী

চ) কর্মকর্তাদের বর্তমান বেতন-কাঠামো (হাজারে) ঃ সর্বনিম্ন _____সর্বোচ্চ

ছ) শ্রমিকদের বর্তমান বেতন-কাঠামো (হাজারে) ঃ সর্বনিম্ন _____ সর্বোচ্চ

জ) কর্মকর্তাদের জীবন যাত্রার মান ঃ ☐ খুব ভাল ☐ ভাল ☐ মোটামুটি ☐ নিম্ন

ঝ) শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান ঃ ☐খুব ভাল ☐ ভাল ☐ মোটামুটি ☐ নিম্ন

ঞ) শ্রমিকদের বর্তমান বেতন-কাঠামো সরকার ঘোষিত বেতন-কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি-না?

☐ হ্যাঁ ☐ না

ট) শ্রমিকদের বেতন ছাড়া অন্য কোন সুবিধা (থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা, আর্থিক প্রণোদনা ইত্যাদি) প্রদান করা হয় কি-না? হলে, তা উল্লেখ করুন।

ঠ) নিয়োগকৃত জনবল দক্ষ কি-না? ☐ দক্ষ ☐ দক্ষপ্রায় (semi skilled) ☐ অদক্ষ

তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আপনার কোন পরিকল্পনা আছে কি-না? থাকলে, কিরূপ?

☐ ইনহাউজ ☐ অভ্যন্তরীণ ☐ বৈদেশিক ☐ নেই

৮। উৎপাদিত পণ্য/সেবা ঃ

ক) আপনার প্রতিষ্ঠানে কি ধরনের পণ্য/সেবা উৎপাদিত হয়? ঃ

খ) উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে আপনি সরাসরি অবদান রাখছেন? ☐ হ্যাঁ ☐ না

এক্ষেত্রে, কোন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন কি-না ? ☐ হ্যাঁ ☐ না। হ্যাঁ হলে, তার ব্যাখ্যা দিন।

গ) অন্য কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা নিলে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন কি-না ?

☐ হ্যাঁ ☐ না । হ্যাঁ হলে, তার ব্যাখ্যা দিন।

৯। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক) এ যাবৎ কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কত ঋণ নিয়েছেন?

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	ঋণের প্রকৃতি	ঋণের মেয়াদ	ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সুদ হার	সাল
১.					২০০৯
২.					২০১০
৩.					২০১১

খ) ৩১/১২/২০১১ তারিখে ঋণের স্থিতি কত দাঁড়িয়েছে এবং এর বাৎসরিক সুদের পরিমাণ কত?

ঋণের স্থিতি_____লক্ষ টাকা, সুদ হার:_____ %

গ) ২০১০ সালে গৃহীত ঋণের সুদের হার কত এবং এ ঋণ পরিশোধের সময়সূচি (গ্রস পিরিয়ড সহ) উল্লেখ করুন।

সুদ হার:_____% । ঋণ পরিশোধের সময়সূচি (গ্রস পিরিয়ড সহ):_____বছর _____মাস

ঘ) আপনি নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করছেন কি-না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর না হলে, বকেয়া কিস্তির সংখ্যা: _____টি ও বকেয়ার পরিমাণ:_____লক্ষ টাকা

ঙ) ২০১০ সালে কি পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করেছেন?

আসল_____লক্ষ টাকা; সুদ_____ লক্ষ টাকা

চ) ২০১০ সালে গৃহীত ঋণের খাতওয়ারি ব্যয় উল্লেখ করুন ঃ

ব্যয়ের খাত	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১.	
২.	
৩.	

ছ) আপনি জ্ঞাত হয়ে (ঋণের শর্তাবলী জেনে শুনে) ঋণ নিয়েছেন কি-না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

জ) ঋণের জন্য আপনি নিজে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানে গিয়েছেন, না ব্যাংক আপনার কাছে এসেছে ☐ নিজে ☐ ব্যাংক

ঝ) আপনি নিজে ঋণের জন্য আবেদন করেছেন কি-না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

নিজে ঋণের জন্য আবেদন না করলে কার মারফত ঋণের জন্য আবেদন করেছিলেন?

_____

ঞ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণে আপনি কোন অসুবিধার (ঘুষ প্রদান, সময়ক্ষেপন কিংবা মানসিক ঝুঁকি, ইত্যাদি) সম্মুখীন হয়েছেন কি ? ☐ হ্যাঁ ☐ না

হলে, তার ব্যাখ্যা দিন এবং এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী ?

ব্যাখ্যা	পরামর্শ

ট) আবেদন করার পর ঋণ কত দিনে পেয়েছিলেন?_____মাস _____ দিন

বেশি দিন লাগার কারণ ঃ

ঠ) ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের পূর্বে কিংবা পরে আপনি আপনার প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন পরামর্শ চেয়েছেন এবং পেয়েছেন কি-না ?

☐ পরামর্শ চেয়েছিলাম ☐ পরামর্শ চাইনি; ☐ পরামর্শ পেয়েছিলাম ☐ পরামর্শ পাইনি

পরামর্শ পেলে, তা কি ধরনের পরামর্শ ?

ড) ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণদান নীতিমালা সম্পর্কে আপনার কোন মতামত থাকলে বর্ণনা দিন ঃ

১০। অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ ঃ

ক) আপনার প্রতিষ্ঠানটি কি অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে এ যাবৎ ঋণ গ্রহণ করেছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না

করে থাকলে, অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে কি পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করেছে তার বিবরণ দিন ।

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	ঋণের প্রকৃতি	ঋণের মেয়াদ	ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সুদ হার	সাল
১.					২০০৯
২.					২০১০
৩.					২০১১

খ) ৩১/১/২০১১ তারিখে অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে কি পরিমাণ ঋণ করেছেন (ঋণের স্থিতি)?_____লক্ষ টাকা

উক্ত ঋণের সুদের হার কত?_____%

১১। ঋণের বিপরীতে জামানত ঃ

ক) বর্তমান ঋণের বিপরীতে আপনার প্রতিষ্ঠানকে জামানত হিসেবে কোন জমি বা অন্য কোন অস্থাবর সম্পদ বন্ধকী রাখতে হয়েছে কি-না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

হলে, তার বিবরণ দিন।

খ) না হলে, ঋণ গ্রহণে কোন জামিনদার আছে কি-না? থাকলে, তাদের পরিচয় দিন।

জামিনদারের নাম	পেশা	গ্যারান্টির অংশ (%)

১২। উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি ঃ

ক) আপনার প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হচ্ছে কি ? ☐ হ্যাঁ ☐ না

খ) হ্যাঁ হলে, এ রপ্তানির বিপরীতে সরকারের কাছ থেকে কোন আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন কি-না ?

☐ হ্যাঁ ☐ না। পেলে, তার পরিমাণ কত?

গ) রপ্তানির লক্ষ্যে আপনার কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে কি? ☐ আছে ☐ নেই

থাকলে, তা কিরূপ?

১৩। এসএমই ঋণের ব্যাপারে আপনার মতামত ব্যক্ত করুনঃ

১৪। ২০১০ ঋণ গ্রহণের ফলে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য ঃ

বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১
মূলধন (ভূমি বাদে)			
ঋণের স্থিতি			
পরিশোধযোগ্য ঋণের পরিমাণ			
অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ (থাকলে)			
উৎপাদন/বিক্রয়			
জনবল (সংখ্যায়)			
রপ্তানি			
করপূর্ব মুনাফা			
কর পরবর্তী মুনাফা			
মোট আয়			
মোট ব্যয়			
সুদ ব্যয়			
মজুরী			
ভাড়া পরিশোধ (ভূমি/যন্ত্রপাতি ব্যবহারে)			

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল কর্তৃক পূরণীয়

১. প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক মূল্যায়ন	খুব ভাল	ভাল	মোটামুটি	অস্বচ্ছ
২. প্রশ্নমালার উত্তরদানে উদ্যোক্তার সক্ষমতার মূল্যায়ন	খুব ভাল	ভাল	মোটামুটি	অস্বচ্ছ

৩. প্রশ্নমালার উত্তরসমূহ সম্পূর্ণ কি-না ☐ হ্যাঁ ☐ না।

না হলে, কারণ লিপিবদ্ধ করুনঃ _____

৪. জরিপকারী উপদলনেতার মন্তব্যঃ _____ জরিপকারী উপদলনেতার স্বাক্ষর

ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও এর অর্থনৈতিক প্রভাব

আগস্ট ২০১৩

Published by F.M. Mokammel Huq, General Manager. Department of Communications and Publications, Bangladesh Bank, Head Office, Dhaka, Bangladesh. Printed by Olympic Products Printing & Packaging, 123/1 Arambagh, Dhaka-1000. website : www.bb.org.bd
DCP- 02-2014-600